চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 81 Tuesday, 20 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৮১ সংখ্যা ❋ ৭ ফাল্গুন, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

১০০দিনের কাজের বকেয়া পাওনা টাকা প্রদানের জন্য টিএমসির উদ্যোগে রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েত অফিসের সামনে খোলা হয়েছে সহায়তা কেন্দ্র। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারের দেওয়াল লিখন কর্মসূচি শুরু, দলের প্রার্থী ঘোষণা না হওয়ার আগেই প্রচার শুরু তৃণমূলের। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মোদির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন যোগী আদিত্যনাথ। যোগী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর কথাকে আত্তীকরণ করে উত্তরপ্রদেশ নিজস্ব নীতি তৈরি করেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

কথা ছিল রাজকোটেই ছুটি দেওয়া হতে পারে তাঁকে। চোট-আঘাতে টিমের অনেক সিনিয়র মাঝে মাঝেই ছিটকে যাচ্ছেন। তাই বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে বুমরাকে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

আধার কার্ড নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ বেশ কিছুদিন ধরেই আধার কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে পড়ছে নানা জেলায়। বাড়িতে চলে আসছে সেই মর্মে চিঠিও। বর্ধমান, নদিয়া-সহ নানা জেলায় এই চিঠি পেয়ে আতঙ্কিত মানুষজন। তাহলে কি বাংলা ছেড়ে বাংলাদেশে গিয়ে থাকতে হবে? এমন সব প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই আবহে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাউকে ভয়, আতঙ্কিত হতে নিষেধ করেছেন তিনি। এমনকী আধার কার্ডের বিকল্প কার্ড রাজ্য সরকার দেবে বলে আজ, সোমবার নবান্ন থেকে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার উপর পোর্টাল খুলতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। আর এখানে থেমে না থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে আধার কার্ড নিয়ে বাংলায় যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে সেটা নিয়ে এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ, সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজই নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন। এরপরই এই চিঠি সামনে চলে আসে। এই আধার কার্ড বাতিল হয়েছে বেশিরভাগই সংখ্যালঘু, মতুয়া, তফসিলি জাতি-উপজাতির নাগরিকদের। এই নিয়ে তোলপাড়

Mamata Banerjee
CHIEF MINISTER, WEST BENGAL
February 19, 2024

Respected Prime Minister,

I wish to bring to your kind notice about a sudden development of serious nature of indiscriminate de-activation of Aadhaar Cards of the people, especially belonging to of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBC communities in West Bengal.

It is learnt that the Head Office of UIDAI in New Delhi, without any field enquiry or hearing the persons and taking the State Government into confidence, has been directly issuing letters to individuals and family members informing them about the deactivation of their Aadhaar Cards under provisions of the Regulation of 28A of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.

[illegible]

I thought of bringing it to your kind information.

With regards

(Mamata Banerjee)

Shri Narendra Modi
Hon'ble Prime Minister of India

হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। আধার বাতিল নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরাসরি বিজেপির কারসাজি বলে অভিযোগ তুলেছে। আর বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে শুভেন্দু অধিকারী দাবি, আধার বাতিলের সমস্যা সমাধান দ্রুতই করে দেওয়া হবে। অন্যদিকে এই নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি পাঠালেন। আর সেই চিঠিতে আবেদন করলেন, 'এই সমস্যা সমাধানে দ্রুত হস্তক্ষেপ করুন।' লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই আধার বিড়ম্বনা তৈরির নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আধার কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে গেলেও রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্পের পরিষেবা পাবেন। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ঘটনা কি পরিকল্পিত? এমন প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের অভিযোগ, ''এটা সুকান্ত এবং শুভেন্দু যোগসাজশ করেই করেছেন। তা না হলে তাঁরা কেমন করে বলছেন কথা বলছি, দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে। এটা তো স্ববিরোধী মন্তব্য।'' যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে মানুষের বিড়ম্বনা, বিভ্রান্তি এবং আতঙ্ক কাটাতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'আমি স্তম্ভিত। জানতে পেরেছি নয়াদিল্লির ইউআইডিএআই কোনও ফিল্ড এনকোয়ারি ছাড়া নোটিশ দিয়েছে। রাজ্যকে না জানিয়ে আধার কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেশনের নোটিশ পাঠিয়েছে একাধিক বাড়িতে। আগাম না জানিয়ে কীভাবে এটা করা যেতে পারে অবাক লাগছে! লোকসভা নির্বাচনের আগে এটা কি ভয়ের আবহ তৈরি করার জন্য করা হল? একটু সহমর্মিতার সঙ্গে দেখে সমাধানে হস্তক্ষেপ করুন।'

নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা

আধার কার্ডের বিকল্প কার্ড করে দেওয়া হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ আধার কার্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপির চাপ আরও বাড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা প্রশ্ন তুললেন, লোকসভা ভোটের আগে হঠাৎ এত লোকের আধার কার্ড বাতিল করা হচ্ছে কেন? তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার গায়ের জোরে সব কাজ করছে। মতুয়ারা এই ইস্যুতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ বলেই দাবি করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, নির্বাচনের আগে বেছে বেছে কেন্দ্র এমন পদক্ষেপ করছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলায় এমন ঘটনা ঘটছে। মতুয়াদের সবচেয়ে বেশি আধার কার্ড বাতিল করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তফশিলি এবং সংখ্যালঘুদের ওপরও অত্যাচার হচ্ছে। মমতার অভিযোগ, অসমের মতো ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির ভাবনা নিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু তিনি বাংলায় এনআরসি করতে দেবেন না। তাঁর কথায়, ''এখানে ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না। এটা অসম নয়, এটা উত্তরপ্রদেশ নয়, এটা বিহার নয়। এটা বাংলা।'' নবান্ন থেকে সোমবার কেন্দ্রের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''লুটেরা সরকার, জমিদারদের মতো আচরণ করছে। অনেক সময়ে তাঁদেরও ছাপিয়ে যাচ্ছে। সব তথ্য নিয়ে আধার কার্ড করা হয়েছিল। পরে তার সঙ্গে ব্যাঙ্কের লিঙ্কও করা হয়। এমনকী কার্ড করতে গেলে ১০০০ টাকা করে নেওয়াও হয়েছে। এখন আচমকা কার্ড পরপর বাতিল করা হচ্ছে।'' মুখ্যমন্ত্রী জানান, আপাতত ৯০০ থেকে ১০০০

জনের আধার ডিঅ্যাক্টিভেট হয়েছে। সমস্যা নিয়ে তফশিলি ফেডারেশন তাঁকে চিঠিও লিখেছে। মতুয়া থেকে শুরু করে অনেকক্ষেত্রে রাজ্যকে না জানিয়ে ডিএম-কে না জানিয়ে আধার কার্ড বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার গুণ্ডামি করে, এনআরসি করার পরিকল্পনা করেই আধার কার্ড বাতিল করছে বলে আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখবেন বলেও জানান। পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচন কমিশনে একটি দল পাঠানোর ভাবনাও নিয়েছেন তিনি। গত কয়েকদিনে রাজ্যের নানা প্রান্তে বেশ কিছু মানুষের আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। ডাকযোগে 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (ইউআইডিএআই) রাঁচির আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে চিঠি পেয়েছেন তাঁরা। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের জৌগ্রাম, আবুজহাটি এলাকায় প্রায় ৬০ জনের কাছে চিঠি আসার পরেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। হুগলির কোদালিয়া ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রবীন্দ্রনগর সুকান্তনগর কৃষ্ণপুর এলাকাতেও অনেকের কাছেই আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়েছে বলে চিঠি এসেছে। মোগরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকান্ত পল্লী, মাঠপাড়া, ভেরিকুটি, নতুন গ্রাম, জয়পুর, পাম্প কলোনি এলাকার প্রায় সত্তর জনের কাছে চিঠি এসেছে। এই খবর জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় হুগলিতেও। আধার বাতিল হলে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। গ্যাসের সংযোগ, ব্যাঙ্কের লেনদেন, সমস্যা হবে সবেতেই। এ সব ভেবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করলেন রাজ্যের মানুষকে। তিনি বলেন, ''ষড়যন্ত্র করে রাজ্যের মানুষকে বিপদে ফেলছে কেন্দ্র সরকার। কিন্তু বাংলার মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা কারও নেই।'' এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ঘোষণা করেন, মঙ্গলবার থেকেই রাজ্য একটি পোর্টাল চালু করছে। যাঁদের আধার নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে এই পোর্টালে গিয়ে তাঁরা অভিযোগ জানাতে পারবেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যাঁদের আধার বাতিল হয়েছে তাঁদের আলাদা কার্ড দেবে রাজ্য। ব্যাঙ্ক বা অন্য কাজে কারও কোনও সমস্যা হবে না। মিলবে সরকারি পরিষেবাও।''

মণিপুরের সঙ্গে সন্দেশখালির তুলনা করবেন না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালি মামলায় হস্তক্ষেপই করল না দেশের শীর্ষ আদালত। সন্দেশখালি কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত বা সিট গঠনের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলাকারীর দাবি ছিল, মণিপুরের মতো নৃশংসতা দেখা যাচ্ছে সন্দেশখালিতে। তাই মণিপুরের ধাঁচেই সিট গঠন করে তদন্ত শুরু হোক। সোমবার এই সংক্রান্ত শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগরত্ন ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহর বেঞ্চে। সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্ট সন্দেশখালি মামলা শুনতে রাজি হয়নি। সেই সঙ্গেই মণিপুরের হিংসার সঙ্গে সন্দেশখালির তুলনা না টানতেও মামলাকারী আইনজীবীকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা। সন্দেশখালি কাণ্ডে সিবিআই অথবা সিট গঠন করে তদন্তের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। এই মামলা দায়ের করেন আইনজীবী অলখ অলোক শ্রীবাস্তব। শ্রীবাস্তবের দাবি, মণিপুর কাণ্ডে যেভাবে সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট, সেভাবেই সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্ত হোক। সন্দেশখালির ঘটনাকে মণিপুরের জাতি হিংসার সঙ্গে তুলনাও করেন তিনি। কর্তব্যে অবহেলা করেছেন যে পুলিশ আধিকারিকরা তাঁদের শাস্তি দেওয়ার

পাশাপাশি, সন্দেশখালির ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আর্জিও জানান তিনি। সোমবার এই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি বিভি নাগরত্ন ও অগাস্টিন জর্জের বেঞ্চে। বিচারপতিরা এই মামলা শুনতেই রাজি হননি। আবেদনকারী আইনজীবীকে বিচারপতিরা বলেন, ''কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ বিষয়ে মামলা দায়ের করেছে। আপনি কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন না জানিয়ে কেন সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে এলেন? আপনার কোনও দাবি থাকলে তা কলকাতা হাইকোর্টে জানান।'' বিচারপতিদের বক্তব্যের পরে মামলাকারী আইনজীবী অলখ অলোক শ্রীবাস্তব বলেন, ''সন্দেশখালির ঘটনা অনেকটা মণিপুরেরই মতো। মণিপুরের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছিল।'' আইনজীবীর মন্তব্যে কিছুটা রেগে গিয়েই বিচারপতি বিভি নাগরত্ন বলেন, ''মণিপুরের ঘটনার সঙ্গে সন্দেশখালিকে টানবেন না। মণিপুরে কী হয়েছে তা গোটা দেশ জানে। আপনার যা যা দাবি তা হাইকোর্টে জানান। বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠনের অধিকার হাইকোর্টেরও রয়েছে।'' সূত্রের খবর, শীর্ষ আদালত হস্তক্ষেপে রাজি না হলে মামলা প্রত্যাহার করে নেন আইনজীবী।

সুদামার কৃষ্ণকে চাল দেওয়ার ভিডিয়ো থাকলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হত মোদি

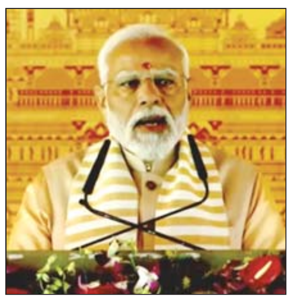

সম্বল, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরের পর এবার কলকি ধাম মন্দির। সোমবার উত্তর প্রদেশের সম্বল জেলায় কলকি মন্দিরের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে কেবল মন্দির বা তীর্থক্ষেত্র গড়ে তোলা নয়, দেশের বিভিন্ন শহরে হাইটেক পরিকাঠামো গড়ে উঠছে এবং রেকর্ড মাত্রায় বিদেশি বিনিয়োগ আসছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। একইসঙ্গে আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণমের প্রসঙ্গে নাম না করে কংগ্রেসকে একহাত নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকেও নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী। আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণমের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ''এটা ভাল যে আপনি (আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম) আমাকে কিছু দেননি। না হলে সময় এমনভাবে পাল্টেছে যে, আজকের যুগে যদি সুদামা শ্রী কৃষ্ণকে চাল দিতেন এবং ভিডিয়োটি বেরিয়ে আসত, তাহলে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হত এবং রায় আসত যে, ভগবান কৃষ্ণকে কিছু দেওয়া হয়েছিল। সুদামা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দুজনেই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। তার থেকে আপনি (আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম) আপনার অনুভূতি প্রকাশ করে কিছু না দেওয়াই ভাল।'' প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাম মন্দির নিয়ে প্রকাশ্যে বিজেপির প্রশংসা করে এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করায় আচার্য কৃষ্ণমকে সাসপেন্ড করে হাত শিবির। এবার এদিন কলকি মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে আচার্য কৃষ্ণকে মঞ্চে বসিয়ে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে তাঁর প্রশংসা করে সুপ্রিম কোর্টকে একহাত নিলেন, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এদিন কলকি ধাম মন্দিরের শিলান্যাসের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ''কেবল বিদেশ থেকে প্রাচীন মূর্তি ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না, রেকর্ড মাত্রায় বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে।'' এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''আজ একহাতে আমাদের তীর্থক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন ঘটনা হচ্ছে, অন্য হাতে বিভিন্ন শহরে হাই-টেক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। আজ মন্দির নির্মাণ হচ্ছে তো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন মেডিক্যাল কলেজ নির্মিত হবে।'' ৫০০ বছর অপেক্ষার পর অবশেষে চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রামলালার উপস্থাপন ঘটানো এক অন্য অনুভূতি ছিল বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। রাম মন্দির উদ্বোধনের পর আবু ধাবিতে প্রথম হিন্দু মন্দির উদ্বোধনেরও সাক্ষী হন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এবার কলকি মন্দিরের উদ্বোধন করতে চলেছেন। সেকথার উল্লেখ করে মোদির প্রতিশ্রুতি, ''এমন অনেক ভাল কাজ রয়েছে, যা কেবল আমার জন্য কিছু মানুষ রেখে দিয়েছেন। যা কিছু ভাল কাজ বাকি রয়েছে, সেগুলি আমি ভবিষ্যতে সম্পন্ন করব।'' নরেন্দ্র মোদির সরকারের তপরতায় কাশীর বিশ্বনাথ ধামের আরও উন্নতি ঘটেছে। সোমনাথ মন্দিরের উন্নয়ন করা হয়েছে এবং কেদার উপত্যকাও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ''আমরা ঐতিহ্যের পাশাপাশি উন্নযনের মন্ত্র গ্রহণ করেছি।'' এদিন, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতিও শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করে নমো। এদিন সম্বলে কলকি মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলকি ধামের আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণ। যে কলকি মন্দির নির্মাণ করা হবে, সেটির মডেলও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

আধার বাতিল নিয়ে বিভ্রান্তি, মমতার আক্রমণের পরই শাহর সঙ্গে কথা শুভেন্দুর, রণেভঙ্গ কেন্দ্রের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ আধার কার্ড দিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবির পরেই ক্ষত মেরামতে আসরে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার এক এক্সবার্তায় শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তাঁকে কথা দিয়েছেন যে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিষ্ক্রিয় করা সমস্ত আধার কার্ড সক্রিয় করে দেওয়া হবে। শুভেন্দুর আরও দাবি, আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করার সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে জানিয়েছেন। তিনি দুজনের সঙ্গেই কথা বলেছেন। অশ্বিনী বৈষ্ণবকে আলাদা করে চিঠিও লিখেছেন। কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর কয়েকদিন আগে দাবি করেছিলেন, ভোটের আগেই চালু হবে সিএএ বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। আর তা নিয়ে তৃণমূল শিবির এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা সফরে গিয়ে সাধারণ মানুষকে বিজেপির মতলব নিয়ে সতর্ক করে দিতে থাকেন। কিন্তু, রবিবার সিউড়িতে গিয়ে এক সভায় মমতা মারাত্মক অভিযোগ তুলে বলেন, একাধিক জেলায় অনেকের আধার কার্ডের লিঙ্ক কেটে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষকে রাজ্য সরকারের সুবিধা-বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেই এটা করা হচ্ছে। বর্ধমানের জামালপুর

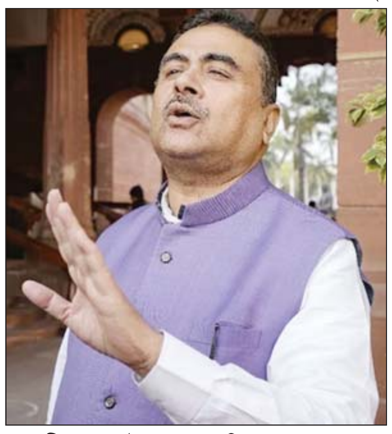

সহ বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তরবঙ্গেও একাজ চলছে। মমতার এই দাবি বা অভিযোগ নিয়ে তুমুল জলঘোলা হতে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য বিজেপি চরম অস্বস্তিতে পড়ে। আর তার পরেই এদিন সকালে মলম লাগাতে নেমে পড়েন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্সবার্তায় লেখেন, 'রাঁচির আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে যে এরকমটা করা হয়েছে, তা উচ্চপর্যায়ের আধিকারিক এবং মন্ত্রকের কেউ জানতেন না।' কাটা ঘায়ের উপর রাজনৈতিক প্রলেপ লাগাতে শুভেন্দু লিখেছেন, 'ভোটের আগে বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করতে কোনও চক্রান্ত করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত হবে।' এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু জাহাজমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। কারণ, মমতার এই ঘোষণার পরেই মতুয়া সমাজের মধ্যে তুমুল আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি অস্বস্তিতে পড়ে যায়। তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি তুলে না ধরলে আধার কার্ড ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হচ্ছে, তা যেন বিজেপির নেতারা জানতেনই না। ওঁরা তো মানতেই চাইছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই আজ শুভেন্দু অধিকারি এবং সুকান্ত মজুমদারের মতো বিজেপি নেতোরা আধার নিষ্ক্রিয় করার সত্যতা আক্ষরিক অর্থে মেনে নিয়েছেন। ফলে সহজেই বোঝা যায়, বিজেপির প্রকৃত উদ্দেশ্য কী!''

রাজভবনে খোলা হচ্ছে 'পিস হোম', সন্দেশখালির মহিলাদের নতুন 'ঠিকানা'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালির মহিলাদের জন্য পিস হোম। পিস হোম খোলা হচ্ছে রাজভবনে। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মহিলাদের আপাতত রাজভবনে পিস হোমে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সন্দেশখালির মহিলারা, যাঁরা বারবার প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলেছেন তাঁদের কোনও নিরাপত্তা নেই। রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তায় যাঁরা ভরসা রাখতে পারছেন না বলে দাবি করেছেন, তাঁদের জন্য রাজভবনে পিস হোম বলে জানা যাচ্ছে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সম্প্রতি সন্দেশখালি যান। রাজ্যপালকে সামনে পেয়ে বহু মহিলা তাঁদের অভিযোগ জানান। রাজ্যপালের কাছে কান্নাকাটি পর্যন্ত করেন মহিলারা। রাজ্যপাল তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, যা যা করার তিনি করবেন। সোমবার সন্দেশখালিতে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা যান। সেখানকার মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। জানান, সন্দেশখালিতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন মহিলারা। ধর্ষণ, যৌন হেনস্থা-সহ একাধিক অভিযোগ তিনি পেয়েছেন বলে জানান।

রাষ্ট্রপতি শাসন সুপারিশ করব, সন্দেশখালি সফর শেষে বললেন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রধান

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে নির্যাতিতাদের সঙ্গে কথা বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা। সোমবার দিনভর সন্দেশখালির বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি জানান, ১৮টি নারী নির্যাতনের অভিযোগ পেয়েছেন তিনি। তার মধ্যে ২টি ধর্ষণের অভিযোগ। এর পর রেখা শর্মা জানান, সন্দেশখালির পরিস্থিতিতে স্পষ্ট, পশ্চিমবঙ্গে কোনও আইনের শাসন নেই। তাই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশ করবে তারা। সোমবার সন্দেশখালির একাধিক গ্রামে নিয়ে নির্যাতিতাদের সঙ্গে কথা বলেন রেখা শর্মা। সফরের শুরুতে নির্যাতিতাদের বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ''ভয় কাটিয়ে মুখ খুললে তবেই সুবিচারের ব্যবস্থা করা যাবে। আর কয়েকজন অভিযুক্ত যেহেতু গ্রেফতার হয়েছে তাই মহিলারা মুখ খুলবেন বলেই আশা রাখি।'' তিনি বলেন, ''শেখ শহজাহানের গ্রেফতারিতে আমরা বিশেষ জোর দেব। আমি সারা দিন সন্দেশখালিতে আছি। যে কোনও মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানাতে পারেন।'' সন্দেশখালি পৌঁছনোর আগে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন, ''ওখানে আগেই কমিশনের প্রতিনিধলের সদস্যরা সফর করেছিলেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে নির্যাতিতা মহিলাদের কথা বলতে দেয়নি পুলিশ। ফলে আজ আমি নিজে সশরীরে নির্যাতিতা মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'' এদিন সফর শেষে রেখা শর্মা বলেন, ''সারা দিনে মোট ১৮টি নারী নির্যাতনের অভিযোগ পয়েছি। এর মধ্যে ২ জন ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন। পুলিশের ওপর নির্যাতিতাদের ভরসা নেই। আমাকে জড়িয়ে ধরে গ্রামের মহিলারা কেঁদেছেন। এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া উপায় নেই।'' সন্দেশখালিতে তৃণমূলের জেলা পরিষদের ২ সদস্য শিবু হাজরা ও উত্তম সরদারের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন এক বধূ। সন্দেশখালির মহিলাদের দাবি, তৃণমূলের মিটিংয়ের নাম করে তুলে নিয়ে গিয়ে তৃণমূলের পার্টি অফিসে যৌন নির্যাতন করা হত তাঁদের।

ক্ষমা চাইলেন শান্তনু, আধার নিয়ে কেন্দ্রের আশ্বাস, 'ভয় পাবেন না'

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ আধার নিয়ে চরম বিভ্রান্তি শুরু হয়েছে। ভয়ও পাচ্ছেন প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দারা। রবিবারই বীরভূম থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া বার্তা দেন। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষকে ভয় না পাওয়ার বার্তা দিয়ে বলেন, ''আমি বাংলার মানুষকে বলতে পারি ভয় পাবেন না, আমি আছি।'' আর মমতা সরব হতেই কেন্দ্রের আশ্বাস ভয় নেই। শান্তনু ঠাকুর, সুকান্ত মজুমদাররা বসলেন বৈঠকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করেছেন শান্তনু ঠাকুর এবং সুকান্ত মজুমদার। এরপরই তাঁরা জানান, পুরোটাই প্রযুক্তিগত ত্রুটি। খুব তাড়াতাড়ি এর সমাধান হয়ে যাবে। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, ''আমি ক্ষমা চাইছি। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হচ্ছে। আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অশ্বিনী বৈষ্ণব, সুকান্ত মজুমদার আমাদের সঙ্গে ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, এই ডিঅ্যাক্টিভেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যাঁদের কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের একটি

আবেদন করার প্রক্রিয়া চালু হবে। অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও দিয়ে দেব। সেখানেও সরাসরি আবেদন করতে পারবেন। আমি আবেদনপত্রও দিয়ে দেব।'' সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের একাধিক গ্রামে বহু বাড়িতে চিঠি আসে। সেখানে আধার কার্ডের নম্বর উল্লেখ করে বলা হয় সেগুলি 'ডিঅ্যাক্টিভেট' করা হল। স্বভাবতই এই ঘটনায় রাতের ঘুম উড়ে যায় সেই সব পরিবারগুলির। আধার কার্ড সক্রিয় না থাকলে এ দেশে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও সক্রিয় থাকবে না। মিলবে অন্যান্য একাধিক পরিষেবাও। সবথেকে বড় কথা, প্রশ্ন উঠবে নাগরিকত্ব নিয়েও। রবিবারই বীরভূমের সিউড়ির সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। জানিয়ে দেন, রাজ্য কড়া পদক্ষেপ করবে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট কাজ না করলে রাজ্যের কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক সুবিধা দেবে বলেও জানান মমতা। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে উদ্যোগ নিতেও বলেন তিনি। সোমবারই জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এখনও পর্যন্ত কোথায় কোথায় আধার কার্ড বাতিলের ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে নবান্নের তরফে বিস্তারিত রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই আবহে এবার ময়দানে বিজেপি। শান্তনু এদিন বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন শুনেছি। উনি বলেছেন আধার কার্ড নিয়ে কোনও সমস্যা হলে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেবে। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই এটা কি রাজ্য সরকারের ইস্যু? এটা তো কেন্দ্রের অধীনে। আপনি মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। উনি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে চলে আসুন বলছেন। কেওয়াইসি কে দেবে? এই বিভ্রান্তি ছড়ানো ঠিক নয়।'' ইতিমধ্যেই শান্তনু ঠাকুর একটি ইমেল আইডি ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়েছেন।

আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি ছত্তিশগড়ে সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

রায়পুর, ১৯ ফেবয়ারি ঃ আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি ছত্তিশগড় সফরে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সফরকালে অমিত শাহ বস্তার লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের উর্ধ্বতন আধিকারিক, ইনচার্জ এবং সহ-ইনচার্জদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচনী প্রস্তুতি পর্যালোচনা করবেন।লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য বিজেপি ছত্তিশগড় রাজ্যের ১১টি লোকসভা আসনকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছে। বস্তার, মহাসমুন্দ এবং কাঙ্কের একটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। বিজেপি কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে যে কোন্ডাগাঁও বৈঠকে অমিত শাহ এই তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং লোকসভা নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেবেন। বস্তার লোকসভা কেন্দ্রটি ১৯৯৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ২০ বছর ধরে বিজেপির দখলে ছিল। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কংগ্রেসের কাছে প্রায় ৩৮ হাজার ভোটে হেরেছিল। জানা গিয়েছে, ছত্তিশগড় রাজ্যের ১১টি আসনের মধ্যে বিজেপির দখলে ৯টি এবং কংগ্রেসের দখলে ২টি আসন রয়েছে।

গুজরাটের বনসকান্থার পালানপুর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

বনসকান্থা, ১৯ ফেবয়ারি ঃ গুজরাটের বনসকান্থার পালানপুর বাজার এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার সকালে এই আগুন লাগার পর স্থানীয়রা দমকল বিভাগে খবর পাঠায়। তারপর ঘটনাস্থলে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন উপস্থিত হয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। এখনও পর্যন্ত আগুনের কারণে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনের অনেকক্ষণের চেষ্টার ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে দমকল সূত্রে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়নি।

আমেঠি কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংসদীয় কেন্দ্রঃজয়রাম রমেশ

প্রতাপগড়, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ আমেঠি লোকসভা কেন্দ্রকে কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তিনি বলেছেন, আমেঠি কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংসদীয় কেন্দ্র। রাহুল গান্ধী কী আমেঠি থেকে নির্বাচনে লড়বেন, এই প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ বলেছেন আমেঠি থেকে কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তা কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে। রাহুল গান্ধী আমেঠি থেকে তিনবার সাংসদ হয়েছেন। তাঁর বাবা রাজীব গান্ধীও এই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। আমেঠি কংগ্রেস পার্টির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব মঙ্গলবার ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় যোগদান করবেন বলেও জানিয়েছেন জয়রাম রমেশ। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, আমি আশা করছি, তিনি (অখিলেশ যাদব) যাত্রায় যোগ দেবেন। এর আগে আপনা দলের নেত্রী পল্লবী প্যাটেলও যাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। দেখতে দেখতে সোমবার ৩৭-তম দিনে পড়ল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। এদিন সকালে উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় থেকে শুরু হয় রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা।

দিল্লিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজধানী দিল্লিতে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! এবার এবার আগুন লাগল দিল্লির শাহবাদ ডেয়ারি এলাকায় অবস্থিত বস্তিতে। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে গিয়েছে শতাধিক ঝুপড়ি। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর সোমবার ভোররাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।দিল্লি দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার রাত ১০টা নাগাদ দিল্লির শাহবাদ ডেয়ারি এলাকায় অবস্থিত বস্তিতে আগুন লাগে। রাত ১০.১৭ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পায় দমকল। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন, দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এলেও শতাধিক ঝুপড়ি পড়ে গিয়েছে। দমকল জানিয়েছে, প্রায় ১৩০টি ঝুপ।িআগুনে পুড়ে গিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার, লোকসভার সচিবালয়কে নোটিশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃসুপ্রিম কোর্টে বড় স্বস্তি পেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সন্দেশখালিকাণ্ডের আবহে বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উপর হামলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা-সহ পাঁচ প্রশাসনিক কর্তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল লোকসভার এথিক্স কমিটি। এথিক্স কমিটির পাঠানো নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এ বিষয়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।সংসদের এথিক্স কমিটির পাঠানো সমনের প্রেক্ষিতে সোমবার

লোকসভা সচিবালয় ও অন্যদের নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। আবেদন কারীদের হয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিববল। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষাধিকারের অংশ হতে পারে না। সংসদীয় এথিক্স কমিটির তলবের বিরুদ্ধে সোমবারই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মুখ্যসচিব। সোমবার বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আইনজীবী কপিল সিববল। আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙঘভিও বিষয়টিতে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার পরেই স্থগিতাদেশ জারি করে শীর্ষ আদালত। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেট্রো সফরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ কনভয় বা ব্যক্তিগত গাড়িতে নয়, একেবারে গণপরিবহণ মেট্রোতে সফর করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। দিল্লি মেট্রোয় চড়ে তিনি পিতামপুরার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাসল স্টাডিজ-এ পৌঁছলেন। একেবারে সাধারণ যাত্রীর মতোই সকলের সঙ্গে মেট্রোয় বসে সফর করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর সেই মেট্রো সফরের ভিডিয়ো বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সাধারণ যাত্রীর আসনে বসেই মেট্রো সফর করছেন। তাঁর সঙ্গে দুই আধিকারিক রয়েছেন। পাশে এক ছাত্রীও বসে রয়েছেন। মেট্রোয় বসে এক যাত্রীর সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। কেন্দ্রীয়

শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের আর পাঁচজনের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগেও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পড়ুয়াদের স্কুল থেকে বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে সেখানকার পড়ানোর ধরন, পাঠ্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে, খুদে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। আবার রাম মন্দির উদ্বোধনের সময় অকাল দীপাবলি উৎসব পালন করার প্রাক্কালে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদর সঙ্গে প্রদীপের সলতে তৈরি করতেও দেখা গিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের গোড়ায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকেও দিল্লি মেট্রোয় সফর করতে দেখা গিয়েছে। তিনি সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট মেট্রো স্টেশন থেকে নেহরু প্লেস স্টেশন পর্যন্ত কাশ্মীরি গেট-রাজা নাহার সিং ভায়োলেট লাইন করিডরে সফর করেন। মেট্রো সফরে রাষ্ট্রপতিকে স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতা করতেও দেখা যায়। তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চান রাষ্ট্রপতি।

ফের তুষারপাত জম্মু ও কাশ্মীরে, শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল হিমাচলের মানালি

শ্রীনগর ও শিমলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের তুষারপাতের সাক্ষী হল ভূস্বর্গ, শ্রীনগর ও অন্যান্য সমতল ভূমিতে সোমবারও বৃষ্টি অব্যাহত ছিল। আবার উঁচু পাহা।ে তুষারপাত হয়েছে। সোমবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার সাওজিয়ান সেক্টরে তুষারপাত হয়েছে, ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট সব কিছু বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। তুষারপাত হয়েছে কুপওয়ারাতেও। শ্রীনগরে গত ২৪ ঘন্টায় সোমবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত ১২.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে এবং সর্বনিম্ন রেকর্ড হয়েছে ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।পহেলগামে এই সময়ে ১৮.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে প্রায় ১৬ ইঞ্চি মতো তুষারপাত হয়েছে এবং সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে মাইনাস ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জম্মুতে ৪.৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২১ তারিখ পর্যন্ত এমনই আবহাওয়া থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরে।এদিকে, সোমবারই ভারী তুষারপাত হয়েছেন হিমাচল প্রদেশের নানা প্রান্তেও। হিমাচলের মানালিতে এদিন সকালেই তুষারপাত হয়েছে। চারিদিক শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা প।ছে। আবহাওয়া দফতর হিমাচল প্রদেশের বেশ কয়েকটি জেলার ভারী থেকে অতি ভারী তুষার ও বৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করেছে। মঙ্গলবার থাকছে কমলা সতর্কতা।

কেন্দ্র ও কৃষকদের মধ্যে চতুর্থ বৈঠকও নিষ্ফলা, বেশ কিছু প্রস্তাব পেশ রাখল ভারত সরকার

চন্ডীগড়, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকার ও কৃষককদের মধ্যে চতুর্থ বৈঠকও নিষ্ফলা বলাই যেতে পারে। যদিও, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, নতুন ধারণা এবং চিন্তাভাবনা নিয়ে, আমরা ভারতীয় কিষান মজদুর ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কৃষক নেতাদের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা করেছি। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষক সংগঠনের সামনে বেশ কিছু প্রস্তাব আনা হয়েছে। পীযূষ গোয়েল বলেছেন, গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদী যে কাজগুলি করেছেন, তা কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে সম্পর্কে আমরা বিশদ আলোচনা

করেছি।রবিবার সন্ধ্যায় চন্ডীগড়ে কৃষকদের সঙ্গে চতুর্থ বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, অর্জুন মুন্ডা ও নিত্যনন্দ রাই। রবিবার গভীর রাতে এই বৈঠক শেষ হয়। বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রী মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, আমরা একসঙ্গে একটি খুবই উদ্ভাবনী ধারণা প্রস্তাব করেছি, যেমন ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ কনজ্যুমারস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, এমএসপি-তে কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য কেনার বিষয়ে পরবর্তী ৫ বছরের জন্য চুক্তি করবে। পরিমাণের কোনও সীমা থাকবে না। গোয়েল আরও বলেন, ভারতের কটন কর্পোরেশন এমএসপি-তে ফসল কেনার জন্য কৃষকদের সঙ্গে ৫ বছরের আইনি চুক্তিতে প্রবেশ করবে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, বৈঠক চলাকালীন কৃষকরা জলের তলানি হ্রাসের মধ্যে ফসল বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।কেন্দ্র ও কৃষকদের মধ্যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানও। তিনি বলেছেন, পাঁচ ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলেছে। আমি পঞ্জাবের জন্য সুবিধার কথা বলেছি। আমরা ডাল কেনার জন্য একটি এমএসপি গ্যারান্টি চেয়েছিলাম, যা আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্জাব কিষাণ মজদুর সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক সর্বন সিং পান্ধের বলেছেন, সরকারের প্রস্তাবের উপর আমরা আলোচনা করব এবং মতামত জানাব।

দিল্লি যাচ্ছেন না রাজীব-গোপলিকা, সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করল নবান্ন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালিকাণ্ডের আবহে বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উপর হামলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিক-সহ পাঁচ প্রশাসনিক কর্তাকে ডেকে পাঠিয়েছে লোকসভার স্বাধিকার কমিটি (প্রিভিলেজ কমিটি)। সোমবার বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক শরদ দ্বিবেদী, জেলার পুলিশ সুপার হোসেম মেহেদি রহমান এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষও এ ব্যাপারে তাঁদের অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু তা নয়, নবান্ন সূত্রের দাবি, এ ব্যাপারে সংসদের প্রিভিলিজে কমিটির নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব। সুকান্ত বালুরঘাট লোকসভার সাংসদ। তিনি লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটি তথা স্বাধিকার রক্ষা কমিটির কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁকে নৃশংস ভাবে মারধর করা হয়েছে। সাংসদ হিসাবে তাঁর যে মর্যাদা পাওয়ার কথা, সেই সুলভ আচরণ তাঁর সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ বা প্রশাসন করেনি।নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, সংসদীয় প্রিভিলেজ কমিটিকে জানানো হয়েছে, মুখ্য সচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজি ব্যস্ত রয়েছেন। ৪ মার্চ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ কলকাতায় আসছে। লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশাসনের প্রচুর কাজ রয়েছে। তাই তাঁদের সাক্ষ্য দেওয়ার দিনক্ষণ পিছিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু এ কথা বলার পাশাপাশি সংসদীয় কমিটির নোটিসকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করল নবান্ন। মুখ্য সচিব হলেন প্রশাসনের প্রধান। তিনি এ ব্যাপারে মামলা করতে পারেন সর্বোচ্চ আদালতে। ন্ডবান্ন কর্তারা মনে করছেন, গোটা বিষয়টির নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনকে খামোখা হেনস্থা করা হচ্ছে। সুকান্ত মজুমদার সংেদশখালি অভিযানে যাচ্ছিলেন। যা তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল। এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে তাঁকে বাধা দিয়েছিল পুলিশ। এরপর যদি ডিজি ও মুখ্য সচিবকে দিল্লিতে ডাকা হয় তা হলে তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আগামী দিনে বিজেপি সাংসদরা এভাবে রাজনৈতিক অভিযান করলে এবং আইনশঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে পুলিশ তাঁদের গতিবিধি নিয়ে আপত্তি করলেই তো দিল্লিতে ডাকা সরকারের আমলাদের এই প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্য ভাল নয়।

ময়নাগুড়িতে মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু মহিলার

ময়নাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ির বেতগাড়া স্টেশন এবং ময়নাগুড়ি রেলগেটের মাঝামাঝি খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাতিরডাঙা এলাকায় মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। সোমবার সকালে ঘটনাটি

মঙ্গলবার চোপড়ায় যাচ্ছেন রাজ্যপাল বোস,রাতের ট্রেনেই রওনা দেবেন বোস

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ চোপড়ায় চার শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ক্রমশ চড়ছে উত্তেজনার পারদ। সন্দেশখালি নিয়ে হইচই করলেও কেন চোপড়ার দিকে নজর নেই কেন্দ্রর, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে শাসক শিবির। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের দ্বারস্থও হয়েছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।রাজভবন সূত্রে খবর, সোমবার রাতেই দার্জিলিং মেলে চেপে কিষাণগঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। মঙ্গলবার সড়কপথে সেখান থেকেই পৌঁছবেন চোপড়ায়।চোপড়ার চেতনাগাছে বিএসএফ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় গত সোমবার মাটি চাপা পড়ে চার শিশুর মৃত্যু হয়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চেতনাগাছ এলাকায় বিএসএফ একটি নর্দমা কাটছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। সেখানেই খেলা করছিল শিশুরা। আচমকাই ধস নেমে দুর্ঘটনা ঘটে। মাটির নীচে চাপা পড়ে চার শিশু। বিএসএফ জওয়ানেরা তাঁদের উদ্ধার করে চোপড়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সেখানেই চার শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিসকেরা। এ নিয়ে বিএসএফের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। বিএসএফের তরফে অবশ্য বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, তারা কোনও খননকার্য চালায়নি।গত বৃহস্পতিবার চোপড়ার শিশুমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে স্মারকলিপি জমা দিতে রাজভবনে যায় তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। সেই দলে ছিলেন কুণাল ঘোষ, ব্রাত্য বসু এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ ন'জন প্রতিনিধি। সাক্ষাৎ শেষে তৃণমূলের

প্রতিনিধিদল জানায়, রাজ্যপালকে তাঁরা চোপড়ায় যাওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন। তাঁদের সেই আর্জির প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি চোপড়ায় যাবেন। শুধু তাই-ই নয়, এই ঘটনা নিয়ে তাঁর কাছে দেওয়া তৃণমূলের স্মারকলিপি অনুযায়ী যা যা করণীয়, তাই করবেন।ন্ডলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নিহত শিশুদের পরিবারকে তিন লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। বিধানসভায় রাজ্য বাজেটের উপর জবাবি বক্তৃতা দিতে গিয়েও চোপড়ার প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, 'তো ৩৩৪টি কেন্দ্রীয় টিম এসেছে। চোপড়ায় কেন যাচ্ছে না? শিশুদের কি কোনও দাম নেই?'' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছিলেন, 'বিএসএফের শাস্তি চাই। ওরা গেরুয়া রঙের প্যাকেটে মানুষকে জিনিস দিচ্ছে। পুরোপুরি বিজেপির ক্যাম্প করছে বিএসএফ।'' রবিবার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে চোপড়ায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, সোমবারই চোপড়ায় যাচ্ছেন চন্দ্রিমা। তাঁর সঙ্গে থাকবেন তৃণমূলের জেলা এবং স্থানীয় নেতৃত্ব।

শাহজাহানপুরে ট্রাক্টর ট্রলি উল্টে মৃত ২

শাহজাহানপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে একটি ট্রাক্টর ট্রলি উল্টে ২ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন ১২ জন। জানা গিয়েছে, যাত্রীরা ট্রাক্টর ট্রলিতে করে গঙ্গা নদীতে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, আচমকাই ট্র্যাক্টর ট্রলিটি উল্টে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সোমবার

স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে বনভুলপুরা, এবার ১৭ ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল

দেহরাদুন, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃকিছুদিন আগেই আংশিকভাবে শিথিল করা হয়েছিল কারফিউ, পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই এবার উত্তরাখণ্ডের হল্দওয়ানির বনভুলপুরায় ১৭ ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়েছে। তবে, রাতে এখনও থাকছে কড়াকড়ি। নৈনিতাল জেলা পুলিশ হল্দওয়ানির বনভুলপুরায় ১৭ ঘন্টার জন্য কারফিউতে শিথিলতা এনেছে। এখন রাত ১০টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত কারফিউ জারি থাকবে।উল্লেখ্য, গত ৮

সুপ্রিম কোর্টে শুনানির আগেই আচমকা ইস্তফা চণ্ডীগড়ের মেয়রের, আপের তিন কাউন্সিলর বিজেপিতে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ চণ্ডীগড়ে মেয়র পদে কারচুপি করে ভোটে জেতার অভিযোগ উঠেছিল। মেয়র নির্বাচনে ঘটা সেই ঘটনাকে ' হত্যা' বলে অ্যাখ্যা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। আজ সোমবার সেই বিতর্কিত মেয়র নির্বাচন নিয়ে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। আর তার আগেই ইস্তফা দিলেন চণ্ডীগড়ের মেয়র তথা বিজেপি নেতা মনোজ সোনকর। সেই সঙ্গে আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের তিন কাউন্সিলর। অন্য দিকে, ওই দিনই আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিন কাউন্সিলর- পুনম দেবী, নেহা এবং গুরুচরণ কালা।৩৫ সদস্যের চণ্ডীগড় পুরনিগমে বিজেপির ১৪ জন কাউন্সিলর রয়েছেন। তবে আপের তিন সদস্য যোগ দেওয়ার পর সংখ্যাটি বেড়ে হয়েছে ১৭। শিরোমণি অকালি দলের এক মাত্র কাউন্সিলর বিজেপিকে সমর্থন করার কথা জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি, পুরনিগমের প্রাক্তন সদস্য হিসাবে ভোটাধিকার রয়েছে চণ্ডীগড়ের বিজেপি সাংসদ কিরণ খেরের। সব মিলিয়ে বিজেপির পক্ষে রয়েছে ১৯টি ভোট, যা চণ্ডীগড় পুরনিগমে ' ছোঁয়ার জন্য পর্যাপ্ত।ন্ডতিন জন দল ছাড়ার পরে আপের কাউন্সিলর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১০ জনে। পুরনিগমে কংগ্রেসের সাত কাউন্সিলর রয়েছেন। গত ৩০ জানুয়ারি মেয়র নির্বাচন ছিল চণ্ডীগড়ে। বিজেপিকে রুখতে ওই নির্বাচনে যৌথ ভাবে লড়াইয়ে নেমেছিল কংগ্রেস এবং আপ। পুরপ্রতিনিধিদের ভোটের হিসাবে প্রথমে এগিয়েও গিয়েছিলেন আপ-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী কুলদীপ সিংহ। মোট ৩৬টি বৈধ ভোটের মধ্যে জোট পায় ২০টি। অন্য দিকে, বিজেপির মেয়র পদপ্রার্থী মনোজ সোনকর পান ১৬টি ভোট। কিন্তু পরে জোটপ্রার্থী কুলদীপ সিংহের পাওয়া ৮টি ভোট বাতিল ঘোষণা করেন প্রিসাইডিং অফিসার অনিল মসিহা। আপ-কংগ্রেস জোটের অভিযোগ, গণনার ঠিক আগে অনিল নিজেই কলম দিয়ে কয়েকটি ব্যালটে ' দিয়েছিলেন। পরে সেগুলিই বাতিল করেন তিনি। ব্যালট পেপারের উপরে কাটাকুটি করার একটি ভিডিয়োও প্রকাশ্যে নিয়ে আসে আপ। প্রসঙ্গত, নিরপেক্ষ সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। কিন্তু চণ্ডীগড়ে সেই অফিসারের বিরুদ্ধেই পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠে।ন্ডএই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, ' বোঝা যাচ্ছে, মেয়র নির্বাচনের সময় প্রিসাইডিং অফিসার অনিল মসিহা ব্যালট পেপার বিকৃত করেছিলেন। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।'' আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পুরপ্রতিনিধিদের নির্ধারিত বৈঠকের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে শীর্ষ আদালত। প্রিসাইডিং অফিসার অনিলকে সোমবার শীর্ষ আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

লালবাজারের নোটিস পেয়েই হাইকোর্টে গেলেন শুভেন্দুর আইনজীবী,মামলা দায়েরের অনুমতি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী সূর্যনীল দাসকে তলব করল লালবাজার। কলকাতা পুলিশের তরফে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁকে হাজির হতে বলা হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে হওয়া এই অভিযান দু'বার আটকে দেয় পুলিশ। এই বাধা কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন আইনজীবী সূর্যনীল দাস। তাঁকে এবার নোটিস পাঠান হল লালবাজার থেকে। ন্ডসূর্যনীল দাস শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী। তাঁকে নোটিস পাঠান হয়েছে লালবাজারের রেইড সেকশনের তরফ থেকে। সন্দেশখালি যাওয়ার পথে বিরোধী দলনেতাকে সায়েন্স সিটির সামনে আটকানো হয়েছিল। আইনজীবী সূর্যনীল দাস এই প্রেক্ষিতেই প্রশ্ন তোলেন যে, আইনের কী প্রভিশন আছে ওঁকে আটকানোর। এরপরই আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী আইনজীবী সূর্যনীল দাসকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। ন্ডপুলিশের তলব পাওয়ার পরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আইনজীবী সূর্যনীল দাস। তাঁকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। সন্দেশখালি ঢুকতে বাধা পাওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন খোদ শুভেন্দু অধিকারী। আদালত ১৪৪ ধারা বাতিল করার পরেও ফের পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে তাঁর পথ আটকেছে বলে শুভেন্দুর অভিযোগ। পুলিশের বাধা টপকে এগোতে না পেরে বিধায়কদের নিয়ে রামপুরে রাস্তার উপরেই বসে পড়েন শুভেন্দু অধিকারী। রাস্তায় বসেই পুলিশকে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। পরবর্তী ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত না থাকায় বিচারপতি কৌশিক চন্দ্রের এজলাসে গত শুক্রবার মামলা দায়ের করেন তিনি। সোমবারই মামলার শুনানি।

সন্দেশখালি যাচ্ছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা,ডিজি ও রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা শিবু, উত্তমরা শ্রীঘরে। তবে এখনও খোঁজ নেই শাহজাহানের। আর নতুন করে বিক্ষোভ, আন্দোলন না হলেও থমথমে সন্দেশখালি। সোমবার সন্দেশখালি যাচ্ছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা। কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে সকাল ১০টা নাগাদ সন্দেশখালির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন রেখা শর্মা। সংেদশখালির গ্রাউন্ড জিরোয় পৌঁছে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি জেলা পুলিশ সুপার এবং জেলা শাসকের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের।জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা বলেন, সন্দেশখালি থেকে বিভিন্ন অপ্রীতিকর খবর পাওয়া যাচ্ছে। জাতীয় মহিলা কমিশন ইতিমধ্যে গ্রামে গিয়েছে। পুলিশি বাধা প্রত্যেক নির্যাতিতার সঙ্গে প্রতিনিধিরা কথা বলতে পারেননি। তাই আমি নিজে যাচ্ছি। আমার নির্যাতিতাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। ডিজি, স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে কথা বলব। আমি চাই সকলে সুবিচার পান। তাই অলিগলিতে ঘুরে সকলের সঙ্গে কথা বলব। আমি আপনাদের পাশে আছি, নির্যাতিতাদের সেকথাই জানাতে চাই। অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলব। আমি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেও রিপোর্ট জমা দিতে চাই।ন্ডরবিবারই সন্দেশখালি সংলগ্ন ন্যাজাটে গিয়েছিলেন সুজিত বসু, পার্থ ভৌমিক, বীরবাহা হাঁসদা। তাঁরা সকলেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জন্য মমতা বন্দোপাধ্যায়ের তৈরি করে দেওয়া কোর কমিটির সদস্য। সেখানে শিবির করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারদের বিরুদ্ধে জমি দখল করে অথবা লিজের টাকা না দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, সে প্রসঙ্গেও হস্তক্ষেপ করেন তাঁরা। পার্থ ভৌমিক, সুজিত বসু সকলেই জানান, পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রয়েছে দলের। স্থানীয়দের সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তৃণমূলের প্রতিনিধিদল গ্রামে গ্রামে বাড়িতে ঘুরে অভিযোগ শুনবেন। যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের টাকা ফেরত দিতে তৎপর দল।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২০ফেব্রুয়ারি ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২০ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৈনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৭ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৭ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৭ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার- সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবয়স্ক ব্যাক্তিরা তাঁদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। শুভ **বৃষভ রাশিঃ**স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল **মিথুন রাশিঃ**আপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক কারণ অবহেলা করলে পরে ঝামেলায় পড়তে হতে **কর্কট রাশিঃ**সংসারে শান্তি হতে পারে আজ থেকে। শুভদিন **সিংহরাশিঃ**সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্হ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। নিযুক্ত যারা নিযুক্ত তারা একটি টেকসই পরিমাণ প্রয়োজন, কিন্তু অতীতে করা । **কন্যারাশিঃ**আপনার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। আপনার বড় **তুলারাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন **মকর রাশিঃ**আপনার ঐক্যনাশক আবেগ এবং ঝোঁক নিয়ন্ত্রণে রাখুন। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময. করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। **মীন রাশিঃ**আপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। এটাই আপনার উপলব্ধি করার জন্য উপযুক্ত সময় যে দুশ্চিন্তা আপনার চিন্তাশক্তির প্রতিবন্ধী হচ্ছে। উজ্জ্বল দিকে

দ্বিতীয় চড়িয়াল সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন সাংসদ অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবার বিকালে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন করতে দ্বিতীয় চড়িয়াল সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল। উদ্বোধন করলেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা,পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, জেলা সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রী সহ একাধিক অতিথি বৃন্দ। এই সেতু চালু হবার ফলে বজবজের সাথে কলকাতার যোগাযোগ আরও সহজ হয়ে গেল। সময় ও কমে গেল। আর এটি চালু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।

তলিয়ে যাওয়া শতাধিক পরিবারের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গত অক্টোবর মাসের শুরুতে সিকিমে বিপর্যয়ের জেরে উত্তরবঙ্গের কালিম্পং জেলায় তিস্তায় তলিয়ে যাওয়া শতাধিক পরিবারের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কাজের জন্য জিটিএ র তরফে রাজ্য সরকারের কাছে দ্রুত জমি হস্তান্তরের দাবি জানানো হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য এই বিপর্যয়ের জেরে ১৩৮টি ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ির মধ্যে কালিম্পং এক নম্বর ব্লকের ১০১টি ও লাভা ব্লকে ৩৭টি বাড়ি রয়েছে।

তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগানগুলির জন্য কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ বাগিচা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি, বোনাস না মেটানো, প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা না দেওয়ার মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়মের উপরে নজরদারি চালিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগানগুলির জন্য একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইজন্যে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার আট জন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে শ্রমদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। মন্ত্রীদের নিয়ে তৈরি এই কমিটি বাগানগুলির সমস্যা খতিয়ে দেখবে বলেও সূত্রের খবর।

কাঞ্চন ও সিরিয়াল শিল্পী শ্রীময়ীর আইন মতে বিবাহ সম্পন্ন

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ বহু প্রতীক্ষার পর উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টরাজ এর বিবাহ সম্পন্ন হল । তাদের বিবাহ হয়েছে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে তে অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর দিন । অনেকদিন ধরেই কাঞ্চন ও শ্রীময়ীকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছিল ।এটা অনেকেই বলছিলেন গত জানুয়ারি মাসে কাঞ্চন ও তার স্ত্রী পিংকি ব্যানার্জীর বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তারপর এই আইন মতে উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন ও টিভি সিরিয়াল শিল্পী শ্রীময়ী চট্টরাজের বিবাহ সম্পন্ন হল। দুজনের এক সঙ্গে ঘোরাঘুরি নিয়ে স্ত্রী পিংকির সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে । শ্রীময়ীর সঙ্গে কাঞ্চনের যোগাযোগ ১০ বছরেরও বেশি বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে শ্রীময়ী ও কাঞ্চন একসঙ্গে বেড়ানোর ছবি শ্রীময়ী সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়ে ফলে পিংকির সঙ্গে কাঞ্চনের দূরত্ব বেড়ে যায়। এরপর কাঞ্চন ছেলের দেখাশোনা করছে না এই অভিযোগ তুলে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেন স্ত্রী পিংকি ব্যানার্জি। অবশেষে জানুয়ারি মাসে কোর্টে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তারপরেই শ্রীময়ীর সঙ্গে বিয়ে । আগামী ৬ই মার্চ কাঞ্চন একটি অনুষ্ঠান করবে বলে জানা গিয়েছে নিমন্ত্রণ করা শুরু হয়েছে বলে খবর।

কোন্নগরে শিশুমৃত্যুতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ফরেনসিক দল

বনস্পতি দে, কোন্নগর হুগলি, কোন্নগরে শিশুমৃত্যু তে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ফরেনসিক দলের প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে নমুনা সংগ্রহ এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। দুদিন পার, তারপরেও হুগলির কোন্নগরে শিশু খুনে এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। নমুনা সংগ্রহ করল ফরেনসিক টিম। পুলিশের তদন্তে আস্থা রেখেও সিআইডি তদন্তের আবেদন জানাচ্ছে শিশুর পরিবার। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘরে টিভি দেখার সময় নৃশংসভাবে খুন করা হয় আট বছরের শ্রেয়াংশু শর্মাকে। ঘটনার পর চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে তদন্তে যান।

শনিবার সিআইডি ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্টরা গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেন। রবিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরেনসিক দল। এদিন দুই সদস্যের ফরেনসিক দল বেলা একটা নাগাদ শিশুর বাড়িতে পৌঁছয়। এক ঘন্টা ধরে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে তারা। এরপর বেরনোর সময় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বলেন, রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। মাথায় ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করলে অনেক রক্তপাত হয়। সেই ধরনের রক্তপাত দেখা গিয়েছে। শিশুর বাবা পঙ্কজ শর্মা বলেন, ফরেনসিক টিম এসে নমুনা সংগ্রহ করেছে। আমাদের কাউকে ঢুকতে দেয়নি। ছেলের মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে গিয়েছে। আমি পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করব, বিষয়টা যাতে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে। এখনও পর্যন্ত ভালোই কাজ করছে। আশা করব কয়েকদিনের মধ্যেই ফল পাওয়া যাবে। রিপোর্ট আসা পর্যন্ত দেখব।

পুলিশের তদন্তে আস্থা আছে। তবে সিআইডি তদন্ত হলে ভালো হত। এদিকে এখনও আততায়ীর কোনও খোঁজ পায়নি চন্দননগর পুলিশ কমিশারেট। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, এখনও পর্যন্ত পুলিশ অন্ধকারে রয়েছে। খুনের কারণ বোঝা যাচ্ছে না। আমরা চাইব পুলিশ প্রশাসন তাড়াতাড়ি এই ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করুক। যে দোষী তার শাস্তি চাই। প্রসঙ্গত, আট বছরের বালক শ্রেয়াংশু শর্মার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কোন্নগর কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আদর্শ নগরে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটার দিন সন্ধ্যায় ওই বালক ঘরে টিভি দেখছিল। তার খুড়তুতো দিদি ঘরে ঢুকে দেখেন যে রক্তাক্ত অবস্থায় ভাই পড়ে রয়েছে। পাড়া প্রতিবেশীদের ডেকে তাকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়। জানা যায়, বালকের বাবা পঙ্কজ শর্মা কলকতায় বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। ঘটনার সময় মা-বাবা দুজনই বাইরে ছিলেন। প্রতিবেশীরা জানান, তাঁরা ওই বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেখেননি। ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৯ ফেব্রুয়ালিরঃ সোমবার জয়নগর থানার পশ্চিম গাববেড়িয়া হাইস্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।এদিন তিনি এই কেন্দ্রে এসে পরীক্ষার সমস্ত কিছু ঘুরে দেখেন। কথা বলেন এই পরীক্ষা কেন্দ্রের সেন্টার ইনচার্জ তথা এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ কুমার মন্ডলের সাথে।এই কেন্দ্রে এবারে সিট পড়েছে দক্ষিন বারাশত শিবদাস আচার্য হাইস্কুল ও সরবেড়িয়া টি এস সনাতন হাইস্কুলের।এই সেন্টারে এবারে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৬৩ জন। এর মধ্যে দুজন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ও দুজন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল হয়েছে।তাই মোট পরীক্ষার্থী বর্তমানে ৪৫৯ জন। গত শুক্রবার এই সেন্টারে দক্ষিন বারাশত শিবদাস আচার্য হাইস্কুলের কলা বিভাগের দুই ছাত্র মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসেন।আর তাঁর পরে তাঁরা ধরাও পড়ে।এবং তাদের সব পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয় এবং তাদের মোবাইল ফোন ও এডমিট কার্ড বাজেয়াপ্ত করে পরীক্ষা কেন্দ্রের ইনচার্জ।সোমবার এ বিষয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের ইনচার্জ তথা প্রধান শিক্ষক সন্দীপ কুমার মন্ডল বলেন, আমরা পর্ষদের নিয়ম মেনে কাজ করেছি। আর এদিন পর্ষদের সভাপতি তাই পরীক্ষা কেন্দ্রে এলেন। সব কিছু দেখলেন। আমাদের সাথে কথা বললেন এবং পর্ষদের নিয়ম মেনে বাকী পরীক্ষা গুলো চালানোর কথা বললেন।

বিধায়কের উদ্যোগে ৬ টি দলের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ হল দক্ষিন বারাসতে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ জয়নগর বিধানসভার বিধায়কের উদ্যোগে দক্ষিন বারাসত ফুটবল মাঠে ৬ টি দলের মধ্যে সীমিত ৮ ওভারের ক্রিকেট খেলা হয়ে গেল। প্রথমে জয়নগরের বিধায়ক বনাম জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মধ্যে খেলাতে জয়নগরের বিধায়ক দল জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার দলকে হারায়। ২ য় খেলায় জয়নগর থানা ও বকুলতলা থানার মধ্যে জয়নগর থানা জয়ী হয়। এবং তৃতীয় খেলায় জয়নগর ১ ও জয়নগর ২ নং বিডিওর মধ্যে জয়নগর ১ নং জয়ী হয়।ফাইনালে জয়নগর ১ নং বিডিও ও জয়নগর থানার মধ্যে জয়নগর ১ নং বিডিও বিজয়ী ৩৯ রানে। রানার্সআপ হয় জয়নগর থানা। এদিন এই খেলার ম্যান অফ দ্য সিরিজ পান জয়নগর ১ নং বিডিওর পক্ষে অংকুশ চক্রবর্তী,সেরা ফিল্ডিংএর জন্য বিবেচিত হনজয়নগর ১ নং বিডিওর পক্ষে গোপীবল্লভ ঘোষ এবং এদিনের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন জয়নগর থানার পক্ষে রমেশ আগরওয়াল। এদিন বিজয়ী ও রানার্স আপ এর দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস,জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল, জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য,জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায়, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর সহ আরো অনেকে।এদিন বিধায়ক বলেন, পুলিশ, প্রশাসন ও জন প্রতিনিধিদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট থাকবে।

উত্তরপাড়ায় প্রবীনদের মিলন মেলা, উপস্থিত পুরচেয়ারম্যান সহ অতিথিরা

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বাঘাযতীন ক্লাবের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ ঘোষ এর উদ্যোগে প্রবীণদের মিলন মেলা। এই মিলনমেলা কে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রবীণ ও প্রবীনারা উপস্থিত ছিলেন অনেকদিন পর একে অপরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং তারা মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করেন । যেন পুনর্মিলন উৎসব দেখা হওয়ায় তারা একে অপরকে দুটো মনের কথা বলেন তার কারণ তারা এখন আর আগের মতো সব সময় বাইরে বেরোতে পারেন না বাড়ির নিষেধাজ্ঞা থাকে তাই দুটো মনের কথা একটু বলে নিলেন। এই মিলন মেলায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব পুরসভার সি আই সি তথা উত্তরপাড়া কোতরং টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ও বাঘাযতীন ক্লাবের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, তারাও তাদের সঙ্গে গল্প গুজব করলেন সবাই একসঙ্গে বেশ কিছু সময় কাটালেন। এই প্রসঙ্গে পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন খুব ভালো লাগছে, এখন আর এসব খুব একটা

কোথাও দেখা যায় না ইন্দ্রজিৎ ঘোষ (পবাদা) কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখন বয়সে প্রবীণরা খুব একটা বাড়ি থেকে বেরোতে পারেন না ইচ্ছা থাকলেও কারণ বাড়ির একটা নিষেধাজ্ঞা থাকে এই সময় এখানে এসে তারা দুটো মনের কথা বলতে পারেন। একে অপরের সঙ্গে দীর্ঘদিন পর দেখা হয় এই বাঘাযতীন ক্লাব সারা বছর অনেক সামাজিক কাজ করে তারা। প্রয়াত বিকে ঘোষের নামে কয়েকদিন আগে অনেক দুঃস্থ মানুষকে চশমা দিয়েছেন রক্তদান চিকিৎসা শিবির হয়। এটাও একটা বড় অঙ্গ আগামী দিনেও এটা দেখব। খুব ভালো লাগছে। একসঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ সারলেন তারাও খুব আনন্দ পেলেন আমাদেরও আনন্দ লাগলো ।ক্লাবের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ ঘোষ জানালেন এবার আট বছরের পড়ল প্রবীনদের মিলন মেলা এখন তারা খুব একটা বেরোতে পারেন না দীর্ঘদিন পর একে অপরকে দেখে তারা মনের কথা বললেন মনে হল একটু অক্সিজেন পেলেন আমরাও কথা বললাম আমাদেরও একটু আনন্দ হল।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রেরণায় আমরা সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে আছি এবার অষ্টম বর্ষ আগামী দিনেও আমরা এটা করে যাব তারাও খুব আনন্দ পেলেন আমরাও খুব আনন্দ পেলাম। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাখলা ডাক্তার বি সি রায় মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক তপন ঘোষ ও বেশ কিছু কাউন্সিলর ও ক্লাব সদস্যরা। বেশ কিছু প্রবীণরা জানালেন সত্যিই আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা এখন চট করে বেরোতে পারি না অনেকদিন পর অনেকের সঙ্গে দেখা হলো দুটো কথা বলতে পারলাম মন খুলে আগেও এসেছি এবারও আসলাম ধন্যবাদ ক্লাব সম্পাদককে।

হুইলচেয়ারের চাকা গড়িয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে গোঘাটের জিৎ

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট হুগলি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ বয়স তখন তিন বছর । বাবার সঙ্গে বাইকে ঘুরতে বেরিয়েছিল ছোট্ট জিৎ। মা বাড়িতেই ছিলেন। সেই দিনটাই জীবনের কাল হয়েছিল। পথে দুর্ঘটনায় মারা যান বাবা। জিৎ-কে অবশ্য রক্ষা করা গিয়েছিল। কিন্তু স্পাইনাল কর্ডে আঘাত লাগে মারাত্মক। চিকিৎসকরা তখনই জবাব দিয়েছিলেন। যখন থেকে ছোট্ট দুটো পায়ে হাঁটা শুরু করেছিল জিৎ, তখনই নিয়তি তার থেকে সেই ক্ষমতা কেড়ে নেয়। চলনশক্তি আজীবনের মতো হারায় জিৎ।

জিতের হাঁটার ক্ষমতা চলে যায়, কিন্তু উপচে পড়ে তার মনের জোর। ছোট্ট জিৎ বড় হয়। হুইলচেয়ারের চাকা গড়িয়ে আরও চওড়া হয় তার মানসিক জোর। একা মায়ের লড়াই বড় করে জিৎকে। সে আজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। ভরসা সেই উইল চেয়ার আর অদম্য শক্তি। এবারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে গোঘাটের সাতবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র জিৎ মণ্ডল। কিন্তু তার পরীক্ষা আর পাঁচটা

পরীক্ষার্থীর থেকে অনেকটাই আলাদা। আর সেই কারণে জিৎ আজ আলোচনায়। জিৎ বলে, ''ডাক্তারকাকু বলে দিয়েছেন, আমি আর ঠিক হবো না। পড়াশোনাটা ঠিকভাবে চালিয়ে যেতে চাই। আমার লক্ষ্য বায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই। নিজের শরীর, নিজের সমস্যাটা নিয়েই আসলে পড়াশোনা করতে চাই। ডাক্তাররা জবাব দিয়েছেন। কিন্তু আমি গবেষণা করে দেখতে চাই, আমার সমস্যা আদৌ ঠিক হওয়ার কিনা। শরীরের অক্ষমতাকে মেনে নিয়েছে জিৎ। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। সেখান থেকেই শুরুটা করতে চায় জিৎ। আর সেটাই তার লক্ষ্য। গবেষণা করতে চায় নিজের শারীরিক অক্ষমতা নিয়েই। একটা বছর সতেরোর ছেলের এই মনের জোরই তো আসল, বলছেন তাঁর শিক্ষকরা। আপাতত পরিবারের রোজগার বলতে চাষবাস। বড় হয়ে মায়ের পাশে দাঁড়ানোই লক্ষ্য জিতের। তা দু'পায়ে নয়, মননের ওপর জোর দিয়েই। হুইলচেয়ারে পরীক্ষাকেন্দ্রে মায়ের সঙ্গে আসে জিৎ। সঙ্গে থাকেন এক মামাও। ছেলেকে দেখে শক্তি পান তার মাও। জিতের মা বলেন, ''অসুবিধা তো আছেই। জিতের পরীক্ষার জন্য একটু সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ও ওর লক্ষ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আপাতত বাবার বাড়ি থেকে সাহায্য পাই।

বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্নদের কোটায় ১০০০ টাকা করে পায় জিৎ। সে টাকা পড়াশোনাতেই কাজে লাগে। সংসারে সমস্যা রয়েছে, দুঃসময় দেখেছেন জিতের মা। স্বামীকে হারিয়েছেন, সন্তানকে অসুস্থ হতে দেখেছেন, এখন তিনি কেবল দেখতে চান সন্তানের সাফল্য। হুইলচেয়ারে ভরসা করেই সেই সাফল্য আসুক জিতের জীবনে।

হাসপাতালে শুয়ে পরীক্ষা দিলো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালের বেডে শুয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিলো জয়নগর থানার তিলপির হাদিসা মোল্লা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে হঠাৎই পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ে হাদিসা মোল্লা নামে এক ছাত্রী। জয়নগর থানার অন্তর্গত তিলপি কামালিয়া হাই মাদ্রাসার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দের সিট পড়েছিল দেওয়ানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে। কামালিয়া হাই মাদ্রাসার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হাদিসা মোল্লা দেওয়ানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা হলে পৌঁছে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সাথে সাথে তাকে ওই বিদ্যালয়ের একটি ঘরে বসানো হয়, কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা। খবর পেয়েই জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং তার নির্দেশে পুলিশের সহযোগিতায় পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে অসুস্থ হাদিসা মোল্লাকে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনা হয়।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ছাগল খোলা বাজারে ৮ লক্ষ টাকার দুর্নীতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ছাগলে খোলা বাজারে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো কালিয়াচক ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের বিরুদ্ধে।মালদার মোথাবাড়িতে ছাগল বিলিকে কেন্দ্র চরম রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস ও তৃণমূল দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলছে । বিরোধীদের অভিযোগ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বরাদ্দ শতাধিক ছাগল পাইকারকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। খোলাবাজারে ছাগল বিক্রির এমনই ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। স্বয়ংবর গোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ শতাধিক ছাগল সাত থেকে আট লক্ষ হাজার টাকায় বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ সভাপতি সহ পঞ্চায়েত সদস্য দের অভিযোগ ভোটের মুখে কংগ্রেস মিথ্যা অভিযোগ এনে রাজনীতিতে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে। গোটা বিষয়টায়টি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে ছাগল প্রতিপালন প্রকল্প নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে ছাগল বিতরণ হচ্ছে। কিন্তু এই অভিযোগ খুব মারাত্মক! এই ঘটনার জন্য প্রানী সম্পদ দপ্তরের আধিকারিক জড়িত থাকার সম্ভাবনা । মন্ত্রী জানান গোটা অভিযোগ খাতিয়ে দেখা হচ্ছে। কাউকে ছাড়া হবে না। যদিও গোটা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন কালিয়াচক ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি হালিমা খাতুন।ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে মোথাবাড়ির কোনও একটি ফাঁকা এলাকায় ছাগলগুলি পাইকাররা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। ওই ঘটনায় সরকারি নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান সভাপতির দন্দ্ব

প্রকাশ মন্ডল, নদীয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান সভাপতির গোষ্ঠী দন্দ্ব স্কুলের মুক্তমঞ্চ কে কেন্দ্র করে। প্রাক্তন এমএলএ নীলিমা নাগ মল্লিক স্কুলে মুক্তমঞ্চ করাকে কেন্দ্র করে অর্থ বরাদ্দ করেন। সেই মঞ্চ নির্মিত হলে মঞ্চের নামকরণ করেন নিজের স্বামীর নামে। স্বর্গীয় সমীর নাগ স্মৃতি মঞ্চ। কিন্তু বর্তমান স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং তৃণমূলের সভাপতি গোষ্ঠী ওই নামটি মুছে দিয়ে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হরিপদ বিশ্বাসের নাম লিখবার প্রস্তাব আনেন। এই নিয়ে দুই পক্ষের লড়াই চরম আকার নেয়। আর বর্তমান হিংনাড়া অঞ্চলের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ গণস্বাক্ষর দিয়ে তৃতীয় বিকল্প নাম স্কুলের নামেই হিংনাড়া অঞ্চল পাবলিক ইনস্টিটিউশন মুক্তমঞ্চ লেখা হোক। কোন ব্যক্তির নাম নয়।

শ্যামপুর বিধানসভার দুটি ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে সহায়তা কেন্দ্র

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ উৎসবের মেজাজ শ্যামপুর বিধানসভার দুটি ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে সহায়তা কেন্দ্রে। দীর্ঘ দুই বছর ধরে ১০০দিনের কাজের বকেয়া পাওনা টাকা প্রদানের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গতকাল ১৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েত অফিসের সামনে খোলা হয়েছে সহায়তা কেন্দ্র চলবে আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। শ্যামপুরে প্রতিটি সহায়তা কেন্দ্রে ভীড় চোখে পড়ার মতো। শ্যামপুরের বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি,ও হাওড়া জেলা পরিষদের পাঁচ বারের বিজয়ী প্রাক্তন দুবারের কর্মাধ্যক্ষ। বাম আমলে হাওড়া জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা শ্রীধর মন্ডল বলেন, এলাকার মানুষ ১০০ দিনের কাজের টাকা না পেয়ে দীর্ঘ দিন ধরে বঞ্চিত,বার বার আবেদন জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা এবং সেই অনুযায়ী কাজের তৎপরতা শুরুর ফলে সাধারণ ১০০দিনের কাজের মানুষের মধ্যে এক জোয়ার এসেছে। গতকাল থেকে সহায়তা কেন্দ্রে ভীড় দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন গত দুদিন ধরে শ্যামপুর কেন্দ্রের আটটি পঞ্চায়েতের সামনে সহায়তা কেন্দ্রে ঘুরে বোঝা যায় যে মানুষ কতটা বঞ্চিত ছিল।

এছাড়াও তিনি আরো বলেন লক্ষীর ভান্ডারে সাম্মানিক বৃদ্ধিও সাধারণ মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এসবের প্রতিফলন আগামী লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের মধ্যে শ্যামপুর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের মার্জিন সবথেকে বেশি হবে। অপরদিকে নিকোল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সারোয়ার উদ্দিন, সদানন্দ দাস, শশাটি অঞ্চলের আশিষ কাপড়ি,বই এম ঘাট অঞ্চলের সুদীপ কুমার বেরা,সহ একাধিক আঞ্চলিক নেতারাও খুশি।

ফেডারেশন অফ কন্ট্রাক্টর্স এ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গের আহ্বানে সারা বাংলা যৌথ সরকারি ঠিকাদার সংগ্রামী মঞ্চের উদ্যোগে কনভেনশন

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ ফেডারেশন অফ কন্ট্রাক্টর্স এ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গের আহ্বানে সারা বাংলা যৌথ সরকারি ঠিকাদার সংগ্রামী মঞ্চের উদ্যোগে হাওড়ায় রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হলো। পূর্ত, সেচ, জনস্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন সরকারি কারিগরি দপ্তরের কাজের দরবৃদ্ধি ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের দাবিতে এই কনভেনশন হয় হাওড়ার শরৎ সদনে।

সোমবার ওই কনভেনশনে পুরুলিয়া বাদে রাজ্যের সব জেলা থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত সরকারি কারিগরি দপ্তরের শতক প্রাচীন শিডিউল অফ রেট বৃদ্ধি করা, অবিলম্বে সরকারি দপ্তরের সমস্ত বকেয়া পেমেন্টের দাবি সহ বেশ কয়েক দফা দাবিতে এদিন এই রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় বারশো প্রতিনিধি এদিন উপস্থিত ছিলেন। এদিন ফেডারেশন অফ কন্ট্রাক্টর্স এ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গের চেয়ারম্যান পরিমল মিশ্র সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, সরকারের উন্নয়নের কান্ডারী কন্ট্রাক্টররা। সরকারের উন্নয়ন করতে হলে আমাদের অসুবিধা দূর করতে হবে। আট দফা দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করা হয়েছে। সংগঠনের শক্তি বাড়ানোর জন্য সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলিতে একই ছাদের তলায় নিয়ে আসা হচ্ছে। যদি আমাদের শক্তি বাড়াতে পারা যায় তাহলে সরকার আমাদের দাবি পূরণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এদিনের কনভেনশন একটা প্লাটফর্ম তৈরি করল।

এখন সংগঠনগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। উদ্দেশ্য সংগঠনগুলিকে যৌথ মঞ্চে একত্রিত করা। এই সংগঠন এই প্রথম একসাথে একই ছাদের তলায় কনভেনশন করতে পেরেছে। এদিন একটি বাদে রাজ্যের সকল জেলা থেকে প্রায় বারশো প্রতিনিধি এসেছেন। এদিন ফেডারেশন অফ কন্ট্রাক্টর্স এ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গের ভাইস চেয়ারম্যান শুভাশিস ঘোষ বলেন, আমরা কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নই। আমরা ব্যবসায়ী সংগঠনের একটি অংশ। ঠিকেদার সংগঠনের প্রতিনিধি। প্রায় কুড়ি লক্ষ ঠিকাদার রয়েছে। এর পাশাপাশি প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে দুকোটি মানুষ জড়িত আছে। আমরা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনা যাতে দু কোটি মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পরেও আমরা জঙ্গি আন্দোলনে যাইনি। আমাদের পরিষেবা সর্বস্তরের মানুষ পেয়ে থাকেন। আমরা সরকার বিরোধী নই। সরকারের উন্নয়ন আমাদের ছাড়া অসম্ভব। সরকার আমাদের প্রাপ্য টাকা ৪-৫ বছর পর দিয়ে থাকে। যদি আমাদের দাবি না মানা হয় তাহলে অসহযোগিতায় যাব। তবে কখনই জঙ্গি আন্দোলনে যাবনা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৮১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৭ ফাল্গুন, ১৪৩০

জোট ইন্ডিয়া বাঁচল না

সম্পাদকীয়

বিরোধী দলগুলি মনে করেছিল যে জোট ইণ্ডিয়া দিয়ে বিজেপিকে ঘায়েল করা যাবে। সেটা আর হল না। এখন জোট ইণ্ডিয়া দলে সদস্যরাই পরস্পরকে ঘায়েল করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলায় তৃণমূল সিপিএম এবং কংগ্রেসকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। কেরলে সিপিএম দল কংগ্রেসকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। মহারাষ্ট্রে শিণ্ডে শিব সেনা বনাম উদ্ধাব শিবসেনার লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। বিহারে আরজেডির সঙ্গে নীতীশ কুমারের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। যার ফলে বিজেপির এখন বলতে গেলে পোয়া বারো। বিজেপি একাই এখন সব দলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। বিজেপি দল রাজ্য রাজনীতিতে শক্তিশালী আঞ্চলিক দলগুলিকে একেবারে কমজোরি করা কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি কৌশলের ফাঁদে পা দিয়েছেন নীতীশ কুমার। এবারে বিজেপি দল যেভাবে একের পর এক একটি রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলির শক্তিকে ক্ষয় করবে দিয়ে গ্রাস করবে। এখন আতঙ্কিত আঞ্চলিক দলগুলি। তারা এখন গোপনে বা প্রকাশ্যে এনডিএ দলের হাত ধরতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের চার দিকে বিজেপি তার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, ওদিকে শুরু করে ওড়িশা পর্যন্ত বিজেপি তাদের রাজনৈতিক প্রভাবের জাল ফেলে রেখেছে। বাদ রয়েছে শুধু পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে বাপারে বিজেপি কি কৌশল গ্রহণ করছে তা কেউ জানতে পারছে না। তবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপিকে প্রবেশ করতে গেলে বিজেপি দলকে এখানে আরও বেশি তৎপর হতে হবে। সাধারন মানুষের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌশলের কাছে পশ্চিমবঙ্গের সব রাজনৈতিক দল বলতে গেলে পরাস্ত। মমতার রাজনীতি বলতে গেলে তৃণমূল স্তরের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলাফেরা করে। তার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিজেপি দল কব্জায় করতে পারছে না। বহু দুর্নীতির মামলা আদালতে থাকলে জনগণের মন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বিদায় গ্রহণ করেনি। তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবর্তে সেখানে বিজেপি দলকে স্থান দেয়নি। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম দল একটি শক্তিশালী দল। কংগ্রেস তার ধারে কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারবে না। সিপিএম দলের সংগঠন অত্যন্ত শক্তিশালী। সেই কারণে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী সিপিএম দলের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট করে লোকসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে চায়। এদিকে তৃণমূল নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে সিপিএম এবং কংগ্রেস বিজেপির হাতকে শক্তিশালী করছে। বিজেপি দল পরিস্কার করে বলে দিয়েছে বাংলায় লোকসভার নির্বাচনে আর বেশি আসন পাওয়ার দিকে তারা দক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার জন্য তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার ওপরে জোর দিয়েছে। এদিকে আগামী মার্চ মাসে এসে উপস্থিত হচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। পাশাপাশি কলকাতার প্রশাসনিক কর্তা এবং পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে বিজেপি দল এখন ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। এই দলের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হবে না জেনে বিরোধী দলের নেতারা দেশের কৃষকদের আবার ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করে দিয়েছে। কৃষকদের গিয়ে অতীতে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছিল বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা। এমনকী খলিস্তানপন্থীরা সেই সময়ে এই কৃষক আন্দোলনের সাথী হয়েছিল। ভারত সরকারকে বিভ্রান্ত করার মধ্যে দিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং কৃষক আন্দোলনকে সমানে রেখে রাজধানি দিল্লি দখল করার চেষ্টা করেছিল। সেই সব গোয়েন্দা রিপোর্ট বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রয়েছে। এবারে ঠিক লোকসভার নির্বাচনের আগে কৃষকদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছে বিজেপি সরকারকে বিব্রত করতে। তবে বিজেপি সরকার এবারে সতর্ক। কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে বর্তমান সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছ। ফলে কৃষক দিয়ে বর্তমান বিজেপি সরকারকে আর বিপদে ফেলা যাবে না সেটা পরিস্কার। কারণ বিরোধীরা এখন বলতে গেলে ছত্রভঙ্গ।

খুন পুতিন বিরোধী নেতা, কেন?

তার পরিবারের ধারনা পুতিনই খুন করিয়েছেন। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হওয়ার পরেই তার পরিবারের সদস্যরা এই মর্মে চিৎকার করে বলতে থাকনে পুতিনই দোষী। শুধু তারা কেন এই ভাবে বাইডেনকেও বলতে সোনা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ভ্লাদিমির পুতিনের প্রবল সমালোচকের দেহ উদ্ধার হয়েছে একটি মর্গ থেকে। দেহে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলেই দাবি। তার পরেই সরব হয়ছে রুশ সংবাদ মাধ্যমটি। ঠিক কী তথ্য একজন জানান, মৃত্যুর কয়েকদিন পরে একটি মর্গে নাভালনির দেহ পাওয়া গিয়েছে। সারা গায়ে প্রচুর ক্ষতচিহ্ন ছিল। জেলে থাকাকালীন নাভালনির উপর শারীরিক নির্যাতন চলত, এই ক্ষতচিহ্ন দেখে সেটা নিশ্চিত করা যায় বলেই দাবি ওই ব্যক্তির। তাঁর কথায়, জেলে যদি বন্দির মৃত্যু হয় তাহলে তাঁর দেহ সোজা ফরেন মেডিসিন ব্যুরোতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু নাভালনির দেহ পাঠানো হয়েছিল হাসপাতালে। সেখানকার মর্গ থেকেই সম্ভবত নাভালনির দেহ মিলেছে বলে দাবি রুশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে। নাভালনির মৃত্যুর খবর পেয়ে আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে জেলে গিয়েছিলেন তাঁর মা। কিন্তু দেহ দিতে চাননি জেল আধিকারিকরা। তাঁদের দাবি, নাভালনির মৃত্যুর তদন্ত চলছে এখনও। তাই এখনই দেহ হস্তান্তর সম্ভব নয়। কিন্তু ঘটনাক্রম অন্যদিকে ঘুরে যায় খানিকক্ষণের মধ্যেই। নাভালনির আইনজীবীকে পুলিশ বলে, মর্গে নিহত নেতার দেহ নেই! যদিও নাভালনি অনুগামীদের মতে জেল হেফাজতে খুন করা হয়েছে তাঁকে, সেই জন্যই পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হচ্ছে না। আসলে নাভালনির দেহ লুকিয়ে নিজেদের অপরাধকে ধামাচাপা দিতে চাইছে রুশ প্রশাসন। প্রসঙ্গত, ১৯ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল পুতিনের সমালোচককে। জেলে থাকাকালীনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। কিন্তু অজানা রয়ে যাচ্ছে সঠিক মৃত্যুর কারণ।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন বদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে ারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। রম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, মা তারা পুজো করলেই শক্তি অর্জন করা যায়। নিজের মাতৃসত্ত্বাকে জাগরিত করতে হবে পুড়জোর মধ্যে দিয়ে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা অপরাধ। মায়েরপ্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করতেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু করবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তারাপীঠের মায়ের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হবে শক্তি অর্জন করার জন্য।

এক অদ্ভুত মানুষ আপন ভোলা গিরীশ ঘোষ

কৌশিক দাস

তিনি এক অদ্ভুত মানুষ। অদ্ভুত চিন্তা করতেন এবং তাও খুব দ্রুতগতিতে। আবার পরক্ষণে সেইসব কথা ভুলেও যেতেন। তার চিন্তাগুলো সবই মৌলিক। তিনি গিরীশ ঘোষ। সব কিছু ভুলে যাওয়ার দরুন সেগুলো আর কাজে লাগাতে পারছিলেন না তিনি। কি করা যায়?অনেক ভাবতে ভাবতে এক উপায় এল। তিনি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ করলেন। দেবেন্দ্রনাথ বাবু সর্বদা তিনটে পেন্সিল নিয়ে ওনার পিছনে ঘুরতেন। পরিস্থিতি এমন যে দোয়াতের কলমও ব্যবহার করতে পারতেন না দেবেন্দ্রনাথ বাবু কারণ দোয়াতে কালি ভরা সময়সাপেক্ষ। উনি যা বলতেন লিখে ফেলার চেষ্টা করতেন দেবেন্দ্রনাথ বাবু। একবার কি হল, উনি কিছু একটা বললেন কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বাবু সেটা বুঝতে পারলেন না। ওনাকে জিজ্ঞেস করায় খেলেন ধমক। কারণ? এতে তার চিন্তার ব্যাঘাত হল। তাই এরপর দেবেন্দ্রনাথ বাবু কিছু বুঝতে না পারলে সেখানে ডট বসিয়ে দিতেন আর পরে ওনার থেকে জিজ্ঞেস করে সেগুলি ভরতেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বিল্বমঙ্গল লিখেছিলেন মাত্র ২৮ ঘণ্টায়। 'সধবার একাদশী'র জন্য ২৬ টা গানও লিখেছিলেন মাত্র এক রাতে। লিখেছিলেন চল্লিশের কাছাকাছি নাটক এবং পরিচালনা করেছিলেন ৮০ টির মত নাটক। তিনি গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।একাধারে সংগীতস্রষ্টা, কবি, নাট্যকার, উপন্যাসিক, নাট্য পরিচালক ও মঞ্চাভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৪ সালে কলকাতার বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার থিয়েটারের স্বর্ণযুগ মূলত তারই অবদান। পিতা নীলকমল ঘোষ ছিলেন সওদাগরী অফিসে করণিক। গিরিশচন্দ্র ছিলেন তাদের অষ্টম সন্তান। এগারো বছর বয়সে গিরিশচন্দ্র তাঁর মাকে হারান এবং পিতাকে হারান তখন তার বয়স মাত্র চোদ্দ। সংসারে হাল ধরে বোন কৃষ্ণ কিশোরী। উচ্ছৃঙ্খল গিরিশচন্দ্রকে শোধরাতে পনেরো বছর বয়সেই তার বিয়ে দিয়ে দেন।ধরাবাঁধা পড়াশোনায় মন ছিলো না আর তাই ক্লাস টেনে উঠে স্কুল যাওয়া ছেড়ে দেন। কিন্তু বিয়ের যৌতুক বাবদ যে টাকা পেয়েছিলেন সেই টাকা দিয়ে তিনি ক্লাসিক ইংরাজী সাহিত্যের অনেক বই কিনে নিজেই পড়াশুনা শুরু করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ইংরাজী ভাষা রপ্ত করে নেন এবং সাথে বায়রন, শেক্সপিয়ারের পাতার পর পাতা লেখা কন্ঠস্থ করে ফেলেন। ভালো ইংরেজি লিখতে পারার জন্য ওনার শ্বশুর একটা কেরাণীর চাকরি জোগাড় করে দেন। চাকরির সাথে সাথে চলতে থাকে বিদেশি নাটক পড়া এবং অনুবাদ। বাংলায় প্রথম

অনুবাদ করে ফেলেন শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথের সংলাপ। স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা নাটকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ চৈতন্য চরিত্রে বিনোদিনীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন এবং বিনোদিনীর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের মোট পাঁচটি নাটক চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদ চরিত্র, বৃষকেতু, নিমাই সন্ন্যাস ও দক্ষযক্ষ দেখেন। স্বেচ্ছাচারী বেপরোয়া গিরিশচন্দ্র পরবর্তীকালে ঠাকুর পরমহংসের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর মধ্যে নৈতিক পরিবর্তন হয় এবং আধ্যাত্মিক ভাব জাগরিত হয়। একবার গিরিশচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন প্রভু আমি পাপী, আমার কি করা উচিত। আমি এত মদ খেয়েছি যে মদের বোতল গুলি একটার ওপরে একটা রাখলে হিমালয়ের সমান উঁচু হবে। ঠাকুর বলেন তুমি যা করছো তাই করো। অভিনয় চালিয়ে যাও। গিরিশচন্দ্র বললেন আমি ওসব করি পেটের জ্বালায়। তখন ঠাকুর বলেন তাহলে সকাল সন্ধ্যে দুবেলা ঈশ্বরের নাম নিতে। গিরিশচন্দ্র বলেন কখন সকাল হয় কখন সন্ধ্যে হয় তা আমার জ্ঞানে থাকে না। ঠাকুর বলেন তাহলে শুধু খাবার আগে এবং শোবার সময় ঈশ্বরের নাম করতে। তখন গিরিশচন্দ্র বলেন কখন আমি খাই আর কখন ঘুমাই শুধু ঈশ্বরই জানেন। ঠাকুর বলেন তুমি এটাও যদি না করতে পারো তাহলে থাক আমিই তোমার হয়ে ঈশ্বরের নাম করবো।১৮৮৬ সাল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস সেই সময় দুরারোগ্য গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থারও যথেষ্ট অবনতি ঘটেছিল। উত্তর কলকাতার কাশীপুর অঞ্চলের একটি বাগানবাড়িতে চিকিৎসার সুবিধার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল। পয়লা জানুয়ারি একটু সুস্থ বোধ করায় তিনি বাগানে বিকালের দিকে হাঁটতে বেরিয়ে ছিলেন। সে দিন ছুটির দিন। ভক্তরা বাগান বাড়ীতে এসে বিভিন্ন জায়গায় বসে গল্প করছেন। গিরিশচন্দ্রও সুরে ন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র দত্ত ও অন্যদের সাথে একটি গাছ তলায় বসে কথাবার্তা বলছেন। হঠাৎ তারা দেখলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। ঠাকুর সুস্থ হয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন দেখে তারাও খুব খুশি। ভক্তরাও উঠে দাঁড়ালেন। ঠাকুর সেই গাছ তলায় এসে সেখানে তিনি তাঁর অনুগামী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষকে বলেন- গিরিশ তুমি আমার সম্বন্ধে কি সব বলে বেড়াচ্ছো, তুমি কি দেখেছো, তুমি কি জানো আমার সম্বন্ধে, তোমার কী মনে হয়, আমি কে? গিরিশচন্দ্র হাঁটু গেড়ে বসে হাত জো। করে বললেন- ব্যাস-বাল্মিকী যাঁর সম্বন্ধে বলে শেষ করতে পারেন নি, আর আমি কে যে আপনার সম্বন্ধে বলবো.. রামকৃষ্ণ পরমহংস তখন বলেন- আমি আর কী বলব? তোমাদের চৈতন্য হোক... এরপর তিনি সমাধিস্থ হয়ে তাঁর প্রত্যেক শিষ্যকে স্পর্শ করেন। গিরিশ সহ রামকৃষ্ণ অনুগামীদের মতে তাঁর স্পর্শে সেদিন অদ্ভুত এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছিল।সিরাজউদ্দৌলা, মীর কাসিম আর ছত্রপতি শিবাজী নাটক করে গিরিশচন্দ্র ইংরেজদের রোষানলে পড়েন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পথিকৃ লক্ষ্মীবাঈ কে নাটক লেখা শুরু করলেও ব্রিটিশ হুমকিতে শেষ করতে পারেননি। সে সময় মেয়েদের চরিত্রে ছেলেরাই অভিনয় করতো। গিরিশচন্দ্রই বাংলা নাটকে প্রথম মহিলাদের থিয়েটারে সুযোগ করে দেন। তিনি পতিতালয় থেকে মেয়েদের নিয়ে শিখিয়ে নাটকে নামান। বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসন্দদরী সহ অনেক প্রতিভাবান নটী তাঁর হাতে গড়া। ১৯১২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি ৬৮ বছর বয়সে এঞমহান এই নাট্যকার যাত্রা করেন অমৃতলোকের পথে।

'স্বচ্ছ কাঁটা' এই নাটক প্রবলভাবে সমকালীন

অজয় সাউ

স্বচ্ছ কাঁটা এই নাটক প্রবলভাবে সমকালীনগণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হল সংবাদ মাধ্যম । যদিও সংবিধান অনুযায়ী.গণতন্ত্রের প্রধান শাখা বলতে নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ এই তিনটি বিভাগকেই সূচিত করা হয় তবুও উক্ত শব্দবন্ধের মাধ্যমে সরকারি কর্মকান্ড পর্যবেক্ষনএবং নেতৃবৃন্দকে দায়বদ্ধ রাখতে সংবাদ মাধ্যমের দৃঢ় ভূমিকার কথা বারবার জনসাধারণের মধ্যে আলোচিত হয়। শক্তিশালী গণতন্ত্র সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করে। ফলে জনগণ সঠিক তথ্য পায়, নানা মতের প্রতিফলন ঘটে এবং নেতৃবৃন্দ তথা প্রশাসনকে জবাবদিহিতার আওতায় রাখে। আমাদের চারপাশে সংবাদের ছড়াছড়ি। ইন্টারনেট , টেলিভিশন , রেডিও , সোশ্যাল মিডিয়া এবং সংবাদপত্র। পর্যবেক্ষক হিসাবে সংবাদ মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং প্রায়শই বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে। সাংবাদিকরা যখন হুমকি,আক্রমণ ,সেন্সরশিপ বা কারাবঃদিত্বের শিকার হন তখন সেটা আসলে সেই সমাজের মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সরাসরি আক্রমণ। গৌরী লঙ্কেশদের মতো প্রতিবাদী কন্ঠস্বর এর নির্মম হত্যাকান্ড যার অন্যতম নৃশংস উদাহরণ। এর বিপরীত চিত্র আছে। কোন সরকার যখন সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয.তখন আসলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয. যেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা নিজেরাই ভয়ে নিজেদের বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ বা সেন্সরে বাধ্য হন। আপোস এবং অপোসহীনতার এই টানাপোড়েনে বহুদিন ধরে চলে আসছে। মূলত এই টানাপোড়নের খেলাকেই উপজীব্য করে হাওড়া নাট্যজন সম্প্রতি হাওড়া ভোলাগিরি কলা মন্দি মঞ্চে মঞ্চস্থ করল স্বচ্ছ কাঁটা নাটক। নাট্য নির্মাণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। মোটামুটি ৫০ মিনিটের সময়সীমার এই নাটকের বিষয়বস্তুর মূল সূত্রটি উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিথযশা নাট্যকার অ্যালেক্স ব্রাউন এর তেল আভিভ ডিস্কো বম্বিং শীর্ষক একটি ৫ মিনিটের সময়সীমার অণু

নাটক থেকে সংগৃহীত। কিন্তু নাটককার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় সেই উপাদানকে সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবনায় একটি স্বকীয় নাট্য নির্মাণ করেছেন। এই নাটক প্রবলভাবে সমকালীন। এই নাটকের পটভূমি চলন আঙ্গি ও বিষয়বস্তু একান্তভাবেই বঙ্গীয়। নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয় দৈনিক সকাল নামের একটি দৈনিক সংবাদপত্রের বার্তা সম্পাদক অংশুমান সান্যাল ও সেই পত্রিকার একজন জুনিয়র রিপোর্টার পৌলোমী সেনের মধ্যে গজিয়ে ওঠা দ্বন্দ্ব ঘিরে। নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সে দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। দ্বন্দের সূত্রপাত যে ঘটনা থেকে সেটি মূলতঃ একটি উপদ্রুত এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি দল একটি স্কুল বাসকে জঙ্গলের পাশ দিয়ে এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা জঙ্গলের দিক থেকে স্কুল বাসের উপর বোমা উড়ে আসে। মারাত্মক বিস্ফোরণের তীব্রতায.১৮ জন মারা যায.তার মধ্যে সাতজন স্কুলের বাচ্ছা। জুনিয়র রিপোর্টার পৌলমীর ওপর দায়িত্ব পড়ে সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে বিষয়টির অন্তর্ত তদন্ত করে দৈনিক সকাল পত্রিকার জন্য একটি খবর তৈরি করার। এখানেই জটিলতা শুরু এবং তা থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। একটা বিশেষ খবর মুদ্রণ কে কেঃদ্র করে যে নাটকীয় দ্বন্দ্বের জন্ম তা ক্রমশ আমাদের টেনে নিয়ে যায় আজকের চূড়ান্ত রাজনৈতিক সংকটের উস মুখে। নাটকের মূল সঙ্কটেরসমান্তরালে উঠে আসে আজকের জটিল জীবনে প্রকট হয়ে ওঠা নানান সমস্যার কথা ক্রমশ গ্রস্ত করে আমাদের জৈবনিক কার্যকলাপ, আমাদের মনন ও আমাদের দৈনন্দিন যাপনকে। সংবাদপত্রের একটি ছোট্ট অফিস ঘর থেকে এ নাটক বিস্তার লাভ করেছে বৃহত্তর পৃথিবীর আঙিনায়। অংশুমান ও পৌলোমীর ধারালো সংলাপে উঠে আসে আজকের অস্থির সময়ের জটিল রাজনৈতিক প্যাঁচ- পয়জারের কথা, মানুষের মানবিকতা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কার কথা এবং মানুষের সুস্থ-সংস্কৃতিক বাতাবরণ বিধ্বস্ত হওয়ার কথা। নাটকটিতে মোট তিনটি চরিত্র। অংশুমানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ড. বাসুদেব ভট্টাচার্য এবং পৌলোমীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মৌসুমী সাউ। এদের সংলাপ উচ্চারণ এবং অভিনয় দীর্ঘদিন মনে রাখার মতো। শ্যামলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিপ্লব মন্ডল। সুশান্ত বাগের আলো নাটকটি অন্য মাত্রায় এনে দিয়েছে। মঞ্চ পরিকল্পনা আবহ সঙ্গীত এবং নাটকটি নির্দেশনায় অজয় সাউ এক কথায় অনবদ্য। এত নিপুনভাবে তিনি নাটকটি পরিচালনা করেছেন তার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। নাটকের শেষে বাংলাদেশের শিল্পী হাযদার হুসেনের একটি সংগীত তিনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। হাওড়া নাট্যজন এর এ নাটক প্রবলভাবে সমকালীন।

অরুণাচল প্রদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং দালাই লামার বৈঠক নিয়ে চিন বিরক্ত

বিশেষ প্রতিনিধি

অরুণাচল প্রদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং দালাই লামার বৈঠক নিয়ে চিন বিরক্ত প্রকাশ করেছিল। দালাই লামাকে ভারত রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে তিব্বতে ভারত উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে বলে চিন বলতে শুরু করেছে। কিন্তু ভারত থেকে বলা হয়েছে তিব্বত, কৈলাশ এবং মানস সরোবর ভারতের একটি অংশ ছিল। ভারতের মহাকাব্যে এবং পুরাণে তিব্বতের উল্লেখ রয়েছে। এই সব অঞ্চলগুলিকে ভারতবাসীরা মনে করে যে তাদের দেব দেবীর বসবাস স্থান। হিংদু পুরাণ গ্রন্থে তার উল্লেখ রয়েছে। এসব পুরাণ গ্রন্থগুলির বয়স কয়েক শো বছরের প্রাচীন। চিন ভারতের পুরাণ গ্রন্থকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে। ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে এসেছিলেন চিন দেশের পণ্ডিত ফাহিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ। তাঁরা নালঃদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালি এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান চিন সরকাবযণ্ড্রঠ্ ল্পণ্ডত?ঠ ঁ'ঠ্ গ্ণঠ. তাদের ইতিহাস থেকে এই সব অধ্যায় একেবারে বাদ দিয়ে ফেলে দিয়েছে। তারা এখন বাজার অর্থনীতির কথা বলে। ভারত চিন সংস্কৃতির কথা একেবারে বলে না। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে বিপন্ন করতে চিন সব সময়ে চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের চিরকালের প্রিয় বন্ধু রাশিয়া ভারতের পাশে থাকার ফলে চিন সাহস করতে পারছে না। তবে চিন অপেক্ষা করে রয়েছে সুযোগের। একটু সুযোগ পেলেই চিন ভারতের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করবে না সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। চিন ভারতের কোনও বন্ধু রাষ্ট্র হতে পারে না তার প্রমাণ তারা দিয়েছে। সেই কারণে বর্তমান মোদি সরকার চিন সম্পর্কে একেবারে সজাগ। বন্ধু রাশিয়াকে পাশে রেখে সস্তায় তেল চায় ভারত। সেই কারণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভারত

কোনও রকমভাবে কথা বলছে না এবং ভোট দানে বিরত থাকছে। সস্তায় তেল পাওয়া না গেলে ভারতের সব কলকারখানাগুলি একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে এবং ভারতের অবস্থা হয়ে উঠবে একেবারে শ্রীলঙ্কার মতো। ভারতে শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি যাতে তৈরি হতে না পারে তার জন্যই এখন রাশিয়ার পক্ষে কথা বলছে। বরবারই ভারত রাশিয়া কোনও বিপদ উপস্থিত হলে এক হয়ে যায়। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে আমেরিকার পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও রাশিয়া ভারতের পক্ষে ছিল। তার ফলে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা সম্ভব হয়। বর্তমান রাশিয়ার প্রেসিডেঃট পুতিনও ভারতকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি ভারতের সিদ্ধান্তে খুশি বলা যেতে পারে। যদিও ভারত প্রায় সময়ে বলতে শুরু করে দিয়েছে এখনই ইউক্রেন যুদ্ধকে থামাতে হবে। নাহলে কিন্তু সারা বিশ্বে খাদ্য সংকট দেখা দেবে। জ্বালানির অভাব দেখা দিতে থাকবে। গোটা ইউরোপকে এতদিন ধরে জ্বালানি দিয়েছিল রাশিয়া। রাশিয়ার জ্বলানির পাইপ লাইন জার্মান পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পাইপ লাইন দিয়ে জার্মানে জ্বালানি সরবরাহ করে তাকে রাশিয়া। অন্তর্জাতিক মঞ্চে মস্কোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভারত অংশ গ্রহণ করেনি। বিরত থেকেছে। রাশিয়া থেকে অশোধিত তেল এবং জ্বালানি ভারতে আসতে শুরু করে দিয়েছে। বন্ধুত্বকে বজায় রাখতে রাশিয়া অতি অল্পমূল্যে তেল সরবরাহ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারতকে। ভারত সরকার বুঝতে পেরে গিয়েছে যে আমেরিকার রাগ হতে শুরু করেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভারত কোনও রকম কথা বলতে রাজি হচ্ছে না। সম্প্রতি রাশিয়ার গোপন ব্যালটে ভোটাভুটির দাবি ভারত একেবারে খারিজ করে দিয়েছে। তবে রাষ্ট্রপুঞ্জে ইউক্রেনের চার অঞ্চলে পুতিন সরকারের গণভোটের আয়োজনে ভারত কোনও রকমভাবে বিরোধিতা করেনি। ভারত সেখানে ভোট দানে বিরত ছিল।

শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ৫৩১তম (৫৩০বর্ষ) জন্মজয়ন্তী

শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ৫৩১তম (৫৩০ বর্ষ) জন্মজয়ন্তী। শ্রীগৌরাঙ্গ ঘরণী শ্রীশ্রীবিষ্ণু প্রিয়াদেবী উপেক্ষিতা, তিনি কেন উপেক্ষিতা হয়ে থাকবেন ঠিক এই ভাবনা থেকেই নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ তাঁকে নিয়ে চর্চা গবেষণার কাজকে প্রসারিত করতে তাঁর আবির্ভাব তিথি উদযাপন করে আসছে। বসন্ত পঞ্চমী শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব তিথি। এই তিথিতে সরস্বতী পুজো থাকায় তার আগের দিন বা পরের দিন শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর স্মরণে আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ। এবছর সেই আয়োজনে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নীরব সাধনাঃ ভারতীয় কৃষ্টির মৌলিকতা বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী কলেজের ইতিহাসে বিভাগের অধ্যাপক অয়ন চক্রবর্তী বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরা তুলেধরে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। তিনি শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নীরব সাধনার যে চরিত্র তা আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিফলিত কেন করবো না, ধর্ম এখানে কোনো বিষয় বস্তুই নয়। তিনি আরও বলেন আমাদের দেশের এমনসব চরিত্র তাঁদের আদর্শ আমরা কেন বিদেশীদের কর্পোরেট মো।কে অনুপ্রাণিত হবো? সভামুখ্য হুগলী উইমেন্স কলেজের অধ্যাপিকা সুলেখা রায় বক্তার আলোচনাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন মা সারদার যেমন ভক্তমণ্ডলী ছিলেন তেমন শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরও নিশ্চয়ই ভক্তমণ্ডলী ছিলেন তাঁদের খুঁজে পেতে আমাদের এই চর্চাকে প্রসারিত করতে হবে। তাহলে

সারদা মায়ের বিভিন্ন দিক জানার মতোই শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে নিয়েও আমাদের জানার পরিধি বৃদ্ধি পাবে। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করলেন করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের অধ্যাপক ড. প্রসেনজি সাহা, তিনি বলেন স্বামী বিবেকানন্দ যেমন সতী, সাবিত্রীর চরিত্র, তাঁদের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন ঠিক তেমনিই স্বামীজী আজ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এই নীরব সাধনার চরিত্রকে তাঁর আদর্শকেও তুলে ধরতেন। স্বাগত ভাষণ দেন পরিষদের আলোচনা উপ সমিতির সভাপতি রাম নারায়ণ ঘোষ। সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি সুশীলকুমার গুছাইয়া। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব জানান শ্রীচৈতন্যদেবের মতোই এই নবদ্বীপ শ্রীশ্রীবিষ্ণু প্রিয়াদেবীরও জন্মভূমি। নবদ্বীপে তাঁর চর্চা হওয়াটাই কাম্য। নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ প্রতিষ্ঠা হবার পরই পরিষদ থেকে শ্রীশ্রীবিষ্ণু প্রিয়াকে নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়, সেটাই ছিলো পরিষদের প্রথম প্রকাশনা। কয়েক বছরের আলোচনার বিষয় গুলি নিয়েও একটি সংকলন প্রকাশ করার কথা পরিষদের ভাবনায় আছে। শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মস্থান মন্দিরের প্রাক্তন সম্পাদক শ্যামসুন্দর দেবনাথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বলেন পরিষদের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তিনি আক্ষেপ করে বলেন নবদ্বীপ মালঞ্চপা।াস্থিত শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মভিটার প্রচুর জায়গা বেআইনি ভাবেই বিভিন্ন জনেরা দখল করেছেন। প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে রেকর্ড পাল্টেও ফেলেন, এ খুবই বেদনাদায়ক। হেরিটেজ শহর এই নবদ্বীপ ধামে এমন কাজ বন্ধ করতে প্রশাসনকে উদ্যোগী হতেও আহ্বান জানান।সভাটি সঞ্চালন করেন প্রদীপ্ত গোস্বামী।

পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন উভয় ক্ষেত্রেই নোবেল জিতেছিলেন কুরি

নোবেলজয়ী পরিবারম্যারি কুরি ছিলেন বিশ্বের প্রথম মহিলা যিনি পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন উভয় ক্ষেত্রেই নোবেল জিতেছিলেন (১৯০৩ সালে পদার্থবিদ্যা এবং ১৯১১ সালে রসায়নে)।তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা অধ্যাপিকাও ছিলেন। এখানেই পিয়েরে কুরির সাথে দেখা হয়েছিল তাঁর, যিনি পরে তার স্বামী হয়েছিলেন এবং তারা একসাথে বিকিরণ আবিষ্কার করেছিলেন। যার জন্য নোবেল কমিটি তার স্বামীকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছিল। এখানে একজন নারী হওয়ায় নোবেল কমিটি মেরিকে নোবেলের জন্য মনোনীত করতে চায়নি, কিন্তু পিয়েরের আপত্তির কারণে কমিটিকে নোবেল দিতে হয় মেরিকে। মরিয়মের দুই মেয়ে ছিল।১৮৯৭ সালে আইরিন এবং ১৯০৪ সালে ইভ.......ইভের জন্মের দেড় বছর পর (১৯০৬ সালে) মেরির স্বামী পিয়েরের এক দুর্ঘটনায় মারা যান।আমরা কল্পনা করতে পারি না যে ল্যাবে সারাদিন ব্যস্ত থাকা মেরির পক্ষে দুটি মেয়েকে বড় করা কতটা কঠিন ছিল।সেই সময়ে প্যারিসে মেয়েদের জন্য যে ধরনের স্কুলের শিক্ষা পাওয়া যেত তা মেরি অপছন্দ করতেন।তিনি তার মেয়েদের বাড়িতেই পড়াতেন।মেরি কুরি রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম আবিষ্কারের জন্য ১৯১১ সালে দ্বিতীয়বার রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, যা আজকে ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।রেডিয়ামের ক্রমাগত এক্সপোজার মেরির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় এবং ১৯৩৪ সালে তিনি ৬৬ বছর বয়সে মারা যান.....আমেরিকা কুরিকে সম্মান জানায় এবং তার দেশে পাওয়া এক গ্রাম রেডিয়াম তাকে দান করার ঘোষণা দেয়।মেরি বলেছিলেন যে রেডিয়ামটি তার প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া উচিত, তাকে নয়, যাতে তার মৃত্যুর পরে এটি তার পরিবারের দখলে না থাকে।দুই কন্যাই, যারা তাদের মায়ের ছায়ায় বেড়ে উঠেছে, তারাও অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। বড় মেয়ে আইরিন ১৯৩৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছিলেন, যখন ছোট মেয়ে ইভ, যিনি শৈশব থেকেই শিল্প ও লেখালেখিতে আগ্রহী ছিলেন, তাকে মনোনীত করা হয়েছিল যুদ্ধ সাংবাদিকতার জন্য পুলিজার পুরস্কারে। তিনি পরে ইউনিসেফের 'ফার্স্ট লেডি' হন। ইউনিসেফ (হয়ে ইভের স্বামী) ১৯৬৫ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।এইভাবে পৃথিবীতে একটি মাত্র পরিবার আছে যার (সমস্ত?) সদস্যই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। পিতা-মাতা এবং দুই কন্যা... এমন অসামান্য প্রতিভা সমৃদ্ধ পরিবার পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নয়। এইভাবে এটি বিশ্বের একমাত্র পরিবার যারা পাঁচটি নোবেল জিতেছেন।(সংগৃহীত)

সোমবার ওয়ার্ড নাম্বার ১৪ হরিজন বস্তিতে কমিউনিটি টয়লেটের উদ্বোধন করলেন মহানগরী গৌতম দেব। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র, ১৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সহ মেয়র পারিষদরা।

আর্থিকভাবে পিছিয়ে পরা মানুষদের আবাসন প্রদান করবে এসজেডিএ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ লটারির মাধ্যমে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পরা মানুষদের আবাসন প্রদান করবে এসজেডিএ। আগামী মঙ্গলবার লটারির মাধ্যমে ৪২২ জন মানুষকে আবাসন প্রদান করবেন এসজেডিএ।

আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষেরা যাতে একটু ভালো মতন বসবাস করতে পারে সেই ভাবনা নিয়ে কাওয়াখালিতে ২০১৯ সালে কাজ শুরু হয় সরকারি আবাসনের। ২০২৪ সালের তা সম্পূর্ণরূপে কাজ শেষ হলে ফের শুরু হয় আবাসন দেওয়ার প্রক্রিয়া। তবে সবটাই লটারির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ থেকে এসসি, এসটি, ওবিসি, হ্যান্ডিক্যাপ, প্রায় সব কোঠার মানুষকে এই আবাসন পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি মিলিয়ে মোট ১৮৪৮ জন মানুষ নথিভুক্ত করে তাদের নাম। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে ১৮২৮ জনকে তালিকাভুক্ত করা হয় এই আবাসন পাওয়ার বিষয়ে। আগামী মঙ্গলবার বাঘাযতীন পার্কে এই ১৮২৮ জন লটারিতে অংশগ্রহণ করবে সেখান থেকেই ৪২২ জন ভাগ্যদাতার হাতে এই আবাসন তুলে দেওয়া হবে। সেই কাজের গতি খতিয়ে দেখতে সোমবার বাঘাযতীন পার্কে উপস্থিত হন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর সম্পূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরেন মাধ্যমের কাছে।

দুয়ার রেশনের চালে ইঁদুরের মল ও পোকা যুক্ত দেওয়ার অভিযোগ ডিলারের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দুয়ার রেশনের চালে ইঁদুরের মল ও পোকা যুক্ত দেওয়ার অভিযোগ রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে। অতি নিম্ন মানের চাল দেওয়ার অভিযোগ। শুধু তাই নয় রেশনের আটা কম পরিমান দেওয়ার অভিযোগ মানিকচকের রেশন ডিলার নির্মল কুমার সিংহের বিরুদ্ধে। মালদার মানিকচক ব্লকের জালালপুর এলাকার লোকজন রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। শুধু এবার নয় মাঝে মধ্যেই নিম্ন মানের রেশন সামগ্রী দিয়ে থাকেন রেশন ডিলার নির্মল কুমার সিং। এবারে ইঁদুরের মল যুক্ত এবং পোকাধরা নিম্নমানের চাল দিতেই গ্রাহকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। একজন রেশন গ্রাহক আওকাত আলীর অভিযোগ, 'ইঁদুরের মল যুক্ত ও পোকাধরা চাল দিচ্ছে। আটা পরিমানে কম দিচ্ছে। সময় মত কখনোই রেশন দেয় না। তাই আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। আমরা চাই রেশনে ভালো চাল দেওয়া হোক।' অপর এক রেশন গ্রাহক মরতজ আলীর বক্তব্য ' সমস্ত ডিলার মাসের এক থেকে আট তারিখের মধ্যেই রেশন সামগ্রী দেই। কিন্তু আমাদের ডিলার নির্মল সিংহ মাসের শেষ সপ্তাহে রেশন সামগ্রী দেই। বাদ পড়ে যায়। যেমন আমি অনেকবার রেশন পাইনি। আজকে পোকাধরা, ইঁদুরের মল যুক্ত ও থোকাথোকা নিম্ন মানের চাল দিচ্ছে। প্রশাসন সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।'

ফালাকাটায় শুরু হলো তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারের দেওয়াল লিখন কর্মসূচি শুরু হলো সোমবার থেকে, জানা গেছে এখনো তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা হয়নি তার আগেই প্রচারে নেমে পড়েছে তৃণমূল। সোমবার তৃণমূলের ফালাকাটার দলীয় কার্যালয় থেকে টাউনব্লক কমিটির সকল শাখা সংগঠন এবং তৃণমূল কংগ্রেস তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এসে ফালাকাটার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মুক্তিপাড়ার কালী মন্দিরের পাশে দেওয়াল লিখন কর্মসূচি শুরু করলো। তৃণমূলের যে সকল জনকল্যাণমুখী প্রকল্প গুলো রয়েছে সেগুলোই তুলে ধরা হয়েছে এই দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে, এবং তাদের যে জোড়া ফুল সেই চিহ্ন লিখে এবং তৃণমূলের পক্ষ থেকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে এই দেওয়াল লিখন বলে জানায় ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শুভব্রত দে।

মাল্টিলেভেল হাইড্রোলিক পার্কিং বানিয়ে তাঁক লাগালো সিকিম সরকার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ মাল্টিলেভেল হাইড্রোলিক পার্কিং বানিয়ে তাঁক লাগালো সিকিম সরকার। নিমেষে মিটতে চলেছে গ্যাংটকের তীব্র যানজট সমস্যা। নিস্তার পাবে চালকরাও। স্মার্ট সিটির অধীনে প্রথম ধাপেই চমক সিকিম সরকারের। সিকিমের গ্যাংটকের এমজি মার্গের পাশে ৩.৭৫ লক্ষ বর্গ ফুট জায়গায় তৈরি করা হল মাল্টিলেভের হাইড্রোলিক পার্কিং। এই প্রথম হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা হল এইধরনের বহুতল। আইআইটি গুয়াহাটি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ওই প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছে। মূলতঃ স্টিল ব্যবহার করে প্যারাফেব্রিকেটেড প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে ওই বহুতলটি। ওই প্রযুক্তির মাধ্যমে সাত রিখটার স্কেলের তীব্রতাতেও অক্ষত থাকবে বহুতলটি। ১৯৬ কোটি টাকায় ২৬ বছরের জন্য লিজে ওই পিপিপি প্রকল্পের অধীনে এক বেসরকারি সংস্থাকে ওই পার্কিংটি পরিচালনার জন্য তুলে দিয়েছে সিকিম সরকার। এক সঙ্গে ৪০০ টির বেশি গাড়ি ওই বহুতলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রথম তলায় থাকবে পাঁচতারা শপিং মল। এছাড়াও চালকদের মনোরঞ্জনের জন্য থাকবে ইন্ডোর খেলাধূলার জায়গা, ক্যান্টিং। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ওই পার্কিং ও বহুতলের সূচনা করেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। সাথে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব ভিবি পাঠক সহ মন্ত্রীরা।

টানা প্রায় দশ বছর ধরে একটি সরকারি গ্রন্থাগারে ঝুলছে তালা, খুলছে না ক্লাবও

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ টানা প্রায় দশ বছর ধরে একটি সরকারি গ্রন্থাগারে ঝুলছে তালা। খুলছে না ক্লাবও। আর এই সুযোগেই এলাকার কিছু জমি মাফিয়া ক্লাবের মূল্যবান সম্পত্তি ও জমিজমা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি রক্ষা পাচ্ছে না খেলার মাঠও। ঘটনাটি মালদার কালিয়াচকের এক নম্বর ব্লকের গয়েশবাড়ি ইয়ংমেন্স লাইব্রেরি অ্যান্ড ক্লাবের। রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তরের অধীনে থাকা এই ক্লাবের একটি খেলার মাঠ রয়েছে বাখরপুরের ফিরানচক গ্রামে। কিন্তু অতীতের এই সুবিশাল ও বড়ো খেলার মাঠটি ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গেছে। যেটুকু পড়ে রয়েছে, মাঠের সেই অংশ টুকুর চারপাশে গজিয়ে উঠেছে ঘরবাড়ি। স্থানীয় কিছু দালাল ভুয়ো দলিলের মাধ্যমে কোটি টাকার এই মাঠ বিক্রি করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপ-প্রধানের স্বামী কামাল হাসান ক্লাবের জমি অবৈধভাবে বিক্রির তীব্র প্রতিবাদ করার পাশাপাশি দালালচক্রের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। গয়েশবাড়ি গ্রামের সাধারণ বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে ক্লাবটি বন্ধ রেখেছে প্রশাসন। সরকারি ক্লাবটির কেয়ারটেকার হিসাবে দায়িত্বে রয়েছেন কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের বিডিও নিজেই। তবু সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করতে ব্লক প্রশাসনের হেলদোল নেই বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। এখনও মাঠের পড়ে থাকা অংশটুকুও গোপনে বিক্রি করতে সক্রিয় রয়েছে স্থানীয় একটি দালালচক্র। ক্লাবের মাঠ বিক্রির নামে নিরীহ মানুষদের ভুল বুঝিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বায়নানামা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ধরনের প্রতারণার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কিছু অসাধু অফিসার, তারা মাঠের জমির জাল রেকর্ড করে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বেআইনিভাবে প্লট করে করে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে ক্লাবের খেলার মাঠটি। গোটা বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা। জানা গেছে, মালদার কালিয়াচকের গয়েশবাড়ি ইয়ংমেন্স লাইব্রেরি অ্যান্ড ক্লাবটি বহু বছরের পুরনো। পরে সেটির দেখভালের দায়িত্ব নেয় রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগ। এলাকার একাংশ বাসিন্দার অভিযোগ, গয়েশবাড়ি ক্লাব ও গ্রন্থাগারের গুটি কয়েক কর্মকর্তা নিয়মবহির্ভূত ভাবে খেলার মাঠের অধিকাংশ জমি এবং প্রচুর সম্পত্তি গোপনে বিক্রি করে দিয়েছে। যদিও কোনও এনজিও কিংবা ক্লাব-লাইব্রেরির জমি কেনাবেচা ও হস্তান্তর করা যায় না। তবু কীভাবে বেচে দেওয়া হচ্ছে গয়েশবাড়ি ক্লাবের মাঠ? উঠেছে এমন প্রশ্নও। এই ক্লাবের এক প্রাক্তন সম্পাদক মোহাম্মদ একতারুল হকের দাবি, ক্লাবটি বহু বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। প্রশাসন অবিলম্বে এই ক্লাব চালুর ব্যবস্থা করুক। সেই সঙ্গে খেলার মাঠের জমি রক্ষা করা হোক।

হুজুর সাহেব মেলায় ভিড় ভক্তদের, কর্মস্থলে যেতে বিড়ম্বনার মুখে রেলের নিত্যযাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ চলছে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেব মেলা। লোকাল ট্রেনে বাঁদরঝোলা, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত হলদিবাড়ি-নিউ জলপাইগুড়িগামী ট্রেনে। এদিন ভক্তদের ভিড় লোকাল ট্রেনে। সপ্তাহের কাজের প্রথম দিনেই কর্মস্থলে যেতে বিড়ম্বনার মুখে রেলের নিত্যযাত্রীরা। যাওয়ার সময় বাস, ট্রেকার বা যে কোন যানবাহন হলেই হল। ফিরতি পথে ট্রেনই পছন্দ হুজুর সাহেবের মেলায় আসা ভক্তদের একাংশের। সাতসকালে সুন্দর মিলে যায় ট্রেনের টাইমিংও। গতকাল শিলিগুড়ি, এনজেপি সহ উত্তরবঙ্গের মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের বড় অংশই গিয়েছিলেন হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলায়। সোমবার সকালে তারা ফেরেন হলদিবাড়ি- নিউ জলপাইগুড়ি গামী লোকাল ট্রেনে। আর এতেই চাপে পড়ে যান জলপাইগুড়ি স্টেশন সহ বিভিন্ন স্টেশনে অপেক্ষারত নিত্যযাত্রীরা। ঠেলেঠুলে কোনরকমে ট্রেনে ওঠা, ভেতরে বসার জায়গা আগে থেকেই ভক্তদের দখলে। অগত্যা দাঁড়িয়েই কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তারা। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, প্রতিবছর একই অবস্থা হয়। রেল দপ্তর জানে সমস্যার কথা। অতিরিক্ত কামরার ব্যবস্থা করলেই হয়রানির শিকার হতে হয় না। এই বিষয়ে শিলিগুড়ির এক যাত্রী জানান, আমার শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা ছিল, সেই মত ট্রেনের টিকিট কেটেছিলাম কিন্তু ভিড় এর কারণে ট্রেনে উঠতে পারলাম না, এক দুজন বাদে rpf এর কাউকে দেখা যায়নি। অপর দিকে শিলিগুড়ির এক ছাত্র জানায় আমি শিলিগুড়িতে পড়াশোনা করি। আজকে ভিড় এর কারণে ট্রেন পেলাম না। বহু কম্পার্টমেন্টের এর দরজা বন্ধ ছিল, বারংবার চেষ্টার পরেও ট্রেনের দরজা খোলা সম্ভব হয়নি, আজ খুব সমস্যা হলো। Rpf এর ভূমিকা তেমন ভাবে চোখে পরে নি।

জল্পেশ মন্দির সংলগ্ন বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে যায় বেশ কয়েকটি দোকান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার গভীর রাত আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি জল্পেশ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ছয়টি দোকান পুড়ে যায় দমকল সূত্রে জানা যায় । এই দোকান গুলির মধ্যে ছিল সাইকেলের দোকান, সারের গোডাউন, কসমেটিক্স, এবং একটি সাইকেল ফিটারের দোকান ও এখানে একটি ধানহাটির ঘরে একটি অসহায় পরিবার থাকতো সেই পরিবারের সর্বস্ব পুড়ে যায়, সঙ্গে চারটির গবাদি পশু পুড়ে যায়। এ ছাড়াও জল্পেশ ব্যবসায়ী সমিতির একটি অফিস ঘর পুড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ও ময়নাগুড়ি দমকলবাহীনি ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ক্ষতি হয়েছে কয়েক লক্ষাধিক টাকা বলে এলাকার বাসিন্দাদের দাবি। কিভাবে আগুন লাগলো দমকলের ওসি কৃষ্ণ গোপাল ঘোষ এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারেননি। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দমকল এবং ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনায় অসহায় একটি পরিবার মায়া কানু ও তার মেয়েকে নিয়ে থাকতো ধানখোলার একটি ঘরে তার সর্বস্ব পুড়ে যায়, সে অসহায় হয়ে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। ঠান্ডায় কাঁপতে থাকে বাচ্চাটি পরে রামমোহন ফ্যানস ক্লাবের সদস্যরা মায়া কানুর হাতে কম্বল তুলে দেন। এবং তারা জানান এই পরিবারটির পাশে তারা আছেন এবং কিভাবে তাকে সহায়তা করা যায় তা তারা দেখবেন। জল্পেশ এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বাজারের বিভিন্ন দোকানের মালিকেরা ছুটে আসেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আগে থেকেই তাদের দোকানের মালপত্র অন্যত্র সরিয়ে নেয়। করে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে এই আশঙ্কায় পাশাপাশি শব্দ দোকানের মাল অন্যত্র সরিয়ে দেয় দোকানিরা।

দুঃসাহসিক চুরি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাদের ফলস সিলিং কেটে দোকানে দুঃসাহসিক চুরি। ঘটনার তদন্তে পুলিশ। একের পর এক দোকানে চুরির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত সেবক রোডের ব্যাবসায়ীরা। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার আবেদন জানান তারা। সোমবার সকালে দোকান খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ দোকান মালিকের। মালপত্র লন্ডভন্ড অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দোকানের ছাদের একাংশ কাটা। তখনই তিনি বুঝতে পারেন যে তার দোকানে চুরি হয়েছে। তার পর চোখ ফেরাতেই দেখেন ল্যাপটপ সহ একাধিক সামগ্রী সহ কিছু নগদ অর্থ দোকান থেকে চুরি গেছে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তবে মাঝে মধ্যে এমন চুরির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত ব্যাবসায়ীরা।

আত্মহত্যা যুবকের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা যুবকের। মৃতের নাম কৌশিক সাহা। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের বাসিন্দা ওই যুবকের চিকিৎসা চলছিল শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে। সোমবার সকাল নাগাদ তার মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, গত শনিবার ওই যুবক তার মায়ের সঙ্গে শেষবার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। এরপরই ওই যুবককে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় স্থানীয় এলাকা থেকে। তড়িঘড়ি তাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। যদিও শেষ রক্ষা হল না।

২ কন্যা সন্তান সহ ৪ দিন থেকে নিখোঁজ মহিলা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ২ কন্যা সন্তান সহ ৪ দিন থেকে নিখোঁজ মহিলা। এদিকে স্ত্রী সহ ২ কন্যা সন্তানকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন অসহায় স্বামী। এই ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকার নগর এলাকায়। নিখোঁজ স্ত্রীর সন্ধান পেতে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি শহর সহ ফুলবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন স্বামী। অবশেষে স্ত্রীর খোঁজ না পেয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মহিলার স্বামী শ্যাম সুন্দর মাহাতো। জানা গেছে ১১ বছর আগে সামাজিক মতে বিয়ে হয় তাদের এবং দিব্যি ২ কন্যা সন্তানকে নিয়ে সুখেই সংসার চলছিল তাদের। এরই মাঝে দাদার বাড়িতে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে ৪ দিন নিখোঁজ দুই কন্যা সন্তান সহ স্ত্রী। চিন্তায় পরিবার সহ সকলে। বর্তমানে স্বামী পেশায় রাজ মিস্ত্রি। তবে নিখোঁজের চার দিন কেটে গেলেও এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি ২ কন্যা সন্তান সহ স্ত্রীর। নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমেছেন নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশ।

কোচবিহার থেকে কলকাতা রুটে তিনটি নতুন বাসের উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। সোমবার সকালে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাল সেন্ট্রাল ডিপো থেকে এই তিনটি বাসের উদ্বোধন হয়। কোচবিহার থেকে যে সমস্ত বাসগুলি চলতো সেগুলি পুরনো হয়ে যাওয়ায় পুরনো বাসগুলিকে রিপ্লেস করে নতুন বাস নামানো হয়।

হাতির তাণ্ডবের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ জেলা জুড়ে প্রায়শই হাতির তাণ্ডবের অভিযোগ। সাত সকালে লোকালয়ে ঢুকে ভাঙলো দেওয়াল। নষ্ট জমির ফসলও। আতঙ্কে এলাকাবাসী। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ গ্রামীন হাসপাতাল সংলগ্ন মকরাডাঙ্গি জনবহুল এলাকার ফের হাতির হানা। সোমবার ভোরে দুটি হাতির হানার খবর মেলে। হাতির হানার বেশ কিছু জিনিসপত্রের ক্ষতির হয়েছে। রাজগঞ্জ শিল্পতালুক এলাকার দুটি দেওয়াল পুরোপুরি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সাথে একাধিক কৃষিজমিও নষ্ট করেছে হাতি দুটি বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবী, বেশ কিছুদিন আগে হাতির উপদ্রব লক্ষ্য করা গেছিলো। তবে সোমবার ভোর রাতে জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দুটি হাতি এসে এলাকায় তান্ডব চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। বনদপ্তরের টহলদারির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ

দেবাশিষ কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতাপনগর রাধানগর কলোনী এলাকা থেকে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, মৃতা গৃহবধূর নাম নন্দিতা হালদার। বয়স প্রায় ২১ বছর। তার বাড়ি নবদ্বীপ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতাপনগর রাধানগর কলোনী এলাকায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, পেশায় ছোট মাছ ব্যবসায়ী মৃত ওই গৃহবধূর স্বামী অন্যান্য দিনের মতো সোমবার সকালে বাড়ির কাছেই প্রতাপনগর বাজারে চলে যান মাছ বেচতে। ব্যবসা সেরে দুপুর প্রায় দেড়টা নাগাদ সমীর বাবু বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে বিষয়টি প্রতিবেশীদের জানালে, তারাই দরজার ছিটকিনি খুলে দেখেন সিলিং ফ্যানে ঝুলছে নন্দিতা দেবীর দেহ। খবর দেওয়া হয় নবদ্বীপ থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পরে বধূর ঝুলন্ত দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় নবদ্বীপ হাসপাতালে। সেখানে পরীক্ষা করে গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এই বিষয়ে মৃত ওই বধূর স্বামী সমীর হালদার জানান, তার স্ত্রী বেশ কিছুদিন যাবৎ মানসিক অবসাদে ভুগছিল। তাই বলে এমন চরম সিদ্ধান্ত নেবে গুণাক্ষরেও টের পায়নি বলে জানান তিনি।

২ ইউনিট টাইপ-V কোয়ার্টারের নির্মাণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ০৬ অফ ২০২৪ তারিখঃ ১৫-০২-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার নং. ডিসিইএসটিএমএলজি -০৫-২০২৪। কাজের নাম এবং স্থানঃ** (ক) মালিগাঁওস্থিত নামবাড়ী আধিকারিক কলোনিতে পুরোণো বাংলো নং ৪১৩ এবং ৪৩৪ এর প্রতিস্থাপনের আধারে ২ ইউনিট টাইপ- V কোয়ার্টারের নির্মাণ। (খ) মালিগাঁওস্থিত নামবাড়ী আধিকারিক কলোনিতে পুরোণো বাংলো নং ৪১৪ এবং ৪১৫ এর প্রতিস্থাপনের আধারে ২ ইউনিট টাইপ- V কোয়ার্টারের নির্মাণ। (গ) মালিগাঁওস্থিত নামবাড়ী আধিকারিক কলোনিতে পুরোণো বাংলো নং ৪১৬ এবং ৪১৭ এর প্রতিস্থাপনের আধারে ২ ইউনিট টাইপ- V কোয়ার্টারের নির্মাণ। (ঘ) মালিগাঁওস্থিত নামবাড়ী আধিকারিক কলোনিতে ২ ইউনিট টাইপ- V কোয়ার্টারের নবনির্মাণ। (ঙ) নামবাড়ীতে-অধিকারীকবর্গের জন্যে ৪ ইউনিট ট্রেন্সজিট সুবিধার নির্মাণ। (চ) ২ ইউনিট - টাইপ- VI বাংলোর নির্মাণ (কম্পোজিট টেণ্ডার)। **টেণ্ডার রাশিঃ ১২,৩৩,৬৪,৬০৯.৭৮** টাকা। **বায়না রাশিঃ ৭,৬৬,৮০০/-** টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ এবং সময়** ১৮-০৩-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। সবিশেষের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** এ দেখুন।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/ইষ্টেট, মালিগাঁও

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

OFFICE OF THE LOCHANPUR GRAM PANCHAYAT

Lochanpur , Islampur, Murshidabad

NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT. No.- 17/15th FC/Lochanpur gp/2023-24 ,

E-tender are hereby invited by the Prodhan , Lochanpur Gram Panchayat , Raninagar-1 Block , Islampur , Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors . Last date of Tender Submission 29/02/2024 For Other details Please seen the website http:// wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan , Lochanpur GP
Lochanpur , Islampur,
Murshidabad.

Raghunathpur Gram Panchayat
(Under Serampore- Uttarpara Dev. Block.)
Raghunathpur, Hooghly.
Email-Raghunathpur_srp@rediffmail.com
Memo No.***/RGP/2024 Dated:-019/02/2024
Raghunathpur Gram Panchayat

NIT NO:-005/RGP/2023-24(2ND_CALL) Date:-19/02/2024 Tender ID :- 2024_ZPHD_650124_5 Bid submission end date:-27/02/2024 12:00PM Bid opening date:-29/02/2024 12:00PM NIT NO:-006/RGP/2023-2024 Date:-19/02/2024 Tender ID :- 2024_ZPHD_669618_1 Bid submission end date:-27/02/2024 12:00PM Bid opening date:-29/02/2024 12:00PM.

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-30/2023-24
(Memo No: 170 /Panch , Dated: 19/02/2024)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of four (04) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in https:// wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.

Sd/-
Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/X/81/06/23-24/368 (1st Call) Name of the work: **Painting and minor repairing of pay & use toilet at New Alipore Triangular Park, Rossui Vat, Tollygunge Post Office etc. in Ward No.-81, BR-X.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,93,431.98.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days**

(2) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/XII/108/04/23-24/366 (1st Call) Name of the work: **Development of C.C passage at 10, 20/H, 106 Purba Panchannagram Bustee in Ward No.-108, BR-XII.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,09,055.67.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **60 days**

(3) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/XII/101/05/23-24/370 (1st Call) Name of the work: **Construction of new sanitary latrine at B-113, Purba Phoolbagan, Baghajatin E Block Colony (slum area) etc. in Ward No.-101, BR-XII.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,20,676.82.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **60 days**

(4) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/XII/109/01/23-24/360 (1st Call) Name of the work: **Construction of new sanitary latrine at Jamunanagar Bustee in Ward No.-109, BR-XII.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,99,347.89.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days**

(5) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/XII/107/01/23-24/361 (1st Call) Name of the work: **Construction of new sanitary latrine at Rajdanga Dakshin Para Bustee in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,24,822.88.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days**

(6) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/XII/107/02/23-24/362 (1st Call) Name of the work: **Construction of new sanitary latrine at Naskar Hat Bustee in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,12,519.89.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **60 days**

(7) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/XII/105/02/23-24/363 (1st Call) Name of the work: **Construction of new sanitary latrine at Sucheta Nagar, Sahid Nagar Bustee in Ward No.-105, BR-XII.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **3,20,543.24.** Earnest money: ₹ **6,600.00.** Period of completion: **60 days**

(8) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/XII/101/03/23-24/364 (1st Call) Name of the work: **Construction of new sanitary latrine at C-15, C/7 Birnagar Bustee etc. in Ward No.-101, BR-XII.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,20,227.60.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **60 days**

(9) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/XII/101/04/23-24/365 (1st Call) Name of the work: **Construction of new sanitary latrine at 108, E25, E78 Baghajatin, 4/10 Rabindra Pally Bustee in Ward No.-101, BR-XII.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,25,993.60.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **29.02.2024 upto 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 9).** Bid opening date and time for technical proposals: **02.03.2024 at 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **20.02.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 9).** The websites: **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in (For Sl. No. 1 to 9).**

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-tender for the following work:

NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/231

Name of the work: **Manufacture, supply, fitting, fixing of 300 mm dia sluice valve on 300 mm bypass line of 600 mm dedicated pipeline at western side valve chamber of Taratala Valve Station.** Estimated amount: ₹ **1,48,847.00.** Earnest money: ₹ **2,977.00.** Period of completion: **05 days.** Last date and time of receipt/ opening of tender (online): **02.03.2024 at 2 p.m./ 04.03.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Water Supply), BR-XVI, KMC invites e-tender for the following work:

NIT No. : KMC/WS/JOKA/59/2023-24

Name of the work: **Development of work by replacement of old, damaged 200 mm dia C.I. F/W service main at Thakurpukur Station Road from Janakalyan Vidyapith School to 280 D. H. Road in Ward No.-124.** Estimated cost of the work: ₹ **3,86,575.56.** Earnest money: ₹ **7,800.00.** Period of completion: **25 days.** Last date of submission of bid: **11.03.2024 - 5 p.m.** Tender will be opened on: **14.03.2024 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.02.2024 at 5 p.m** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (M)/(SWM-II), KMC invites tender online item rate two bid system for the following work:

NIT No. : SWM-II/DIST-IV/30/23-24

Name of the work : **Repairing and servicing of engine injector nozzle and replacement of allied all components and repairing of cabin lifting hydraulic cylinder of Tata (1613), BS-IV vehicle WB03D-1353 under Dist-IV Garage/SWM-II.** Estimated amount: ₹ **1,20,495.00.** Earnest money: ₹ **2,500.00.** Period of completion: **06 days.** Last date and time of submission of bid: **27.02.2024 up to 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.02.2024 (3 p.m.)** from the websites **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (SWM-I), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/SWM-I/C-II/051/EE/XV/23-24

Name of the work : **Construction of store room of SWM-I Department at X-36, near 4 No. Bandh Booster Pumping Station, in Ward No.-140, under Borough-XV.** Estimated amount: ₹ **2,99,296.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Completion time: **30 days.** Price of tender: **Nil.** Bid submission start (online) date: **27.02.2024 (1 p.m.).** Last date and time of bid submission (online): **05.03.2024 (1 p.m.).** The tender documents will be available on and from **23.02.2024** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer, Water Supply (BPS & HW), KMC invites tender online percentage two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/GSHW/23-24/04/2nd Call Name of the work: **Electrical work for service restoration of motor feeders of centrifugal pumps and submersible pumps at G. S. Bose Head Works in Ward No.-67.** Estimated cost: ₹ **2,62,033.39.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/HW/RKC/L/23-24/01/2nd Call Name of the work: **Operation and up-keeping of plant at R. K. Chatterjee Road Head Works in Ward No.-87.** Estimated cost: ₹ **2,98,368.95.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **195 days.** Last date of submission of bid: **16.03.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **20.03.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **17.02.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(1466/23-24)

বিজ্ঞান-পরিবেশ

শনির উপগ্রহ টাইটানে রয়েছে অতিকায় সমুদ্র! প্রাণ আছে কি?

আমরা জানি, বিজ্ঞানীরা অনবরত খুঁজে চলেছেন বিশ্বের অন্যত্র কোথায় রয়েছে আমাদের মতো পৃথিবী। কিন্তু আজও এই ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীই একা রয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় কোথাও সামান্য সম্ভাবনা দেখলেও বাড়ে আশা। শনির উপগ্রহ টাইটানে মিলেছে অতিকায় সমুদ্রের খোঁজ। যা বয়ে যাচ্ছে গ্রহপৃষ্ঠের নিচ দিয়ে। আর তাকে ঘিরেই বাড়ছিল প্রত্যাশা। সেখানকার আবহাওয়ামণ্ডলে রয়েছে জৈব অণু। তাহলে কি? কিন্তু শেষপর্যন্ত সব আশায় জল ঢেলে দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরাই। শনির বৃহত্তম চাঁদ টাইটান। সেখানে রয়েছে সমুদ্র। কিন্তু তবুও সেখানে প্রাণের কোনও সম্ভাবনা নেই। কেননা সেখানকার জৈব রসায়নে রয়েছে ঘাটতি। গোলমালটা

সেখানেই। যদিও সেখানে কার্বন যৌগ-সহ জৈব অণুর অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু তবুও অত্যধিক শীতল আবহাওয়ায় প্রাণের উদগম সম্ভব নয়। টাইটানের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা মাইনাস ১৭৯ ডিগ্রি। তবে মনে করা হয় সমুদ্রের গভীরের তাপমাত্রা এর থেকে বেশি হতে পারে। ওন্টারিওর ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ বিজ্ঞানী ক্যাথরিন ন্যাশ জানাচ্ছেন, পরিস্থিতি আপাত আশাপ্রদ মনে হলেও তা প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে এই ধরনের বরফ-গ্রহকে সঠিক ভাবে নিরীক্ষণ করা কঠিন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, নাসার ড্রাগনফ্লাই মিশনে টাইটান সংক্রান্ত আরও তথ্য হাতে আসবে। যার ফলে এই বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

মহাকাশ নাকি বেজায় দুর্গন্ধযুক্ত

বিজ্ঞানীদের দাবি, মহাকাশ নাকি বেজায় দুর্গন্ধযুক্ত। নানা ধরনের গন্ধই নাকি পেয়েছেন মহাকাশচারীরা। এবং এর অধিকাংশই ভয়ংকর বাজে গন্ধ। কিন্তু কী করে তা হা পড়ল? জানা যাচ্ছে, মহাকাশ থেকে ফেরা নভোচরদের স্পেস স্যুটে নাকি বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যায়। অ্যাপোলো মিশন সেরে ফেরা মহাকাশচারীদের পোশাকে মিলেছিল বারুদের গন্ধ। আবার আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে ফেরা নভোচরদের পোশাকে মিলেছে পোড়া মাংসের গন্ধ। পাওয়া গিয়েছে এক ধরনের ধাতব বদখত গন্ধও। বিজ্ঞানীদের দাবি, যখন কোনও মহাকাশচারী স্পেসওয়াক করেন, তখন তাঁদের পোশাকে লেগে থাকে অক্সিজেন একক পরমাণু। এর পর ফের তাঁরা ' পরিবেশে ফিরলে ওই পরমাণু অক্সিজেনের অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে ওৎ ধাতব গন্ধ সেখান থেকেই আসে। এটা আসলে ওজোনের গন্ধ। এরই পাশাপাশি এক প্রতিবেদনের দাবি, রোসেটা মহাকাশযান আরও নানা ধরনের গন্ধের কথা জানিয়েছিল। সেগুলি হল পচা ডিম, তেতো বাদাম ও বিড়ালের প্রস্রাব। যা ২০১৪ সালে ৬৭পি চুরিউমভ-গেরাসিমেঙ্কো নামের এক ধূমকেতু থেকে পাওয়া গিয়েছিল।

'চতুর্থ খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস'-র জমকালো উদ্বোধন

গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামে 'চতুর্থ খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস-২০২৩ অষ্টলক্ষ্মী সংস্করণ'-এর জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত প্রস্তুতির তদারকি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা। আজ সোমবার প্রথমবারের মতো অসমে 'চতুর্থ খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস-২০২৩ অষ্টলক্ষ্মী'র জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ছয়টায় সরুসজাই প্রকল্পের ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগসিং ঠাকুর, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা প্রমুখ বহু দিগগজ ব্যক্তিত্ব ও অসংখ্য ক্রীড়াপ্রেমী জনতা। অনুষ্ঠান শুরু হবে অঙ্গরাগ পাপন মহন্তের সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠিত হবে অসমের লোকসংগীত, পরম্পরাগত সংগীত, বিহু, বাগুরুম্বা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ক্রীড়ামোদীদের জন্য আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বিনামূল্যের করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্য জুড়ে বিস্তৃত ক্রীড়ানুষ্ঠান আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। ক্রীড়ামোদী জনতাকে মোহিত করবেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ সারা দেশের ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪,৫০০ জন নানা ইভেন্টের খেলোয়াড়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ভিডিও বার্তায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বন্ধুত্বের মনোভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলতে খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করবেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'চতুর্থ খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস-২০২৩ অষ্টলক্ষ্মী সংস্করণ'-এর জমকালো উদ্বোধন আজ হলেও শনিবার সরুসজাই স্টেডিয়ামে পুরুষ-মহিলা শাখার কাবাডি ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছিল প্রতিযোগিতা। শনিবার এবং গতকাল রবিবার বিভিন্ন ইভেন্ট যেমন বাস্কেটবল, মহিলা ফুটবল এবং মল্লখম্বে উভয় শাখায় মোট আটটি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছিল। এবারের 'চতুর্থ খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস-২০২৩ অষ্টলক্ষ্মী সংস্করণ'-এ ২০টি ইভেন্টের প্রতিযোগিতায় ২৬২টি সোনা, ২৬৩টি রূপা এবং ২৯৭টি ব্রোঞ্জ পদকের জন্য প্রায় .৪,৫০০ জন ক্রীড়াবিদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। গুয়াহাটি, আগরতলা, আইজল সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি শহরে ১৮টি স্থানে 'চতুর্থ খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস-২০২৩ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

লিমিটেড হাইট সাবওয়ে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে পূর্ব রেল সুরক্ষিত ও নির্ঝঞ্ঝাট পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারী ঃ সঠিক সময়ে ও সুষ্ঠভাবে ট্রেন চালানোর স্বার্থে, ভারতীয় রেল গোটা দেশ জুড়ে লেভেল ক্রসিং গেটের পরিবর্তে সেইসব স্থানে রোড ওভারব্রিজ রোড আন্ডার ব্রিজ লিমিটেড হাইট সাবওয়ে তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে করছে। এই কাজ সম্পূর্ণ হলে একদিকে যেমন রেল সঠিক সময়সারণি ধরে ট্রেন চালাতে পারবে, তেমনি অপরদিকে লেভেল ক্রসিং গেটে প্রায়শই যেসব দুর্ঘটনা ঘটে থাকে সেগুলিকে এ।ানো যাবে। এই ব্যাপারে পূর্ব রেল নির্দিষ্ট লক্ষমাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। যাত্রীদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে ন্যূনতম সময় ট্রাফিক ব্লক নিয়ে LHS গুলি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। রেল এর ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল, ট্রাফিক এবং আরও বিভিন্ন বিভাগের সঠিক সমন্বয়ের ফলেই ব্লক প্রতিস্থাপনের কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে। হাও।। ডিভিশনে ব্যান্ডেল - কাটোয়া সেকশনে সম্প্রতি ৬ ঘঃটার ব্লক নিয়ে গেট নং ৭২, যেটি সোমরাবাজার ও বেহুলা স্টেশনের মধ্যে অবস্থিত , তার পরিবর্তে LHS প্রতিস্থাপন করা হলো। এর জন্য রেকর্ড সা।ে চার ঘঃটায় ৭.২ মিটার x ৫.৭ মিটার (বহির্ভাগের ডাইমেনশন) ওক্স বক্স স্থাপন হলো। মোট ৯ টি স্ল্যাব ও ১০ টি সেগমেঃট স্থাপন করা হয়েছে। তদুপরি , ব্লকের সময়কে ব্যবহার করে আরও কিছু অতিরিক্ত কাজ যেমন অম্বিকা কালনা স্টেশনের ফুট ওভারব্রিজ রং , ১০ টি ওয়েল্ডিং , ১.৫ কিমি গ্রিজিঙ ।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে 'জিরো স্ক্র্যাপ মিশন এ অগ্রগতি

মালিগাঁও, ১৯ফেব্রুয়ারিঃ বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য সামগ্রী চিহ্নিত ও নিষ্পত্তি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই

মিশন সফল করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি ডিভিশন, ওয়ার্কশপ ও শেডগুলিকে বর্জ্য সামগ্রী থেকে মুক্ত রাখার জন্য নিশ্চিয়তা প্রদান করা হয়েছে।' উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্তমান অর্থবর্ষে (৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) ১২৫৪২ এমটি স্ক্র্যাপ রেল পি-ওয়ে উপকরণ এবং ৮২৬৮ এমটি বিভিন্ন বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি করেছে। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১২টি ডিজেল লোকোমোটিভ, ১৫৭টি কোচ এবং ১২২টি ওয়াগনও বিক্রি করে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩পর্যন্ত, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১০৩.৫৫ কোটি টাকা মূল্যের স্ক্র্যাপরেল, পি-ওয়ে উপকরণ, অচল কোচ, ওয়াগন এবং লোকোমোটিভ বিক্রি করেছে, যা বিগত বছরের ১০০.৩৫কোটি টাকার তুলনায় ৩.১৯ শতাংশ বেশি। জিরো স্ক্র্যাপ মিশনের ফলে শুধুমাত্র যে ভারতীয় রেলওয়ের রাজস্বই উৎপন্ন হয়েছে, তা নয়, বরং এর পাশাপাশি বর্জিতাংশ সহ অন্যান্য উপাদান জমা করার স্থানও তৈরি করেছে। স্টেশন, ডিপো, শেড, ওয়ার্কশপ ও সেকশন গুলি যাতে বর্জ্য সামগ্রীমুক্ত রাখা যায় তার জন্য এই মিশনের অধীনে ধারাবাহিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণের ফলে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার পাশাপাশি স্টেশন, কর্মক্ষেত্র ওচারপাশের এলাকার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়াও রেলওয়ে চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ অনকূল করে রাখার ক্ষেত্রে এই মিশন সহায়ক হয়ে উঠেছে।

এখন সমাজে এমন কোনও শ্রেণী নেই, যারা নিজেদের পিছিয়ে পড়া মনে করেন ঃ রাজনাথ সিং

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ এখন সমাজে এমন কোনও শ্রেণী নেই, যাঁরা নিজেদের একা অথবা পিছিয়ে পড়া মনে করে। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ এখন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস চেতনায় এগিয়ে চলেছে। সোমবার লখনউতে উত্তর প্রদেশ গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিট ২০২৪-এর সময় প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলির জন্য চতুর্থ গ্রাউন্ড ব্রেকিং অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ১৪ হাজার প্রকল্প চালু করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, আপনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) গত ১০ বছরে ভারতের উন্নয়নের যে মজবুত ভীত স্থাপন করেছেন, তার সঙ্গে দেশের মানুষ আত্মবিশ্বাসী যে আপনার তৃতীয় এবং চতুর্থ মেয়াদে এই উন্নয়নের ইমারত শীর্ষে পৌঁছে যাবে। রাজনাথ সিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সকলের উন্নয়ন, সমর্থন, প্রচেষ্টা এবং বিশ্বাসের উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে দেশ।

উত্তরপ্রদেশ নিজস্ব নীতি তৈরি করেছে ঃ যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার যোগী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর কথাকে আত্তীকরণ করে উত্তরপ্রদেশ নিজস্ব নীতি তৈরি করেছে। সোমবার লখনউতে উত্তর প্রদেশ গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিট ২০২৪-এর সময় .প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলির জন্য চতুর্থ গ্রাউন্ড ব্রেকিং অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ১৪ হাজার প্রকল্প চালু করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, ২০১৮ সালে প্রথম বিনিয়োগকারী সম্মেলনের সময়, প্রধানমন্ত্রী এখানে লখনউতে বলেছিলেন, উত্তর প্রদেশের মূল্যবোধ এবং গুণাবলী রয়েছে, তবে এই পরিবর্তনশীল সময়ে, মূল্য সংযোজন প্রয়োজন। শুধু কর্মসংস্কৃতি অথবা ব্যবসায়িক সংস্কৃতি নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্তর প্রদেশের শক্তির মূল্য সংযোজন প্রয়োজন। এখন ৬ বছর পরে, আমি বলতে পেরে আনন্দিত যে প্রধানমন্ত্রীর এই কথাগুলিকে আত্তীকরণ করে, উত্তর প্রদেশ নিজস্ব নীতিগুলি প্রণয়ন করেছে-যার ফলস্বরূপ ৬ বছরের মধ্যে, এই যুগান্তকারী অনুষ্ঠানের চতুর্থ সংস্করণের আয়োজন করা হচ্ছে।

আজ জম্মু সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

২০ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ জম্মু সফর করবেন। সকাল ১১,৩০ টায়, জম্মুর মৌলানা আজাদ স্টেডিয়ামে একটি জনসাধারণের অনুষ্ঠানে, প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন, জাতিকে উৎসর্গ করবেন এবং ৩০,৫০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রকল্পগুলি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রেল, সড়ক, বিমান চলাচল, পেট্রোলিয়াম, নাগরিক অবকাঠামো সহ বিভিন্ন খাতের সাথে সম্পর্কিত। অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় ১৫০০ নতুন সরকারি নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ আদেশ বিতরণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী ' ভারত ভিক্সিট জম্মু' কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গেও মতবিনিময. করবেন। শিক্ষা খাতে প্রধান প্রসারসারা দেশে শিক্ষা ও দক্ষতার পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন ও উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, প্রধানমন্ত্রী প্রায় ১৩,৩৭৫ কোটি টাকা মূল্যের বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন, দেশকে উৎসর্গ করবেন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। দেশকে উৎসর্গ করা প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে আইআইটি ভিলাই, আইআইটি তিরুপতি, আইআইটি জম্মু, আইআইআইটিডিএম কুর্নুলের স্থায়ী ক্যাম্পাস ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্কিলস-কানপুরে অবস্থিত উন্নত প্রযুক্তির উপর দক্ষতা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ক্যাম্পাস- দেবপ্রয়াগ (উত্তরাখণ্ড) এবং আগরতলায়।

চেহারা নিয়ে এক নাগাড়ে কটাক্ষ শুনে ভেঙে পড়লেন আয়েশা!দিলেন কড়া জবাব

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এক সময় ছিলেন হার্টথ্রব। তাঁর মিষ্টি চেহারার কদর হামেশাই ছিল বলিউডে।আগের আয়েশার সঙ্গে এখনকার আয়েশার বাহ্যিক কোনও মিল নেই। ২০১৭ সাল থেকেই আয়েশার চেহারায় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। তার পরে অবশ্য খুব বেশি বার আয়েশাকে দেখা যায়নি। এ দিন আয়েশাকে দেখে বোঝা গেল ঠোঁটের গঠন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। ঠোঁটও আগের চেয়ে অনেকটাই পুরু। মুখও ফুলে গিয়েছে আগের তুলনায়। সবটাই প্লাস্টিক সার্জারির দৌলতে। সমাজমাধ্যমের পাতায় এই ' আয়েশাকে নিয়ে কয়েক দিন এক নাগাড়ে কাটাছেঁড়া চলছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে দু'দিন আগে আয়েশা মুখও খুলেছিলেন। কিন্তু এ বার সহ্যের সীমা পেরোল সলমনের নায়িকার। তাই দিলেন স্পষ্ট জবাব।চেহারা নিয়ে যে সমালোচনার আর কটাক্ষের ঝড় বয়ে চলেছে, গত শনিবার সে প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন আয়েশা। ' না থা'র নায়িকা বলেছিলেন, ' কী ভাবে তোমাকে দেখবে সেটা তোমার হাতে নেই। তুমি যাই করো না কেন, সেটা বিচার হয় অন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। হয়তো তার সঙ্গে তোমার তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। শুধু তুমি তোমার কাজ করে যাও মন দিয়ে।''আয়েশার মন্তব্যেও কাজ হয়নি। থামেনি সমালোচনা। অবশেষে নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে নামলেন আয়েশা। ইনস্টাগ্রামের পাতায় লিখলেন, ' শুক্রবার আমি গোয়ায় যাচ্ছিলাম। আমাদের পরিবারের এখন খারাপ সময়। আমার বোন হাসপাতালে ভর্তি। সেখানেই যাচ্ছিলাম। বিমান ধরার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু তার পর থেকে দেখছি, আমার চেহারা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমায় কেমন দেখতে লাগছে সেটাই দেখছি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সব করে আসলে সময় নষ্ট হচ্ছে। আমার পর্দায় ফেরার কোনও ইচ্ছা নেই। তাই আমায় কেমন দেখাচ্ছে, সেটা নিয়ে অকারণ ভাবনা ঠিক নয়।

পূর্ব রেলের বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি ভাবে পারাপার করছেন মানুষজন

কলকাতা , ১৯ফেব্রুয়ারী ঃ পূর্ব রেলের বিভিন্ন জায়গায় রেল লাইনের ধারে ঝুঁকিপূর্ণ Unauthorized Level Crossing গজিয়ে উঠছে। কলকাতায় ও শহরতলীর কিছু কিছু জায়গায় রেল লাইনের পাশে তৈরী করা ফেন্সিং খুলে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী, বয়স্ক মানুষ, গাড়ি, স্কুটার, সাইকেল ইত্যাদি নিয়ে মানুষজন রেললাইন পারাপার করছেন যা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। মানুষজন খেয়ালও করছেন না কোন দিক দিয়ে কখন ট্রেন আসছে। যেহেতু কোন বৈধ Level Crossing নেই তাই ট্রেনের সিগন্যাল গ্রিন থাকে। ফলে দুর্ঘটনা যে কোন মুহূর্তে হতে পারে এবং প্রায়শই এটা হয়। পূর্ব রেলের তরফ থেকে বিনীত অনুরোধ, আপনারা অবৈধভাবে নিজেদের ইচ্ছামত ও অবৈধ রেল Crossing তৈরি করবেন না।

Name Change

I,ROSINA GAZI, WIFE OF MUSTHAKIM GAZI, RESIDING AT VILL & PO - AMGACHIA, PS - BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS - 700104, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROSINA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024.THAT ROSINA GAZI AND ROSINA BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) MILON SK S/o- DELUWAR SK, Residing at Vill- Mohurul, Post- Mohurul, Ps - Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MILON SK To MILAN SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MILAN SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, MILAN SK and MILON SK both are Same and one identical person.

Name Change

I,BRAJANGSU MISTRY,SON OF RAICHARAN MISTRY, RESIDING AT VILL & PO - HIRANMAYPUR, PS - JHARKHALI COSTAL (BASANTI), SOUTH 24 PARGANAS - 743312,WEST BENGAL.HAVE CHANGED MY NAME TO BRAJANGSHU MISTRY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024.THAT BRAJANGSU MISTRY AND BRAJANGSHU MISTRY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) DELUAR SK S/o- REHAT SK, Residing at Vill- Mohurul, Post- Mohurul, Ps - Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DELUAR SK To DELUWAR SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DELUWAR SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, DELUWAR SK and DELUAR SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, Abihjeet Gupta (old name) S/O Late Subit Kumar Gupta, Residing at 19B, Lake East 6th Road, P.O.- Santoshpur, P.S.- Survey Park, Kolkata- 700075, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abhijit Gupta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore on 15/02/2024. Abhijit Gupta (new name) and Abihjeet Gupta (old name) both are same identical person.

Name Change

I, (Old Name) ANANTA KUMAR MONDAL S/o- ANIL MONDAL, Residing at Vill- Stationpara, Post- Bethuadahari, Ps - Nakashipara, Dist- Nadia, Pin- 741126, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ANANTA KUMAR MONDAL To ANANTA MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ANANTA MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, ANANTA MONDAL and ANANTA KUMAR MONDAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, Montosh Kumar Sarker (old name) S/O Late Hemanta Kumar Sarkar, Residing at 75A, Santoshpur Avenue, P.O.- Santoshpur, P.S.- Survey Park, Kolkata-700075, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Montosh Kumar Sarkar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore on 15/02/2024. Montosh Kumar Sarkar (new name) and Montosh Kumar Sarker (old name) both are same identical person.

Name Change

I, (Old Name) KAZI HAFIJUL S/o- KAZI OBED ALI, Residing at Vill- Shimulia, Post- Nowpara, Ps - Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KAZI HAFIJUL To KAZI HAFIJUL HAQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KAZI HAFIJUL HAQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, KAZI HAFIJUL HAQUE and KAZI HAFIJUL both are Same and one identical person.

Name Change

I, Arpita Majumder (old name) W/O Vivek Roy, Residing at Majerhati Lane, P.O. & P.S.- Nimta, Barrackpore, Dist-North 24 Pgs, Pin- 700049, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Arpita Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/02/2024. Arpita Roy (new name) and Arpita Majumder (old name) both are same identical person.

Name Change

I MOHAMMAD ABDUL HOSSAIN DHABAK, SON OF LATE SHAKERALI DHABAK, RESIDING AT KAYA, MAMJOYAN,HANSKHALI, NADIA-741121, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABUL HOSSAIN DHABAK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024. THAT MOHAMMAD ABDUL HOSSAIN DHABAK AND ABUL HOSSAIN DHABAK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,S S DAS (RECORDED IN MY DRIVING LICENCE NO WB 0119960587318), SON OF SUDHNYA KUMAR DAS, RESIDING AT M125 B P TOWNSHIP, PANCHASAYAR, KOL KATA- 700094, WEST BENGAL. HAVE CHANGED MY NAME TO SHIB SHANKAR DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT KOLKATA ON 19/02/2024. THAT S S DAS AND SHIB SHANKAR DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Faisal Aslam (old name) S/O Md Aslam, Residing at 18H/16 Girish Vidyaratna Lane Amhherst Street, Kolkata, 700009, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Faisal Aslam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/02/2024. Md Faisal Aslam (new name) and Faisal Aslam (old name) both are same identical person.

Name Change

I MD. ISRAFIL SK, S/O JOYNAL ABDIN SEIKH, R/O VILL+PO CHAK ENAYET NAGAR, PS BISHNUPUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISRAFIL SK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024, THAT ISRAFIL SK AND MD. ISRAFIL SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি স্বপ্না দাস (old name) স্বামী কৃষ্ণ কান্ত দাস ঠিকানা সাপুরাইপুর, রবীন্দ্র পল্লি, পোস্টঅফিসঃ সন্তোষপুর, থানাঃ মহেশতলা, কলকাতা ৭০০ ১৪২, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক আলিপুর কোর্ট এর Affidavit দ্বারা সনাকা দাস (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 29 dated 19022024। স্বপ্না দাস (old name) এবং সনাকা দাস (new name)একই ব্যক্তি।

Name Change

I, KM NOOPUR BHARDWAJ, WIFE OF SOUMITRA SHARMA, RESIDING AT UTOPIA, FLAT NO. 4A, 4TH FLR TOWER 4,761 MADURDAHA, ROAD PO-E.K.T, PS- ANANDAPUR, KOLKATA-700107, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NUPUR SHARMA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024.THAT KM NOOPUR BHARDWAJ AND NUPUR SHARMA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DEBJANI BISWAS, W/O SUMIT BISWAS, R/O 21/3, RUSSA ROAD, SOUTH 3RD LANE, TOLLYGUNGE, KOLKATA -700033, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBJANI SARKAR BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024, THAT DEBJANI BISWAS AND DEBJANI SARKAR BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SONALINI GOSWAMI,WIFE OF SUNANDAN GOSWAMI, RESIDING AT OZONE APT COMPLEX,BLOCK -5,FLAT - 6B,2060 DAKSHIN EM BYPASS,RAJPUR SONARPUR (M), SOUTH24PARGANAS-700103,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SONALINI CHAUDHURI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2024.THAT SONALINI GOSWAMI AND SONALINI CHAUDHURI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, BIJOYA CHATTERJEE(Old Name) daughter of Late S.N. Ghosal and wife of Avijit Chatterjee R/o Flat No.2B, 2nd Floor, 5/37B, Bijoygarh, PO-Regent Estate, PS-Netaji Nagar, Kolkata-700092 West Bengal have changed my name to ARPITA CHATTERJEE(New Name)and henceforth shall be known as ARPITA CHATTERJEE in all purposes vide anaffidavit dated 09.02.2024 before the Ld. Judicial magistrate 1st Class at Alipore. I affirm that BIJOYA CHATTERJEE and ARPITA CHATTERJEE is thesame and one identical person.

Name Change

I BHARAT LAL JAISWAL, S/O MOHAN LAL GUPTA, R/O 14/3, L ROAD, NETAJIGARH, HOWRAH -711108, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHARAT GUPTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024, THAT BHARAT LAL JAISWAL AND BHARAT GUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DEBABRATA GHOSH, S/O LATE MOHIT KUMAR GHOSH, R/O 117, NARKELDANGA NORTH ROAD, PO NARKELDANGA, PS NARKELDANGA, DIST KOLKATA, PIN-700011, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBABRATA GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024, THAT DEBABRATA GHOSH AND DEBABRATA GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAGIR KHAN, S/O RABIULLAH KHAN, R/O 80, MUFIDUL ISLAM LANE, KOLKATA -700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAGIR AHMED KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024, THAT SAGIR KHAN AND SAGIR AHMED KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRABODH DHAR, S/O LATE SRISH CHANDRA DHAR, R/O. 86/10, S.P. NAGAR, DAS PARA ROAD, PURBA BARISHA, PO & PS THAKURPUKUR , KOLKATA -700063, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PROBODH DHAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024, THAT PROBODH DHAR AND PRABODH DHAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি Nazrul Mondal ও Nojrul Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Karim Mondal ঠিকানা Kadam bagachhi, Kadam bagachhi, Nadia, W.B.- 741222 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-02-2024 এর Affidavit no. 882024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Najrul Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Najrul Mandal (নতুন নাম) ও Nazrul Mondal, Nojrul Mondal (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

Name Change

I KANU RAY so Late Bhupesh Ray of Vill: Baichidanga, P.O: Helencha Colony, P.S:Bagdah, Dist:24pgs.(N),W.B.743270. By The Affidavit of Executive Magistrate Court, Bongaon ,dt.09224,KANU RAY and KANU ROY (mentioned name in Passport No.N3677697 Validity between 121015 to 111025)is same one identical person having no difference henceforth.

Name Change

I VANESSA MARIAN SERRAO, W/O SANTANU SARKAR, R/O 28, BIRATI CO- OP HOUSING SOCIETY GOURIPUR KALIBARI, PO BIRATI, PS AIRPORT, BIDHANNAGAR -700051, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANISHA SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024, THAT MANISHA SARKAR AND VANESSA MARIAN SERRAO ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ASHOKE CHANDRA PAUL & ASHOK PAUL, S/O SHYAM CHANDRA PAUL, R/O VILL SAPUI PARA, PO SAPUI PARA, PS BALLY, HOWRAH -711227, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOKE PAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024, THAT ASHOKE CHANDRA PAUL & ASHOK PAUL AND ASHOKE PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK RIYSUDDIN, S/O JAYNUDDIN SEKH, R/O VILL AMDAI, PO KALYANPUR, PS EGRA, EAST MEDINIPUR, PIN- 721447, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH REYASUDDIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024, THAT K RIYSUDDIN AND SEKH REYASUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SARITA AGARWAL, W/O PRADEEP KUMAR AGARWAL, R/O PURIT FLOWER, BL-E3, FLAT NO 309, JALKAL, BUDGE BUDGE TRUNK ROAD, KOLKATA -700141, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SARITA DEVI AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/02/2024, THAT SARITA AGARWAL AND SARITA DEVI AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি Saidu Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Khadem Ali Mondal ঠিকানা Hat Kurulia, Meherani, Hatkurulia, North 24 Parga, W.B.- 743232 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-02-2024 এর Affidavit 892024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Saidul Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Saidul Mondal (নতুন নাম) ও Saidu Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

টোটো সারাইয়ের গ্যারেজে পরিণত হচ্ছে বর্ধমানের মিষ্টিহাব!

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার তিন বিখ্যাত মিষ্টি সীতাভোগ, মিহিদানা ও ল্যাংচা সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জনপ্রিয় মিষ্টিগুলিকে এক ছাদের তলায় নিয়ে এসে মিষ্টিহাব তৈরীর স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ওই স্বপ্নকে স্বার্থক রূপ দিতে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন কলকাতা থেকে বর্ধমান আসার পথে বর্ধমান ২ নং ব্লকের বামচাঁদাইপুরে ২ নং জাতীয় সড়কের (বর্তমানে ১৯ নং) বাম পাশে ২৫ টি দোকান নিয়ে মিষ্টিহাব বানানোর উদ্যোগ নেয়। ২০১৭ সালের ৭ এপ্রিল রীতিমত এই মিষ্টিহাবের ভার্চুয়াল উদ্বোধনও করেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মিষ্টিহাব বেশি দিন চলে নি। এরপর মুখ্যমন্ত্রী যতবার বর্ধমানে জনসভা কিম্বা প্রশাসনিক বৈঠক করতে এসেছেন ততবারই তিনি মিষ্টিহাবের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। সম্প্রতি গোদার মাঠে সরকারি পরিষেবা সুবিধা প্রদান অনুষ্ঠানে এসেও মুখ্যমন্ত্রীর কথায় মিষ্টিহাবের প্রসঙ্গ আসে। কিন্তু মাস খানেক আগেই পাকাপোক্ত ভাবে তালা ঝুলতে দেখা যায় বামচাঁদাইপুরে তৈরী মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের মিষ্টিহাবে। কিন্তু বর্তমান ওই তালাবন্ধ মিষ্টিহাবের সামনেই অর্থাৎ মিষ্টিহাবের প্রিমিশেসের সামনেই চলছে টোটো সারাইয়ের গ্যারেজ! এছাড়াও মিষ্টিহাব চত্বর এখন হয়ে উঠেছে গাড়ি পার্কিং এর নির্ভরযোগ্য জায়গা। বিভিন্ন ধরনের মালবাহী গাড়ি, চারচাকা, টোটো, মোটর সাইকেলের অবাধে পার্কিং করা হচ্ছে মিষ্টিহাবের এলাকা জুড়ে। এভাবে চললে খুব তাড়াতাড়ি মিষ্টিহাবের সামনের খোলা জায়গাটি সম্পূর্ন ভাবে বেদখল হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। মিষ্টিহাব প্রকল্পটিকে বারবার চালু করার উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। কারন হিসবে প্লানিং - এর অভাবকেই দায়ী করেছেন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা। তাদের মতে কলকাতা থেকে যাওয়ার পথে বাম দিকে মিষ্টিহাব না করে যদি কলকাতা ফেরার পথে অর্থাৎ জাতীয় সড়কের ডান পাশে গাড়ি পার্কিং এর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখে মিষ্টিহাব তৈরী করা হত তাহলে ব্যর্থতার শিকার হতে হত না মিষ্টিহাব প্রকল্পকে। পূর্ব বর্ধমানের প্রবেশদ্বার জাতীয় সড়কের পাশে মিষ্টির দোকানে জলখাবার খাননি এমন লোক পাওয়া মুশকিল। সেখানকার পরিকাঠামো উন্নয়নের বদলে ২০১৭ সালে বর্ধমান জেলা ভাগের সময় জাতীয় সড়কের পাশেই বামচাঁদাইপুরে 'মিষ্টি হাব' হবে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। যেমন ঘোষণা তেমনি কাজ। জমি অধিগ্রহণ করে মিষ্টি হাব তৈরি করতে নেমে পড়ে প্রশাসন। সেখানেই প্রথমে গড়ে ওঠে ১ তলা মিষ্টি হাব। যেখানে স্টল ছিল ১০টি। নামকরা সব মিষ্টির দোকানকে স্টল দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ ও বাসচালকদের পছন্দ রয়ে যায় সেই শক্তিগড়। বাস না দাঁড়ানোয় লোকসান হতে শুরু করে মিষ্টির দোকানগুলির। এর মধ্যে মিষ্টি হাব একতলা থেকে দোতলা হয়ে যায়। আরও মিষ্টির দোকানকে স্টল বিলি করা হয়। কিন্তু তাতে পরিণতি কিছুমাত্র বদলায়নি। ধুঁকতে ধুঁকতে বন্ধ হয়ে যায় মিষ্টি হাব। ২০২২ সালে পূর্ব বর্ধমানে এক প্রশাসনিক বৈঠকে ফের মিষ্টি হাব চালুর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। নারাজ মিষ্টি ব্যবসায়ীদের বাগে আনতে শেষ পর্যন্ত দোকান ঘর কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেন তারা। রাজ হুমকির মুখে খোলে ৫টি মাত্র দোকান। কয়েক মাসের মধ্যে ফের সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এখন সম্পূর্ন তালাবন্ধ মিষ্টিহাবের সামনে চলছে টোটো রিপেয়ারিং এর কাজ। চলছে পার্কিংও।

সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজের সূচনা করলেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নারকেল ফাটিয়ে ও ইট গেঁথে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজের সূচনা করলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, ২২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর দুলাল সরকার ও ২০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর চৈতালি ঘোষ সরকার। ছিলেন, পৌর আধিকারিক ও ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা।

সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ ভূমি দুজনের মধ্য দিয়ে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভবনের কাজ শুরু হয়। ২২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর বাবলা সরকারের প্রচেষ্টায় ওয়ার্ড ও আশপাশের লোকেদের সুবিধার্থে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য মহানন্দা পল্লী এলাকায় সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়। কৃষ্ণেন্দুবাবু বলেন, মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এদিন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের উদ্যোগে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র ভবনের কাজের সূচনা করা হয়। এই বিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলর দুলাল সরকার বলেন, শুধু এই ওয়ার্ড নয়আশপাশের ওয়ার্ড এবং কোতুয়ালি অঞ্চলের মানুষেরাও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবে এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এদিন পৌরসভার চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভবনের কাজের সূচনা করা হয়।

শারদীয়া নয়, গ্রামের মানুষ মাতোয়ারা হয় দেবাসিন চন্ডী-র পুজোয়

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া দুই ব্লকের সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আমূলগ্রামে দেবাসিন চন্ডীমাতার পুজো অনুষ্ঠিত হলো মহা-ধুমধামে। আপামর বাঙালি যখন শারদীয়ার উৎসবে মেতে তখন আমুলগ্রামে দুর্গাপূজা হয় না। প্রতিবছর মাঘ মাসের শুক্লাপক্ষের নবমী তিথিতে দেবাসিন চন্ডীমাতার পুজোর আয়োজন করা হয় আমুলগ্রামে।

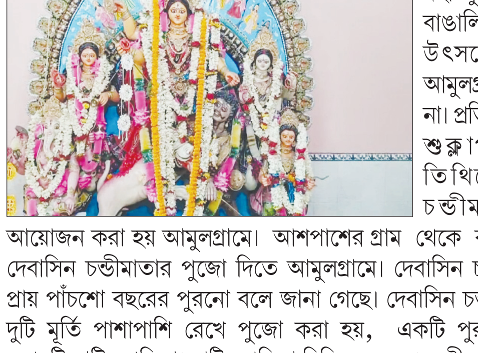

আশপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ আসেন দেবাসিন চন্ডীমাতার পুজো দিতে আমুলগ্রামে। দেবাসিন চন্ডীমাতার পুজো প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো বলে জানা গেছে। দেবাসিন চন্ডীমাতার পুজোয়. দুটি মূর্তি পাশাপাশি রেখে পুজো করা হয়, একটি পুরাতন শিলামূর্তি, অপরটি মাটির প্রতিমা। মাটির প্রতিমা বিচিত্র ধরনের। দেবীর ডানদিকে রয়েছে চারটি হাত আর বাঁদিকে ছ'টি হাত, তার মধ্যে ডানদিকের একটি ও বাঁদিকের দু'টি হাত বড়। বাকি সাতটি হাত তুলনামূলক ছোট। সপ্তমী থেকে নবমী তিন তিথির পুজো শেষ করতে হয় নবমীতেই। তবে একদিনের পুজো হলেও আচার মেনে উৎসব চলে চারদিন। পুজো উপলক্ষ্যে বসে মেলা। পুজোকে ঘিরে আনন্দে মেতে উঠেছেন আমুলগ্রামের মানুষেরা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু কিশোররী, অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পথ দুর্ঘটনার জেরে পথ অবরোধ বোলপুরে। ঘটনায় মৃত্যু হল পিংকি ঘোষ (২০) নামে এক কিশোরীর। মকরমপুরের বাসিন্দা। তার জেরে অবরোধ শুরু করলো স্থানীয় বাসিন্দারা। তিনি তার পাড়া থেকে বোলপুরের বাজারে দিকে যাচ্ছিল। বেহাল রাস্তা থাকার কারণে ট্রাকে ধাক্কা লেগে পড়ে যান তিনি। পড়ে যাওয়া অবস্থায় তার উপর দিয়ে ট্রাকটি তার উপর দিয়ে চলে যায়। স্থানীয়রা মেয়েটিকে উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। তারপর স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধ শুরু করেন। ঘটনাস্থলে হাজির হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রাস্তা সারাইযের কাজ হচ্ছে না। বোলপুরের ব্যস্ততম রাস্তা বলতে চিত্রা মোড় থেকে লালপুল হয়ে প্রান্তিক। এই রাস্তার উপর দিয়ে অনেকগুলি সরকারি - বেসরকারি স্কুল রয়েছে। কিন্তু সেই রাস্তার অবস্থা বেহাল বিগত কয়েকবছর ধরে। বারবার পথ অবরোধ করেও মেলে নি সারা, বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের। এই বেহাল রাস্তার জন্য অনেককেই বেঘোরে প্রাণ দিয়েছেন, বলে দাবি তাদের।

গাজোলে শ্রমিক খুন, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ গাজোলে আবারও শ্রমিক খুনকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। জানা যায় মানিকচকের হাড্ডাটোলা গ্রাম থেকে ১৩ দিনমজুর শ্রমিক তারা গাজোলের বুড়িদহ গ্রামে ৫ ফেব্রুয়ারিতে কাজ করতে আসেন অরুণ রায়ের জমিতে । এরপর প্রতিদিনের মতোন কাজ করেন ১৭ ফেব্রুয়ারিতে রাত্রিবেলা খাওয়া- দাওয়ার পরে রঞ্জিত বাথরুম নাম করার কথা বলে বাইরে যান । এরপর রঞ্জিত মন্ডল খুঁজে পাওয়া যায় না বলে জানান অন্যানরা। রাত্রিতে খুঁজে না পেলে পরের দিন ১৮ ফেব্রুয়ারি গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ করেন । তার বাড়ি মানিকচক থানার অন্তত গত হাড্ডাটোলা গ্রামে। পেশায় ছিলেন দিনমজুর শ্রমিক। মৃত দিনমজুরের পরিবারের অভিযোগ, রঞ্জিত মন্ডলকে হাত ভেঙে খুন করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। গাছের সঙ্গে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ঝুলছিল। ঘটনাস্থলে গাজোল থানার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে গাজোল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে । সোমবার রঞ্জিত মন্ডলের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান । পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এই ঘটনায় গাজোল থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধেই একশো দিনের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ তৃণমূল কর্মীদের!

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ এ যেন উল্টো পুরান! একশো দিনের টাকা নিয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই সরব রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এই ১০০ দিনের টাকা নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তৃণমূল বিক্ষোভ প্রদর্শন। এমনই চিত্র ধরা পড়ল বর্ধমান-১ ব্লকের ভোতা। পাড় এলাকায়। অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত রায়ান-১ পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শেখ আলমগীর গ্রামবাসীদের ১০০ দিনের প্রাপ্য টাকা আত্মসা করেছেন। সেই পাওনা টাকার আদায় করতে তাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখালো বহু সাধারণ গ্রামবাসী। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তারা দু-বছরের ১০০ দিনের কাজের টাকা তাদের প্রাপ্য। সেই টাকা প্রাক্তন প্রধান শেখ আলমগীর আটকে রেখেছে। অবিলম্বে সেই টাকা দাবীতে আলমগীর কে ঘেরাও করেন তারা। প্রাক্তন প্রধান শেখ আলমগীর দাবী করেন তার উপর ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এলাকার অঞ্চল সভাপতি শেখ জামাল সহ কিছু তৃণমূল নেতা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। অধিকাংশ গ্রামবাসী তাদের কাজের টাকা পেয়েগেছেন আগেই। পাঁচ-সাত জন টাকা পাবেন, বর্তমান পঞ্চায়েত ঠিক সময় মিটিয়ে দেবে। দুঃখের বিষয় যে, তৃণমূলের কিছু নেতা উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে গ্রামবাসীদের দিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর ব্যবস্থা করেছে। যারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাদের অধিকাংশই সিপিএমের লোক। তিনি পাঁচ বছর গ্রাম প্রধান ছিলেন, রায়ান অঞ্চলে মাত্র তিনটি গ্রামে টাকা বাকি আছে। এখানে উচ্চ নেতৃত্বের দেখা দরকার যে লোকসভার ঠিক আগে কারা এলাকায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। রায়ান অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি শেখ জামাল বলেন, প্রাক্তন প্রধান কি করেছেন বা না করেছেন এই বিষয়ে তার কিছু জানা নেই। তিনি দলীয় কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এবিষয় টি খোঁজ খবর করবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা সকলেই পাবেন। সেই জায়গায় যারা টাকার জন্য বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তারাও টাকা পাবেন বলে জানিয়েছেন অঞ্চল সভাপতি। এদিকে লোকসভার আগে ১০০ দিনের টাকার দাবী নিয়ে রায়ান ১ পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানের বাড়িতে বিক্ষোভ দেখানোয় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ক্ষুদ্র ঋণ মেলা শুরু কালিয়াচকে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ গ্রামীন এলাকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের স্বাবলম্বী করতেই ক্ষুদ্র ঋণ মেলার শুরু হলো মালদার কালিয়াচকে। গোষ্ঠী ঋণ এবং ব্যক্তিগত লোনের ক্ষেত্রে মহিলারা কিভাবে আবেদন করতে পারবেন এবং সর্বোচ্চ কত টাকা পর্যন্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত ভাবে মহিলারা লোন পাবেন, সে ব্যাপারে সচেতন করতে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

সোমবার কালিয়াচক ১ ব্লকের টাউন লাইব্রেরী মাঠে রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর এবং বৃত্ত নিগমের উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ঋণ মেলার আয়োজন করে জেলা প্রশাসন। এদিন এই মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা। এদিন আটটি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ৯ জন মহিলা স্বনির্ভর দলের সদস্যাকে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

Government of West Bengal
Office Of The Executive Officer
Sankrail Panchyat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchyat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No.	Tender ID	Tender Serial No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	EO/SNK/eNIT-36/2023-24	2024_ZPHD_669943_1 to15	01 to15	27/02/2024	29/02/2024

Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchyat Samity, Howrah

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/074/2024, Date:- 19/02/2024

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 4 (Four) Nos. different works. Date of issue of tender form 19.02.2024 to 05.03.2024 from 11.00 AM to 3:00 PM. Last date of receiving of tender from 05.03.2024 up to 3:30 PM. Date of Opening: i) TECHNICAL BID- 07.03.2024, 4:00 PM, AND ii) FINANCIAL BID-09.03.2024, 3:00 PM. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No-06/SGP/2023-24

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites sealed tender for 4 (Four) Nos. different works. Last date of Submission of Tender 04.03.2024 at 15.30 Hrs. Time & Date for opening of Technical Bids on 06.03.2024 at 16.00 Hrs. For details visit GP office of any working days or visit website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

ক্রুড হেরোইন সহ গ্রেফতার ৩

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্রুড হেরোইন সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল এসটিএফ। রবিবার বিকেলে বন্ধুনগর এলাকায় একটি চার চাকার ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে ২ কেজি ৩১৬ গ্রাম ক্রুড হেরোইন উদ্ধার করে এসটিএফ। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতরা হল হুগলি জেলার চুঁচুড়ার লিটন পাল এবং নদীয়ার রানাঘাটের নুরুদ্দিন দফাদার ও দেবাশীষ দাস। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রবিবার বিকেলে অভিযানে নামে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। বন্ধুনগর এলাকায় জাতীয় সড়কে একটি গাড়ি আটক করে তাতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে মাদক উদ্ধার করে এসটিএফ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, ওই ক্রুড হেরোইন আলিপুরদুয়ার থেকে চুনসুরায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পরবর্তীতে ধৃতদের স্থানীয় আমবাড়ি ফালাকাটা ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সোমবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

Office of The Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- **WB/HWH/UNPUR/NIET-27/EO/23-24 Dt. 19/02/2024** for 02 nos. scheme & E-Tender No.-**WB/HWH/UNPUR/NIET-28/EO/23-24**, **Dt-19/02/2024** for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. Tender **ID-2024_ZPHD_669542_1, 2024_ZPHD_669542_2 & 2024_ZPHD_669567_1**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

CITATION
In the Court of the Ld. Civil Judge (Senior Division) at Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur.
Misc. Judicial Case No: 01/2023 (Probate)

1. Shri. Sukanta Mondal, Aged about 38 years. S/O-Sunil Kumar Mondal,
2. Shri. Sajal Mondal, Aged about 36 years. S/O-Sunil Kumar Mondal,

Both of Vill. Kalaibari, P.O. - Khidirpur, P.S. Balurghat, Dist Dakshin Dinajpur. Phone No. 9614308913.

...........Petitioners.

Whereas the aforesaid mentioned petitioner has filed an application under the Indian Succession Act, 1925 for the grant of Probate or Letter of Administration in connection with the will executed by SATYA CHARAN MONDAL, son of Late Mahim Chandra Mondal, of Vill. Kalaibari, P.O. - Khidirpur, P.S. Balurghat, Dist Dakshin Dinajpur in respect of the below mentioned properties. If any person having any objection in this regard then he/she may come before this Ld. Court on at 28.03.2024 and may file objection either by personally or through authorized representative;

Schedule of Property 1
(Standing in the name of Satya Charan Mondal)
Dist. Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No. - 448, Mouza - Kalaibari, J.L. No. 086,
Dag No. 110 Area : 0.07 decimal out of 90 decimal, Dag No. 268 Area: 0.12 decimal out of 116 decimal,Dag No. 279 Area: 0.02 decimal out of 15 decimal, Dag No.283 Area: 0.25 decimal out of 178 decimal, Dag No.283/565 Area: 0.02 decimal out of 60 decimal, Dag No.284 Area: 0.01 decimal out of 06 decimal, Dag No. 293 Area: 0.01 decimal out of 14 decimal, Dag No. 295 Area: 0.01 decimal out of 09 decimal, Dag No. 296 Area: 0.01 decimal out of 09 decimal, Dag No. 297, Area: 0.00 decimal out of 04 decimal

Schedule of Property 2
(Standing in the name of Mahim Chandra Mondal)
Dist. - Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No.- 223, Mouza - Kalaibari, J.L. No.- 086,
Dag No.278 Area: 3.125 decimal out of 25 decimal, Dag No. 290 Area: 0.10 decimal out of 320 decimal, Dag No.293 Area: 375 Sq. Link. out of 14 decimal, Dag No. 294 Area: 125 Sq. Link out of 06 decimal, Dag No. 295 Area: 375 Sq. Link out of 09 decimal, Dag No. 296 Area: 250 Sq. Link out of 09 decimal, Dag No. 297 Area: 125 Sq. Link out of 04 decimal, Dag No. 298 Area: 250 Sq. Link out of 08 decimal, Dag No. 299 Area: 500 Sq. Link out of 15 decimal, Dag No.301 Area: 4.625 decimal out of 149 decimal, Dag No.304 Area:2.875 decimal out of 90 decimal

Schedule of Property 3
(Standing in the name of Ramesh @ Bhabesh @ Umesh Chandra Mondal)
Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No.- 253, Mouza - Kalaibari, J.L. No.- 086,
Dag No.290 Area: 10 decimal out of 320 decimal, Dag No.292 Area: 500 sq. link out of 14 decimal, Dag No. 293 Area: 500 sq. link out of 14 decimal, Dag No.294 Area: 250 sq. link out of 06 decimal, Dag No. 295 Area: 250 sq. link out of 09 decimal, Dag No. 296 Area: 250 sq. link out of 09 decimal, Dag No. 297 Area: 125 sq. link out of 04 decimal, Dag No.298 Area: 250 sq. link out of 08 decimal, Dag No.299 Area: 500 sq. link out of 15 decimal, Dag No.301 Area: 4.75 decimal out of 149 decimal, Dag No.304 Area: 2.875 decimal out of 90 decimal.

Schedule of Property 4
(Standing in the name of Mahim Chandra Mondal)
Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No.- 270, Mouza - Dangi, J.L. No.- 087,
Dag No./ Area: 472/4 decimal out of 63 decimal, 473/1.375 decimal out of 22 decimal, 497/3.750 decimal out of 117 decimal, 504/03 decimal out of 48 decimal, 524/01 decimal out of 50 decimal, 525/375 Sq. Link out of 20 decimal, 532/2.750 decimal out of 129 decimal, 533/3.125 decimal out of 136 decimal, 533/768/ 1.625 decimal out of 52 decimal, 554/500 Sq. Link out of 08 decimal.

Schedule of Property 5
(Standing in the name of Mahim Chandra Mondal)
Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No.- 269, Mouza - Dangi, J.L. No. - 087,
Dag No.& Area: 464/7310 & 375 Sq. Link out of 22 decimal, 532/747 & 875 Sq. Link out of 27 decimal, 532/769 & .000 decimal out of 01 decimal

Schedule of Property 6
(Standing in the name of Ramesh @ Bhabesh @ Umesh Chandra Mondal)
Dist. - Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No.- 26, Mouza-Dangi, J.L. No.- 087,
Dag No. & Area : 464/731 & 500 Sq. Link out of 22 decimal, 471 & 625 Sq. Link out of 127 decimal, 472 & 3.875 decimal out of 63 decimal, 491 & 500 Sq. Link out of 08 decimal, 492 & 4.375 decimal out of 70 decimal, 497 & 3.625 decimal out of 117 decimal, 504 & 0.03 decimal out of 48 decimal, 532 & 2.625 decimal out of 129 decimal, 532/747 & 750 Sq. Link out of 27 decimal, 533 & 3.125 decimal out of 136 decimal, 533/768 & 1.625 decimal out of 52 decimal.

Schedule of Property 7
(Standing in the name of Ramesh @ Bhabesh @ Umesh Chandra Mondal)
Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S.- Balurghat, Khatian No.-251/1, Mouza-Dangi, J.L. No.-087
Dag No. & Area: 524 & 01 decimal out of 50 decimal, 525 & 500 Sq. Link out of 20 decimal.

Schedule of Property 8
(Standing in the name of Ramesh @Bhabesh @ Umesh Chandra Mondal)
Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No. - 315, Mouza - Dangi, J.L. No.- - 087,
Dag No.607, Area: 6.250 decimal out of 618 decimal.

Schedule of Property 9
(Standing in the name of Soudamoni @ Soudamini Mondal)
Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No.- 453, Mouza - Dangi, J.L. No.- 087,
Dag No. & Area: 471 & 125 Sq. Link out of 127 decimal, 491 & 125 Sq. Link out of 08 decimal, 492 & 625 Sq. Link out of 70 decimal, 555 & 1500 Sq. Link out of 139 decimal.

Schedule of Property 10
(Standing in the name of Satyacharan Mondal)
Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No. -811, Mouza - Dakshin Shibrampur, J.L. No. - 119,
Dag No. & Area : 166 & 00 decimal out of 32 decimal, 261 & 02 decimal out of 28 decimal, 262 & 02 decimal out of 25 decimal, 264 & 02 decimal out of 31 decimal, 267/791 & 00 decimal out of 10 decimal, 283/783 & 01 decimal out of 10 decimal, 283/885 & 01 decimal out of 18 decimal, 357 & 04 decimal out of 72 decimal.

Schedule of Property 11
(Standing in the name of Satyacharan Mondal)
Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S.- Balurghat, Khatian No.- 795, Mouza - Dakshin Shibrampur, J.L. No. 119,
Dag No. & Area: 166 & 00 decimal out of 32 decimal, 261 & 02 decimal out of 28 decimal, 262 & 02 decimal out of 25 decimal, 264 & 02 decimal out of 31 decimal, 267 & 02 decimal out of 45 decimal, 267/791 & 00 decimal out of 10 decimal, 283 & 01 decimal out of 23 decimal, 283/783 & 01 decimal out of 10 decimal, 283/885 & 01 decimal out of 18 decimal, 357 & 04 decimal out of 72 decimal.

Schedule of Property 12
(Standing in the name of Satyacharan Mondal)
Dist. - Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No.-803, Mouza -Dakshin Shibrampur, J.L. No.- 119,
Dag No.& Area: 171/763 & 00 decimal out of 08 decimal, 233 & 00 decimal out of 08 decimal, 237/876 & 00 decimal out of 13 decimal, 243 & 00 decimal out of 19 decimal, 244 & 00 decimal out of 35 decimal, 247 & 00 decimal out of 54 decimal, 267/789 & 00 decimal out of 14 decimal, 267/791 & 00 decimal out of 10 decimal, 268/773 & 00 decimal out of 06 decimal, 271/274 & 01 decimal out of 25 decimal.

Schedule of Property 13
(Standing in the name of Satyacharan Mondal)
Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No. - 140/1, Mouza-Chakdurga, J.L. No. - 122,
Dag No. & Area: 350 & 03 decimal out of 54 decimal, 351 & 00 decimal out of 07 decimal, 353 & 05 decimal out of 86 decimal, 278 & 01 decimal out of 57 decimal, 311 & 00 decimal out of 12 decimal, 349 & 01 decimal out of 11 decimal, 349/368 & 02 decimal out of 28 decimal.

Schedule of Property 14
(Standing in the name of Soudamoni @ Soudamini Mondal)
Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No. - 140/9, Mouza-Chakdurga, J.L. No. - 122,
Dag No. & Area: 350 & 375 Sq. Link out of 54 decimal, 351 & 125 Sq. Link out of 07 decimal, 353 & 625 Sq. Link out of 86 decimal, 278 & 125 Sq. Link out of 57 decimal, 311 & 0.00 decimal out of 12 decimal, 349 & 0.00 decimal out of 11 decimal, 349/368 & 125 Sq. Link out of 28 decimal.

Schedule of Property 15
(Standing in the name of Ramesh @ Bhabesh @ Umesh Chandra Mondal)
Dist. - Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No. - 158, Mouza - Chakdurga, J.L. No. - 122,
Dag No. & Area: 203 & 2.625 decimal out of 84 decimal, 247 & 1.750 decimal out of 136 decimal, 253 & 375 Sq. Link out of 07 decimal, 254 & 625 Sq. Link out of 09 decimal, 255 & 500 Sq. Link out of 08 decimal, 256 & 625 Sq. Link out of 10 decimal, 256/358 & 375 Sq. Link out of 06 decimal, 278 & 875 Sq. Link out of 57 decimal, 311 & 500 Sq. Link out of 12 decimal, 349 & 750 Sq. Link out of 11 decimal, 349/368 & 1.75 decimal out of 28 decimal, 350 & 3.375 decimal out of 54 decimal, 351 & 375 Sq. Link out of 07 decimal, 353 & 5.375 decimal out of 86 decimal.

Schedule of Property 16
(Standing in the name of Gurucharan Mondal)
Dist. - Dakshin Dinajpur, P.S. - Balurghat, Khatian No.-51, Mouza-Chakdurga, J.L. No. 122,
Dag No. & Area: 116 & 3.250 decimal out of 104 decimal, 154 & 437 Sq. Link out of 56 decimal, 312 & 562 Sq. Link out of 17 decimal.

Schedule of Property 17
(Standing in the name of Ramesh @ Bhabesh @ Umesh Chandra Mondal)
Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S.- Balurghat, Khatian No.- 217, Mouza - Gazipur, J.L. No. - 121,
Dag No. & Area: 320/340 & 01 decimal out of 22 decimal, 322 & 3.375 decimal out of 82 decimal, 324 & 1.125 decimal out of 27 decimal, 325 & 375 Sq. Link out of 10 decimal.

Schedule of Property 18
(Standing in the name of Mahim Chandra Mondal)
Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S. Balurghat, Khatian No. - 192, Mouza - Gazipur, J.L. No. - 121,
Dag No. & Area: 320/340 & 875 Sq. Link out of 22 decimal, 322 & 3.375 decimal out of 82 decimal, 324 & 1.125 decimal out of 27 decimal, 325 & 500 Sq. Link out of 10 decimal.

Sd/- Sujit Dhar Ray.
Senior Serestadar (Dt.06.02.2024)
Civil Judge, Senior Divison,
at Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur.

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. **1. Name of Work: "Provision for temporary arrangements of CCTV surveillance system in connection with VVIP programme at inside and outside of the Dumurjola Indoor Stadium on 21.02.2024" [Job No. KIT/RW/165 of 23-24] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-103/KIT/Q of 23-24) Bid Submission Closing : 20.02.2024 up to 02.00 PM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- Executive Engineer,
PWD Kolkata IT Division

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
Joypur Panchayat Samity, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-12/E.O/J.P.S/2023-24

E-tenders are invited by the undersigned from the eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents up to 1.00 PM of 26/02/2024 for 01 no. of work. (Bid submission closing date may change as per available slot in etender portal while publishing). For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Executive officer
Joypur Panchayat Samity

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Cons. Of Market Coplex under Pursurah Panchayat Samity. Last date for submission of Tender: **04/03/24 up to 4.00 P.M. NIT NO 28/PUR/23-24**, Tender ID No. **2024_ZPHD_669580_1. wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

Tender Notice

Undersigned invites separate Tender [NIT No-1/of 2023-24 (Sl no 1 to 4)] from the eligible and experienced agency for different supply for MI installation works under Egra (A-I) Sub-Division. Last date of Application for Tender Form is 27-02-2024 up to 3.00 P.M. For further details contact the office on any working day within office hour.

Sd/- Assistant Engineer (A.I.)
Egra (A.I.) Sub Division
Egra, Purba Medinipur

পাঞ্জাব নैশনল বैংক pnb punjab national bank

দখলের নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV বিধি ৮(১)১ দেখুন

শাস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
আমতলা রোড,পদ্মপুকুর মোড়ের কাছে,পিও-বারুইপুর,জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা(দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ১৪৪, ই-মেইলঃcs8319pnb.co.in

যেখানেঃ
নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পড়া ১৩ ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে , ২৭.১০.২০২৩ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতাকে আহ্বান জানিয়েছেঃ **নুর ইসলাম মোল্লা,** সন অফ মৃত গোলাম মোহাম্মদ মোল্লা, ভিলে-রতনপুর, পিও-মিরপুর দৌলতপুর, পি.এস.-বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা,পিন-৭০০১৪৪। এবং **মিসেস রেখা সুলতানা,** ডব্লু / ও নূর ইসলাম মোল্লা,ভিল-রতনপুর,পি.ও.-মিরপুর দৌলতপুর, পি.এস.-বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন-৭০০১৪৪,**বি /ও কলকাতা বারুইপুর, এসি নং. ৬৯২৯০০এনসি০০০০০১৯৫ (টিএলপিএইচএল) এবং ৬৯২৯০০৯৯০০০০০০২০(ওডিপিআরএইচ)** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করতে। **টাকা ১১,১৫,৫১০.৮১** (টাকা এগারো লাখ পনের হাজার পাঁচশ দশ এবং একাশি পয়সা মাত্র) নোটিশের তারিখ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছে। ২০২৪ **সালের ফেব্রুয়ারির ১৭ তম দিনে** এই আইনের বিধি ৮ এর সাথে আইনটি পড়া হয়েছে। সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সম্মান।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, কলকাতা বারুইপুর** শাখার চার্জ সাপেক্ষে **টাকা ১১,১৫,৫১০.৮১** (টাকা এগারো লাখ পনের হাজার পাঁচশ দশ এবং একাশি পয়সা মাত্র) এবং সুদ এবং তার উপর আরো চার্জ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ জমির ইকিউএম এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এবং প্রায় ০২ কাটা এবং ০২ ছটাক ৩২ স্কোয়র ফিট পরিমাপের আবাসিক ভবন নির্মিত। যেটি মৌজায় পড়ে আছে - বারুইপুর, হোল্ডিং নং ৭৫৩, চক্রবর্তী পাড়া, জেএল নং ৩১, আরএস খতিয়ান নং ৬৩৯৪, আরএস পিএস এর অধীনে দাগ নং ২৯৭৪ তৌজি নং ২৫০-বারুইপুর,জেলা-বারুইপুর পৌরসভার অন্তর্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে। সম্পত্তিটি শ্রীমতি রেখা সুলতানার নামে দাঁড়িয়ে আছে, ডব্লু /ও মোঃ নূর ইসলাম মোল্লা ভিডিও রেজি. দলিল নং ১-০৮৮৩৩২০১৩ যা উত্তরে ঘেরা-অন্যদের খালি জমি দ্বারা,দক্ষিণে-বলাই হায়দার এবং অন্যদের বাড়ির দ্বারা, পূর্ব-আংশিক সাধারণ পথ দিয়ে এবং বলাই হায়দারের বাড়ির দ্বারা এবং পশ্চিমে-সুবল চন্দ্র দাসের বাড়ি।

স্থানঃবারুইপুর
তারিখঃ২০.০২.২০২৪

দেব আনন্দ শর্মা, প্রধান ব্যবস্থাপক এবং অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত তথ্য

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হয় যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ ২০১৪ (দ্যা ''অ্যাক্ট''), সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০, ১৭/২০২০, ২২/ ২০২০, ৩৩/ ২০২০, ৩৯/ ২০২০, ১০/ ২০২১, ২০/ ২০২১, ৩/ ২০২২, ১১/ ২০২২, ৯২০৩ সহ পড়ুন তারিখ ৮ই এপ্রিল ২০২০, ১৩ই এপ্রিল ২০২০, ১৫ জুন, ২০২০, ২৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০, ২৩ শে জুন, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ই মে, ২০২২, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ যথাক্রমে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা জারি করা, ইনস্টিটিউটের সাধারণ সভা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস কোম্পানির দ্বারা জারি করা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসএস-২) (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশন'') এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে , এর অধীনে জারি করা বিধি, সার্কুলার এবং বিজ্ঞপ্তি (আপাতত বলবৎ কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে) কোম্পানি পোস্টাল ব্যালট নোটিশে (নোটিস) বিশদভাবে সেট করা নিম্নলিখিত ব্যবসাগুলির জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পাস করার প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাইবে ঃ

১.	মিঃ অভিজিত মাইতি (DIN:10456050) কে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা
২.	মিঃ শরদ কুমার বাছাওয়াত (DIN: 05161130) কে কোম্পানির একজন স্বাধীন পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা।
৩.	মিঃ পল্লব ভদ্র (DIN:10456082) কে কোম্পানির একজন স্বাধীন পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা।
৪.	মিঃ বিনোদ কুমার আঁচলিয়া (DIN:10480259) কে কোম্পানির একজন স্বাধীন পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা।
৫.	শেয়ার অদলবদল পদ্ধতির ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দের ভিত্তিতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার বিবেচনা করা এবং ইস্যু করা।

কোম্পানি ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশের প্রেরন সম্পন্ন করেছে ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ইমেলের মাধ্যমে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টদের সাথে নিবন্ধিত হয়েছে যেমন, মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (''RTA'') এবং তাদের ভোট দেওয়ার জন্য কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করে।

পোস্টাল ব্যালটে রিমোট ই- ভোটিং এবং ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোড, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য নোটিশে সরবরাহ করা হয়েছে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং মঙ্গলবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সকাল ৯.০০ এ (IST) শুরু হয়.এবং বুধবার, ২০মার্চ, ২০২৪ বিকাল ৫.০০ এ শেষ হয়। (IST)। সদস্যরা এই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এর পরে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''NSDL'') দ্বারা দূরবর্তী ই-ভোটিং নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যদের ভোটের অধিকার শুক্রবার, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ হিসাবে গণনা করা হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।

সদস্যদের রিমোটের নির্দেশাবলী সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে তাদের ভোট দেওয়ার আগে ই-ভোটিং। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং ডাক প্রিপেইড স্ব-ঠিকানাকৃত ব্যবসায়িক উত্তর খামের সাথে নোটিশের প্রকৃত কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না। সদস্যরা মনে রাখবেন যে বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.ntcind.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, যেমন, BSE Limited ('BSE'') https:// www.bseindia.com / এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের (''CSE'') www.cse-india.com-এ।

কোম্পানি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য NSDL-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য পরিচালনা পর্ষদ মিসেস প্রাচ টোডি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (ACS নং ৫৩০২২, CP নং ২২৯৬৪) কে নিযুক্ত করেছে এবং এই ধরনের নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতি রয়েছে। প্রাপ্ত হয়েছে।

স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ ই-ভোটিংয়ের ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.ntcind.com-এ স্থাপন করে ঘোষণা করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জকেও জানানো হবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি https-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ঃ // www.bseindia.com / এবং www.cse-india.com ই- ভোটিংয়ের শেষ তারিখ থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে, অর্থাৎ, শুক্রবার, ২২ মার্চ, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে এবং ফলাফল নিবন্ধিত স্থানে উপলব্ধ করা হবে কোম্পানির অফিস। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তি সাপেক্ষে, নোটিশে উল্লিখিত রেজোলিউশন(গুলি) যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করা হয় তবে তা ২০ মার্চ, ২০২৪, অর্থাৎ ভোটের সময়সীমার শেষ তারিখে পাস হয়েছে বলে গণ্য হবে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQ) এবং ই- ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখুন টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করুন। ১৮০০-১০২০-৯৯০ নম্বরে অথবা evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠান বা মিঃ অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার বা মিসেস পল্লবী মাহাত্রে, ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সাথে মনোনীত ইমেল আইডিগুলিতে যোগাযোগ করুন ঃ amitv@nsdl.co .in বা pallavid@nsdl.co.in বা টেলিফোন নম্বরে ঃ ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ বা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০।

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা / -
অনুশ্রী চৌধুরী
কোম্পানি সচিব সম্মতি কর্মকর্তা

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

‘আমাদের জীবনের দীর্ঘতম ৪৮ ঘণ্টা’, পোস্ট অশ্বিনের স্ত্রীর

চেন্নাই, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ টেনশনের ৪৮ ঘণ্টা। রাজকোট টেস্ট চলাকালীনই জরুরিকালীন ভিত্তিতে শিবির ছাড়তে হয় রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। ৫০০ টেস্ট উইকেট নেওয়ার দিনই টিম ছেড়ে বাড়ি ফিরে যান ভারতীয় অফস্পিনার। অশ্বিনের মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় চেন্নাই ফিরতে

দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ৫০০ উইকেট নেওয়ার মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন অশ্বিন

হয় তাঁকে। অশ্বিনের অনুপস্থিতিতে তৃতীয় দিন ১০ জনেই খেলে টিম ইন্ডিয়া। পরদিন ফিরে এসে আবার টিমের সঙ্গে যোগ দেন অশ্বিন। চেন্নাই থেকে রাজকোট ফেরার বিশেষ বিমানের ব্যবস্থাও করে

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইনিংসের শেষ উইকেটটাও নেন তিনি। রবিবারই রাজকোট টেস্ট জিতেছে ভারতীয় দল। এরপরই ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন অশ্বিনের স্ত্রী প্রীতি নারায়ণন। স্বামীর ছবি দিয়ে ভূয়ষী প্রশংসা প্রীতির। ইনস্টাগ্রামে অশ্বিনের স্ত্রী লেখেন, ‘৫০০ তম উইকেট হায়দরাবাদে হয়নি। ভাইজাগেও হয়নি। তাই ৪৯৯তম উইকেট পাওয়ার পরই আমি বাড়িতে মিষ্টি বিলিয়ে দিয়েছিলাম। ৫০০তম উইকেট যত তাড়াতাড়ি এল, তত তাড়াতাড়ি চলেও গেল। ৫০০ আর ৫০১তম উইকেটের মাঝে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। আমাদের জীবনের দীর্তমঘ ৪৮ ঘণ্টা। এই ৫০০ হোক বা ৪৯৯, দারুণ অ্যাচিভমেন্ট ছিল। কি দারুণ মানুষ। আমি সত্যিই গর্বিত। আমরা সবাই তোমায় ভালোবাসি অশ্বিন।’ অশ্বিনের দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারে অনেক ওঠা-পড়া এসেছে। সাফল্য-ব্যর্থতা প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে থাকে। অনিল কুম্বলের পর দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে ৫০০ উইকেট নেওয়ার মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন অশ্বিন। কুম্বলের ঝুলিতে রয়েছে ৬১৯ উইকেট। ভারতের কিংবদন্তি লেগস্পিনার কিন্তু বলে দিয়েছেন, তাঁর রেকর্ড একদিন ভেঙে দেবেন অশ্বিন। ভারতীয় অফস্পিনারও চান আরও কয়েকটা বছর চুটিয়ে ক্রিকেট খেলতে।

ভারত এগিয়ে সিরিজে, রাঁচির টেস্টে ‘ছুটি’ পাচ্ছেন বুমরা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কথা ছিল রাজকোটেই ছুটি দেওয়া হতে পারে তাঁকে। টানা খেলার ধকলের কথা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মাথায় রয়েছে। চোট-আঘাতে টিমের অনেক সিনিয়র মাঝে মাঝেই ছিটকে যাচ্ছেন। আর তাই রোটেশন পদ্ধতিতে আরও বেশি জোর দিয়েছে বিসিসিআই। সে পদ্ধতি মেনেই রাজকোটে ছুটি দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও তা পাননি। বিশাখাপত্তনমে দুরন্ত পারফর্ম করেছিলেন। টিম ১-১ করেছিল তাঁর জন্যই। আর তাই রাজকোটে সিরিজ ২-১ করার জন্য তাঁর ছুটি বাতিল হয়। রাঁচি টেস্টে হয়তো সেই ছুটি পেতে চলেছে জসপ্রীত বুমরা। মহেন্দ্র সিং ধোনির পাড়ায় ভারত খেলবে। কিন্তু সেখানে বুমরাকে হয়তো দেখা যাবে না। মঙ্গলবার ভারতীয় টিমের রাজকোট থেকে রাঁচি যাওয়ার কথা। এখনও পর্যন্ত যা শোনা যাচ্ছে, তাতে বুমরাকে বিশ্রামে পাঠানোর কথা ভেবে রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে চতুর্থ টেস্টে ছুটি পেলেও পঞ্চম টেস্টে ধরমশালায় তিনি খেলবেন কিনা, তা নির্ভর করছে সিরিজের ফলাফলের উপর। যদি রাঁচিতে সমতা ফেরায় ইংল্যান্ড, তা হলে বুমরাকে ফেরানো হতে পারে টিমে। কারণ, ধরমশালার পিচে বরাবর বাউন্স থাকে। সে ক্ষেত্রে ম্যাচ জেতানোর জন্য তাঁকে টিমে ফেরানো ছাড়া আর কোনও রাস্তা থাকবে না ভারতের। ভারত অবশ্য রাঁচিতেই সিরিজ পকেটে পুরতে চাইছে। এমনিতেই রাজকোটে ইংল্যান্ড টিম জঘন্য ভাবে হেরেছে। যা নিয়ে

প্রবল সমালোচনাও চলেছে। বাজবল মানে কি দায়িত্বজ্ঞানহীন ক্রিকেটে, তা নিয়েও কথা তোলা শুরু করে দিয়েছেন অনেকে। তরুণ ভারতীয় টিম যে ভাবে পারফর্ম করছে, তা দেখে শেখা উচিত বলে মনে করছেন ইংলিশ বিশেষজ্ঞরা। এই সিরিজে বুমরা দুরন্ত ফর্মে ছিলেন। তিন টেস্টে ১৭টা উইকেট পুরেছেন পকেটে। তিনিই সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন। হায়দরাবাদ, বিশাখাপত্তনম ও রাজকোট ধরলে মোট ৮১ ওভার বল করেছেন। যা পেস বোলারের পক্ষে যথেষ্ট বোলিং বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয় টেস্টে মহম্মদ সিরাজকে এই কারণেই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় টেস্টে মুকেশ কুমারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। রাঁচিতে বুমরা যদি না খেলেন, তা হলে পেস বোলিংয়ের নেতৃত্বে থাকবেন সিরাজ। রাঁচিতে টিমের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা মুকেশের। আর রাজকোট থেকেই আমেদাবাদের বাড়িতে ফেরার কথা বুমরার।

১৩ বছরের পরিশ্রমে মিলেছিল একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ! অবসর নিলেন ফয়জল

কুন্ডিনাপুরি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ কিছু ক্রিকেটারের সীমানা থাকে ঘরোয়া ক্রিকেট অবধিই। তাদের প্রতিভার অভাব রয়েছে তা নয়। প্রয়োজনীয় সুযোগটা হয়তো পান না। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিদর্ভের রঞ্জিজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক। ঘরোয়া ক্রিকেটে সুপারস্টার বললেও কম হয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র একটি ম্যাচ। তাও ৩০ বছর বয়সে! সে সময় ভারতীয় ক্রিকেটে ১৬ বছর পর কোনও ৩০ বা বেশি বয়সের ক্রিকেটারের অভিষেক করার হতাশার ‘রেকর্ড’ গড়েছিলেন। জুটেছিল মাত্র একটিই আন্তর্জাতিক ম্যাচ। তাতেও নজির। কিন্তু আর সুযোগ আসেনি। এ বার পেশাদার ক্রিকেটকে পুরোপুরি বিদায় জানালেন। ভারতীয় ক্রিকেট তথা বিদর্ভের অন্যতম সেরা ব্যাটার ফৈয়জ ফয়জল। ঘরোয়া ক্রিকেটে লাল-বলে অভিষেক হয় সেই ২০০৩ সালে। অভিষেক প্রথম শ্রেনির ম্যাচেই ১৫১ রানের ঝকঝকে ইনিংস। শেষটা যদিও ভালো হল না। হয়তো আবেগের

কাছে হার মেনেছে। কেরিয়ারের বিদায়ী ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ১ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ০। প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে ৯১৮৪ রান। খেলেছেন প্রায় ১৩৮টি প্রথম শ্রেনির ম্যাচ। ২৪টি সেঞ্চুরি। ৩৯টি হাফসেঞ্চুরি। যদিও দেশের জার্সিতে টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। সাদা বলের ক্রিকেটেও রেকর্ড মন্দ নয়। ১১৩টি লিস্ট এ (ঘরোয়া ওডিআই) ম্যাচে প্রায় ৩৬৪১ রান। ১০টি সেঞ্চুরি। ব্যাটিং গড় চমকে দেওয়া ৬৭.৯১! প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে অভিষেকের ১৩ বছরের পরিশ্রমে অবশেষে জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ। তাও মাত্র একটি ওডিআই। ২০১৬ সালে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অভিষেক এবং একমাত্র ওডিআইতে অপরাজিত ৫৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। একটি ওডিআই খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে যা রেকর্ড। বিশ্বের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে একটি মাত্র ওডিআইতে হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছিলেন।

‘হিরে’ চিনেছেন ‘জহুরি’ গৌতম গম্ভীর

এবার কেকেআর-এ আসছেন সরফরাজ?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রাজকোটে ড্রিম ডেবিউ হয়েছে সরফরাজ খানের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মুম্বইয়ের ছেলের জন্য খুলেছে জাতীয় দলের দরজা। শত বঞ্চনার পর অবশেষে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে চাপাতে পেরেছেন সরফরাজ। এ বার তাঁকে নেওয়ার জন্য ঝাঁপাচ্ছে একাধিক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি। একটা টেস্ট ম্যাচ সরফরাজের দর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আইপিএলের আঙিনা তাঁর জন্য নতুন নয়। কিন্তু আইপিএলে তেমন নজর কাড়তে পারেননি তিনি। ২০২৪ সালের নিলামে তিনি অবিক্রিত ছিলেন। এ বার তাঁকে নেওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি। ক্রিকেট মহলে অনেকেই বলছেন ‘হিরে’ সরফরাজ খানকে চিনে ফেলেছেন ‘জহুরি’ গৌতম গম্ভীর। ফলে এ বারের আইপিএলে কেকেআর-এ আসতে পারেন সরফরাজ। গম্ভীর কেকেআরে আসার পর থেকেই এমনই বলা হচ্ছে, অনেক কিছু বদলাবে। অভিজ্ঞতা দিয়ে বেগুনি জার্সিকে পাল্টে দিতে চাইছেন। তাঁর ক্যাপ্টেন্সিতে এক সময় দুটো আইপিএল খেতাব জিতেছিল টিম। তাই আবার করে দেখাতে চাইছেন, মেন্টর হয়ে। সেই গম্ভীরের ভাবনাতে যদি সরফরাজ ঢুকে পড়েন, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সরফরাজকে পাওয়ার দৌড়ে আরও কয়েকটি দল রয়েছে। আরসিবির হাত ধরে আইপিএলের জগতে প্রবেশ করেছিলেন সরফরাজ। শোনা যাচ্ছে বেঙ্গালুরু ভিত্তিক ওই ফ্র্যাঞ্চাইজিও নিতে চাইছেন সরফরাজকে। দৌড়ে রয়েছে ৫ বারের আইপিএল খেতাবজয়ী চেন্নাই সুপার কিংসও। ২০১৪ সালে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে ভালো পারফর্ম করার পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ১৭ বছর বয়সী সরফরাজকে কিনেছিল। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কম বয়সী ক্রিকেটার হিসেবে সরফরাজ আইপিএলে খেলেছিলেন। এবিডি, বিরাট, গেইলরা সেই সময় আরসিবি কাঁপাচ্ছিলেন। ফলে অত সুযোগ পাননি সরফরাজ। ২০১৯ সালের আইপিএলের আগে সরফরাজকে রিলিজ করে দেয় আরসিবি। সেই সময় পঞ্জাব কিংস তাঁকে কেনে। ২০২১ অবধি প্রীতির দলে ছিলেন। ২০২২ সালের আইপিএলের নিলামে দিল্লি ক্যাপিটালস কিনেছিল সরফরাজকে। ২০২৩ সাল অবধি তিনি দিল্লিতে ছিলেন। ২০২৪ সালের আইপিএলের আগে তাঁকে ছেড়ে দেয় দিল্লি। ফলে আগামী আইপিএলের আগে সরফরাজকে একাধিক দল নেওয়ার জন্য ঝাঁপাতে পারে। মুম্বইয়ের ছেলে সরফরাজ খানের মতো মারকুটে ব্যাটার যে কোনও আইপিএল টিমের ব্যাটিং লাইন আপ শক্তিশালী করবে। ফলে তাঁর পুরনো টিম আরসিবি থেকে শুরু করে কয়েকটা মরসুম ধরে টপ অর্ডার ভোগানো কেকেআরের টার্গেটে সরফরাজ।

জাডেজার ভুল থেকে শিক্ষা, রান আউটের ভয়ে যশস্বীকে কী বলেছেন সরফরাজ?

রাজকোট, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ রবীন্দ্র জাডেজার ভুল থেকে শিক্ষা নিলেন সরফরাজ খান। রাজকোটে টেস্ট অভিষেক হয় সরফরাজের। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো ব্যাটিং করেও দীর্ঘদিন ব্রাত্য ছিলেন। অবশেষে জাতীয় দলের দরজা খুলে গিয়েছে মুম্বইয়ের ছেলের জন্য। অভিষেক টেস্টেই বেশ নজর কাড়েন সরফরাজ। প্রথম ইনিংসে ৬২-তে রান আউট হন তিনি। রবীন্দ্র জাডেজার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন সরফরাজ। আর দ্বিতীয় ইনিংসে ওই ভুল থেকেই শিক্ষা নেন তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৮ রানে অপরাজিত থাকেন সরফরাজ। প্রথম ইনিংসে জাডেজার ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে যশস্বী জসওয়ালকে ডাবল সেঞ্চুরির ঘরে পৌঁছতে সাহায্য করেন তিনি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সরফরাজ-যশস্বী জুটির একটি অডিও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। ১৯৯ রানে

ব্যাটিং করার সময় আতঙ্কে ভুগছিলেন যশস্বী। তাঁর মনে আউট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা চেপে ধরেছিল। আর সেটাই নন স্ট্রাইকিং প্রান্তে দাঁড়ানো সরফরাজকে বলেন যশস্বী। বিপরীত প্রান্তে দাঁড়ানো সরফরাজ আশ্বাস দেন যশস্বীকে। আর সেই অডিও ভাইরাল হয় নেট দুনিয়ায়। সেখানে সরফরাজকে বলতে শোনা যায়, ‘‘চিন্তা করিস না, ডাবল সেঞ্চুরি হয়ে যাবে। রান নেওয়ার জন্য তুই আগে দৌড়বি না।’’ প্রথম ইনিংসে জাডেজা ৯৯ রানে ব্যাটিং করার সময় তাঁরই ভুলে সরফরাজ খান রান আউট হয়। সরফরাজ প্যাভিলিয়নে ফেরার সময় রোহিত শর্মাকে বিরক্ত হতে দেখা যায়। হতাশায় টুপি ছুড়ে ফেলে দেন হিটম্যান। এমনকি নেটপাড়াতেও তুমুল চর্চা হয়। জাডেজাকে সরফরাজের কাছে ক্ষমা চাওয়ার নিদান দেন নেটিজেনরা। যশস্বী জসওয়ালের ক্ষেত্রে যদিও সে ভুল হয়নি। দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৪ রানে অপরাজিত থাকেন যশস্বী। ৬৮ রানে নট আউট থাকেন সরফরাজ।

রঞ্জিতে ইতিহাস, ঋদ্ধিমানের দলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া জয় যুবরাজদের!

আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ ১৪৯ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল ঋদ্ধিমান সাহার ত্রিপুরা। জবাবে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১০৫ রানে শেষ হয়ে যায় রেলওয়েজ। ৪৪ রানের লিড নিতে পেরেছিল ত্রিপুরা। কে জানত, এর পরই রঞ্জি ম্যাচ তুলে ধরলে বিস্ময়ের পর্দা। ত্রিপুরা ৩৩৩ রান তোলে দ্বিতীয় ইনিংসে। জয়ের জন্য ৩৭৮ রানের লক্ষ্য ছিল রেলের বিরুদ্ধে। এত বড় রান তাড়া করে কোনও রঞ্জি টিম এর আগে জেতেনি। স্বাভাবিক ভাবেই রেলওয়েজও পারবে না, এমনই ভাবা হয়েছিল। সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে রঞ্জিতে ইতিহাস করে ফেলল যুবরাজ সিংয়ের টিম। সবচেয়ে বেশি রানে ম্যাচ জেতার নতুন রেকর্ড করল রেল। যা দেখে ভারতীয় ক্রিকেট মহল অবাক। ঋদ্ধিদের বিরুদ্ধে রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ৩ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। স্কোর বোর্ডে তখন মার্ত ৩১ রান রেলের। ওপেনার প্রথম সিং আর মহম্মদ সইফের চতুর্থ উইকেটে ১৭৫ রানের জুটিটাই

টার্নিং পয়েন্ট হয়ে গেল। তৃতীয় দিনের শেষে ২৭০-৪ তুলে ফেলেছিল রেল। প্রথম ১১৩ করে ক্রিজে ছিলেন। সইফ ১০৬ করে আউট হয়ে যান। কিন্তু প্রথম সিংই ম্যাচটা জেতালেন টিমকে। চতুর্থ দিন জেতার জন্য দরকার ছিল ১০৮ রান। শেষ পর্যন্ত ১৬৯ রান করে নট আউট থেকে যান প্রথম। তিনিই ম্যাচের সেরা। ক্যাপ্টেন উপেন্দ্র যাদব ২৭ করে সঙ্গ দেন প্রথমকে। ২০০৮-০৯ মরসুমে আসাম ৩৭০ রান তাড়া করে রঞ্জি ম্যাচ জেতার রেকর্ড করেছিল। ২০১৯-২০ সালে রান তাড়া করে রঞ্জিতে নতুন ইতিহাস কায়েম করেছিল সৌরাষ্ট্র। উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৩৭২ রান তাড়া করে জিতেছিলেন চেতেশ্বর পুজারারা। সেই রেকর্ড এ বার ভেঙে দিল রেল। এই রুদ্ধশ্বাস জয়ের পরও যুবরাজ সিং, প্রথম সিংরা নক আউটে জায়গা করে নিতে পারলেন না। এলিট গ্রুপের ‘সি’তে সাত রাউন্ডের ম্যাচের পর তাঁদের পয়েন্ট ২৪। ত্রিপুরা হারলেও এ বারের রঞ্জিতে বেশ ভালো পারফর্ম করেছেন ঋদ্ধিরা। ১৭ পয়েন্ট নিয়ে রঞ্জি ট্রফি শেষ করল ত্রিপুরা।

মনোজের বিদায়ী সংবর্ধনায় পাশে সৌরভ, এলেন না ‘বিদ্রোহী’ বন্ধুরা!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পরে রবিবারই বিকেলে সিএবি সংবর্ধনা দিল মনোজ তিওয়ারিকে। এদিনই বিহারের বিরুদ্ধে ম্যাচে ক্রিকেট জীবনের শেষ ম্যাচ খেললেন বাংলা অধিনায়ক। কেরিয়ারের শেষ ইনিংসে করলেন ৩০ রান। কুড়ি বছরের সুদীর্ঘ কেরিয়ার। যার শুরুটা হয়েছিল ইডেনেই। শেষটারও সাক্ষী হয়ে থাকল ইডেন। বিহারকে হারিয়ে সাত পয়েন্ট পাওয়ার পরই ইডেনের বাইশ গজে চুমু খেলেন মনোজ। অনেক স্মৃতি। হাজারো নস্ট্যালজিয়া। সে’সবই ভিড় করে আসছিল মনোজের মনে। মাঝে মধ্যেই কেঁদে ফেলছিলেন। বঙ্গ ক্রিকেটের এক যোদ্ধার অবসরের দিনটা যে আবেগঘন হবে, সেটাই স্বাভাবিক। সৌরভের যেমন মনোজের সঙ্গে রনজি ফাইনালের সেই স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খুব বেশি খেলা হয়নি মনোজের। কিন্তু সে’সব দিয়ে মনোজ তিওয়ারিকে যে বিচার

করা যাবে না, সেটা বলে গেলেন সৌরভ। বলছিলেন, ‘‘মনোজ কতগুলো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে, সেটা দিয়ে ওকে বিচার করতে যাবেন না। দীর্ঘ কুড়ি বছর যেরকম ক্রিকেট খেলে গিয়েছে, সেটা আজীবন মনে রেখে দেবে বাংলা ক্রিকেট। বাংলা ক্রিকেট যতদিন থাকবে, ততদিন উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থেকে যাবে মনোজ।’’ লক্ষ্মীও একইরকম আবেগপ্রবণ। দীর্ঘসময় ধরে মনোজের সঙ্গে ড্রেসিংরুমে শেয়ার করেছেন। সেই সব মুহূর্তের কথা বলে যাচ্ছিলেন। অনুষ্টুপ মজুমদার আবার আগ্রাসী ব্যাটিংটাই শুরু করেন মনোজকে দেখে। মনোজের আগ্রাসী ব্যাটিং দেখে অনুষ্টুপ বুঝেছিলেন এই পর্যায় যদি কর্তৃত্ব করতে হয়, তাহলে আগ্রাসী ব্যাটিংটা করতেই হবে। সিএবির তরফ থেকে বিশেষ এক ভিডিওর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেখানে দীপ দাশগুপ্ত, রোহন গাভাসকর থেকে শুরু করে হরভজন সিং, মহম্মদ শামি, প্রত্যেকেই শুভেচ্ছা জানান মনোজকে। একইসঙ্গে তাঁদের আর্জিও থাকল- মনোজ যেন ক্রিকেটের সঙ্গেই যুক্ত থাকেন। মনোজের পুরো পরিবার অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানান তিনি। সিএবির তরফ থেকে সোনার ব্যাট দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় মনোজকে। আর বারবারই আবেগে ভেসে যাচ্ছিলেন বঙ্গ অধিনায়ক। জীবনে হয়তো সবকিছুই থাকবে। শুধু সামনে বছর থেকে রনজির টিম লিস্টে মনোজ তিওয়ারির নামটা আর লেখা থাকবে না।

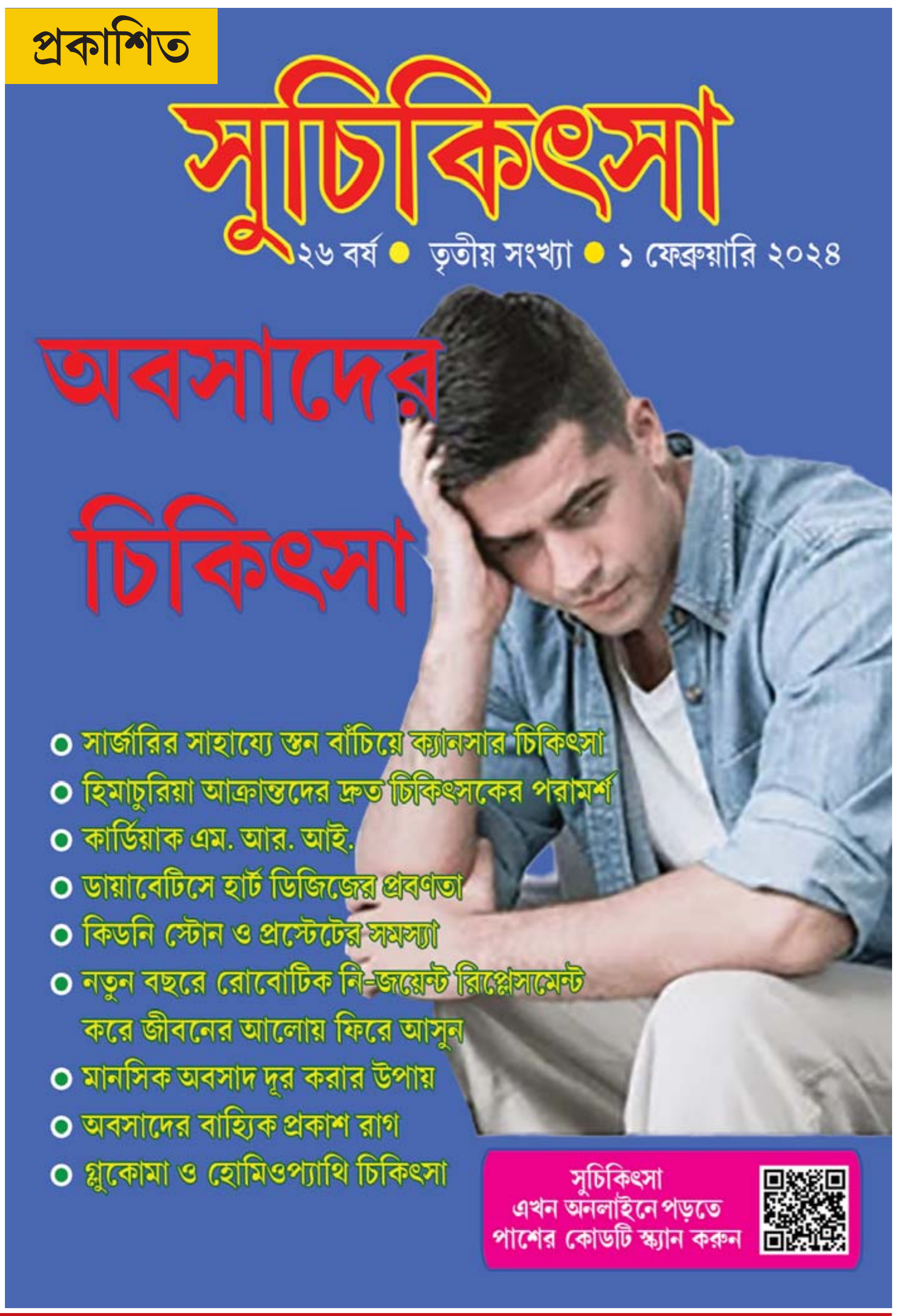

আর্লিং হলান্ডকে টপকে গেলেন হ্যারি কেইন, বায়ার্ন মিউনিখ নামল আরও নিচে

মিউনিখ, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ জার্মান চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখের দুর্দশা চলছেই। এবার লিগে নিচের দিকে থাকা দল বোখুমের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছে টমাস টুখেলের দল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি বায়ার্নের টানা তৃতীয় হার। এই হারে বুন্দেসলিগার শিরোপা-দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। শীর্ষে থাকা লেভারকুসেনের সঙ্গে এখন তাদের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ৮ পয়েন্টে। পয়েন্ট তালিকায় বায়ার্নের আরও নিচে নেমে যাওয়ার ম্যাচে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ওপরে উঠেছেন হ্যারি কেইন। বুন্দেসলিগায় নিজের ২২তম ম্যাচ খেলতে নেমে ২৫তম গোল করেছেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড। জার্মান ফুটবলের শীর্ষ স্তরের ইতিহাসে এটিই দ্রুততম সময়ে ২৫ গোলের ঘটনা। এর আগে ২৫ ম্যাচে ২৫ গোল করেছিলেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে খেলা আর্লিং হলান্ড, যিনি এখন প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলেন। লিগে লেভারকুসেন ও চ্যাম্পিয়নস লিগে

টানা দ্বিতীয় ম্যাচে লাল কার্ড দেখেছেন দায়ত উপামেকানো।

লাসিওর কাছে হারের পর কাল বোখুমের বিপক্ষে জয়ের প্রত্যাশায় ছিলেন বায়ার্ন-সমর্থকেরা। ২১ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে বোখুম ছিল ১৮ দলের মধ্যে ১৫ নম্বরে। কিন্তু ধুঁকতে থাকা বায়ার্ন নড়বড়ে সেই দলকেও হারাতে পারেনি। ১৪ মিনিটে জামাল মুসিয়ালার গোলে বায়ার্ন এগিয়ে গেলেও বোখুম ৩৮, ৪৪ ও ৭৮ মিনিটে টানা ৩ গোল করে ব্যবধান বাড়ায়। পরে ম্যাচের ৮৭ মিনিটে কেইন গোল করে ব্যবধান কমান। এর মধ্যে ৭৬ মিনিটে দায়ত উপামেকানো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলে পরিণত হয় বায়ার্ন। বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগে লাসিওর বিপক্ষে ম্যাচেও লাল কার্ড দেখেছিলেন উপামেকানো। লিগে টানা দুই ম্যাচ হেরে ২২ ম্যাচ শেষেও বায়ার্নের পয়েন্ট ৫০, সমান ম্যাচে লেভারকুসেনের ৫৮। ৩৪ ম্যাচের লিগে বায়ার্নের ট্রফির সম্ভাবনা যে প্রায় শেষ, সেটা ম্যাচ শেষে স্বীকারও করেন বায়ার্ন কোচ টুখেল, ‘‘এই মুহূর্তে (শিরোপা) খুব একটা বাস্তবসম্মত মনে হচ্ছে না। তবে গত মরসুমে শেষ দিন পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস রেখেছিলাম। সেটার পুরস্কারও পেয়েছি। এবারও নিজেদের কাজটা করে যাব।’’ টানা তৃতীয় হার আগের ম্যাচগুলোর চাপের কারণে কি না, এমন প্রশ্নে টুখেলের জবাব, ‘‘প্রতিটি হারেরই একটা চাপ থাকে।’’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com